মাসিক
জমাদিউল আউয়াল ১৪২৮ হিজরী □ মে-জুন ২০০৭ সাল

তরজুমান

The Monthly TARJUMAN

- শাহানশাহ্-ই- বেলায়ত হযরত আলী (রা.)
- হযরত আলী ও আমীরে মুয়াবিয়া (রহ.) এর মতানৈক্য ইজতিহাদী
- প্রেমাস্পদের পথে

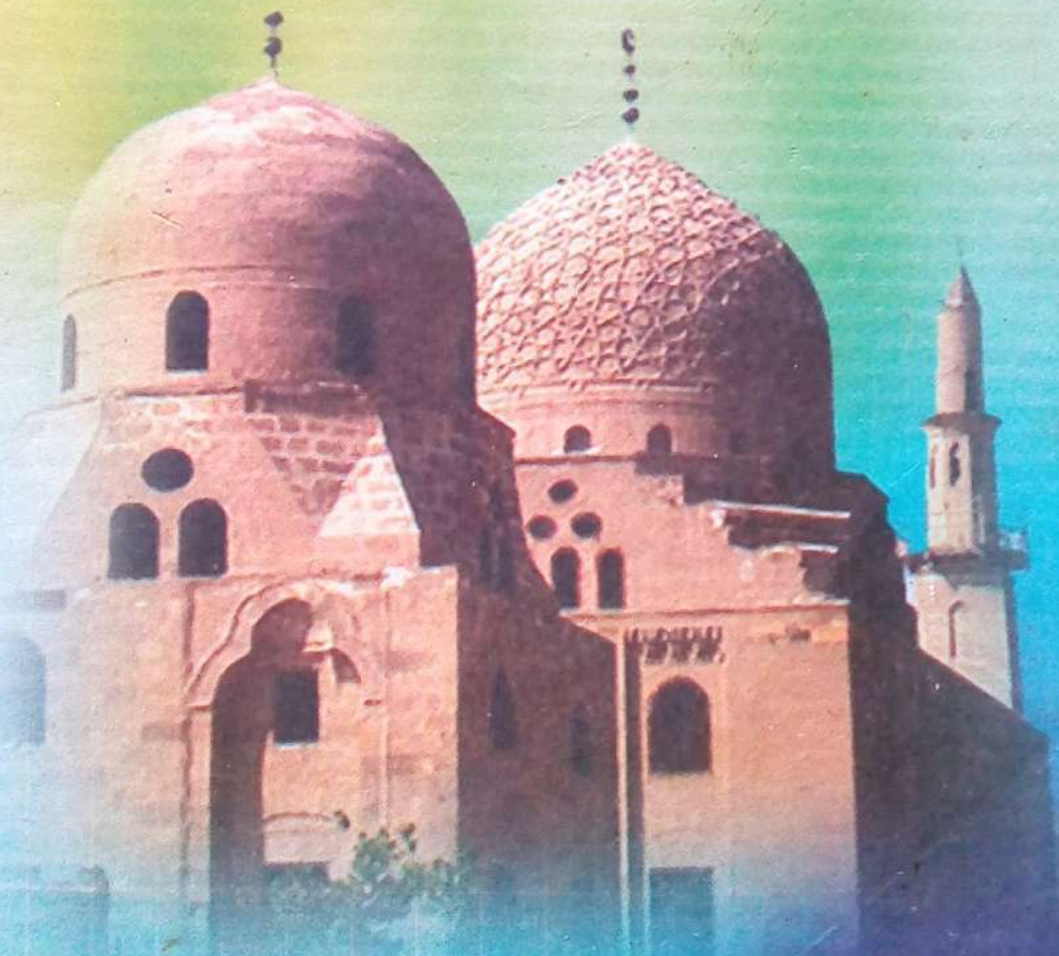

মিশরের একটি মসজিদ

www.Yqadri.blogspot.com

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মাহবূব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
নির্দেশিত পথ ও মত আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র আক্বীদা ভিত্তিক মুখপত্র

মাসিক

তরজুমান

প্রতিষ্ঠাতা : রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

পৃষ্ঠপোষক : রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী

: রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী

FOUNDER : ALLAMA ALHAJ HAFEZ QUARI SYED
MUHAMMAD TAYYAB SHAH (RA.)

PATRON : HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD TAHER SHAH (M.J.A.)
HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD SABIR SHAH (M.J.A.)

Published by : Anjuman-E-Rahmania Ahmadia Sunnia. 321, Didar Market, Dewan Bazar, Chittagong, Bangladesh
☎ (880-31) 624327 +241, 843837 e-mail : anjuman@spnetctg.com / tarjuman@spnetctg.com

বিনিময় ১২ টাকা

মাসিক তরজুমান

২৭ তম বর্ষ * ৫ম সংখ্যা

জমাদিউল আওয়াল ১৪২৮হি.; মে-জুন '০৭

পরিচালনা সম্পাদক

আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

সম্পাদক

অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল্‌কাদেরী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম

লেখা সংক্রান্ত যোগাযোগ

সম্পাদক
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (২য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
Email: **tarjuman@spnetctg.com**

গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (২য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৬২৪৩২২, ০১১৯৭১২৮৬২৫, ০১৮১৯৩৯৫৪৪৫

প্রবাসী গ্রাহক ও এজেন্টদের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

THE MONTHLY TARJUMAN
A.C. NO. - SB/1669
RUPALI BANK LTD.
DEWAN BAZAR BRANCH
CHITTAGONG, BANGLADESH.

দরসে কোরআন ৪
✍ মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী

দরসে হাদীস ৬
✍ মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

খলীফা-ই রাশেদ শাহ্-ই বেলায়ত হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ৯
✍ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রেমাস্পদের পথে ১৭
✍ মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন

বাংলাদেশের বাবা আদম ২৩
✍ ফজল-উশ-শিহাব

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও বাতিল মতবাদ পরিচিতি: প্রেক্ষিত বর্তমান বাংলাদেশ ২৫
✍ মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

সম্পর্কের নতুন দিগন্তে ইরান ও সৌদি আরব ৩১
✍ আবসার মাহফুজ

হযরত বড়পীর ও ইসলামের বিকাশে তাঁর কালজয়ী অবদান ৩৩
✍ ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

হযরত আলী ও আমীরে মু'আবিয়ার মতানৈক্য ইজতিহাদী ৪১
✍ মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

স্মৃতিতে অম্লান মাওলানা আবদুল মান্নান ৫২
✍ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রেজভী

প্রশ্নোত্তর ৫৪

পাঁচ মিশালী ৬০

ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দাপ্রথা ৬৫
✍ আলহাজ্ব এম এ ওহাব

মুকুলের আসর ✍ সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল্ মাসূম ৬৮
✍ লুৎফর রহমান রিটন ✍ মুহাম্মদ আবদুর রহিম ✍ মুহাম্মদ মোরশেদ আলম ✍ এম জসিম উদ্দীন

সংস্থা-সংগঠন সংবাদ ৭০

সংক্ষিপ্ত সংবাদ ৭৭

সম্পাদকীয়

দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া ছুটেই চলেছে। লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির চাপে সাধারণ মানুষ কোণঠাসা। মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত ও সীমিত আয়ের মানুষের নাভিশ্বাস ওঠেছে দ্রব্যমূল্যের উত্তাপে। পণ্যের চড়াদামের কারণে ক্রেতার দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারি হয়ে ওঠেছে। পণ্যের দাম বাড়ছে কখনো সরবরাহের ঘাটতির অজুহাতে, কখনো আন্তর্জাতিক বাজার বৃদ্ধির দোহাই দিয়ে। মাসের নির্ধারিত বাজেট দিয়ে কীভাবে বাজার পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় ওই দুশ্চিন্তায় পরিবারের কর্তাদের চোখে ঘুম নেই। বাজার নিয়ন্ত্রণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গত কয়েক মাসে নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে কিন্তু সেগুলো যেন কোন কাজে আসছে না। গত ১ বছর ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছে ২০ শতাংশেরও বেশি। ভোজ্যতেল, ডাল, গুঁড়া দুধের দাম বেড়েছে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ। তত্ত্বাবধায়ক সরকার মূল্যবৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের দায়ী করলেও তাদের শনাক্ত করতে পারেনি। সরকারের ভেজাল বিরোধী অভিযানের শুরুতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল তার রেশ এখনো চলছে। পাইকারি ব্যবসায়ী ধরপাকড় কিংবা গুদাম তল্লাশির কারণেও বিরূপ প্রভাব পড়েছে বাজারে। কোন কোন ব্যবসায়ী ভোগ্যপণ্য আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে আর কেউ কেউ কম পরিমাণে আমদানি করছে। তাদের মধ্যে আস্থার অভাব বিরাজ করছে, ফলে কিছু পণ্যের ওপর শুল্কহার কমিয়েও ফল পাওয়া যাচ্ছে না। সরকার চাল ও গমের শুল্ক কমানোসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। টিসিবি ও বিডিআরের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য খুচরা পর্যায়ে বিক্রয় করা হচ্ছে। টিসিবিকে পুনরায় সক্রিয় করার চিন্তা-ভাবনা চলছে। বাজারে পণ্যমূল্য বেড়ে গেলে টিসিবির মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হতো। স্বাধীনতার পর সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সাধারণ ও দরিদ্র ভোক্তাদের সুবিধার্থে। কিন্তু বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে পরবর্তীতে সংস্থাটি অকার্যকর হয়ে পড়ে। বর্তমানে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরাও টিসিবির মাধ্যমে পণ্য আমদানির জন্য সুপারিশ করেছেন। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর সিন্ডিকেট ব্যবসায়ে আঘাত করায় খুচরা পর্যায়ে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সবজির দাম কমে গিয়েছিল। বেশির ভাগ সবজির দাম ১০ থেকে ১২ টাকায় নেমে এসেছিল কিন্তু ২ মাস না যেতেই বাড়তে থাকে সবজির দাম। সম্প্রতি সরকারের দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় মনিটরিং কমিটির বৈঠকে আগামী রমজানের পূর্বেই ২০ হাজার টন মসুর ডাল ৪০ হাজার টন ছোলা, ১০ লাখ ২০ হাজার টন পেঁয়াজ ও ২ লাখ টন সয়াবিন তেল আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়াও গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে আমদানি বৃদ্ধি, মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস, অতি মুনাফার প্রবণতা বন্ধ ও ন্যায্যমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি। এখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের কারণেই পণ্যের দাম বেশি পড়ে। পণ্য মূল্যের একটা বড় অংশ চলে যায় তাদের পকেটে। অথচ কৃষক বা উৎপাদক অনেক সময় তাদের ন্যায্য মূল্য পায় না। কৃষক হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যে সবজি উৎপাদনে পায় ৮ থেকে ১০ টাকা, সেটা কয়েক হাত বদলের পর যখন ক্রেতার হাতে পৌঁছে তখন এটার দাম হয়ে যায় ২০-২৪ টাকা। অর্থাৎ ১০ থেকে ১৬ টাকা চলে যায় মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে। তাই তাদের আধিপত্য খর্ব করা গেলে ক্রেতারা আরো কমমূল্যে পণ্যদ্রব্য কিনতে পারবে। কীভাবে এটা করা যায় তার কৌশল সরকারকে খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের আমদানি পণ্যের একটা বিরাট অংশ আসত অবৈধ পথে বা কর ফাঁকি দিয়ে- তা ওপেন সিক্রেট ছিল। এখন দুর্নীতি বিরোধী অভিযান ও আইন প্রয়োগের কড়াকড়িতে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ওই সুযোগ পাচ্ছে না।

দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ সরকারকে নিতে হবে। এজন্য স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি কার্যক্রম দ্রুত ও বিচক্ষণতার সাথে নেয়া প্রয়োজন। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম প্রশংসিত হয়েছে কিন্তু দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে তাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কাজেই এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে সুদূরপ্রসারী ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। তাদের সকল প্রয়াস- প্রচেষ্টা সফল হোক-এটাই আমরা একান্তভাবে কামনা করি।

মাত্র ১৩ দিনের ব্যবধানে চলে গেলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার দু'জন নিবেদিত প্রাণ কর্মকর্তা। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও দানবীর আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইউনুচ কোম্পানী গত ২ মে '০৭ এবং আনজুমানের এসিসটেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব গোলাম সরওয়ার ১৫ মে ইহজগতের বন্ধন ছিন্ন করেন। তাঁরা এখন জামেয়া সংলগ্ন কবরস্থানে চির শায়িত। প্রায় ৫০ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে মজমুয়াযে সালাওয়াতে রসূল (দ.) এর প্রকাশনা, আনজুমান প্রেস ক্রয়ে আর্থিক সহায়তাসহ সিলসিলার বিভিন্ন কাজে মরহুম ইউনুচ কোম্পানীর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এদিকে আনজুমানের বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নে আনজুমানের প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালনকালে তরজুমানসহ বিভিন্ন প্রকাশনার কাজে এবং আলমগীর খানকাহ শরিফের সুচারু তত্ত্বাবধানে মরহুম গোলাম সরওয়ারের অবদান উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এ দু'ব্যক্তিত্বের ইন্তেকালে আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করি। সমবেদনা জানাই মরহুমদ্বয়ের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুক। এই ফরিয়াদ তাঁর মহান পাক দরবারে।

দরসে কোরআন

মাওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। (হে মাহবূব!) আমি অবশ্যই আপনাকে কাউসার (অসংখ্য মর্যাদা, গুণাবলী ও নি'মাত) দান করেছি। সুতরাং আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায আদায় করুন এবং কোরবানী করুন। নিশ্চয় আপনার শত্রু, সে-ই সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। -[সূরা কাউসার]

সূরা অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট

উদ্ধৃত পবিত্র কোরআনে করীমের সূরা কাউসার অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় তাফসীর শাস্ত্রবিশারদগণ উল্লেখ করেছেন, প্রখ্যাত তাফসীর শাস্ত্রবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির পুত্র সন্তান মৃত্যুবরণ করে আরবের পরিভাষায় তাকে 'আবতার' তথা নির্বংশ বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ রেওয়াজ অনুযায়ী রসূলে আকরম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পুত্র হযরত কাসেম কিংবা ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র ইন্তিকালের পর আরবের কাফিরগণ তাঁকে নির্বংশ বলে আখ্যায়িত করতে লাগল। বিশেষত কাফিরসর্দার 'আস ইবনে ওয়াইল'র সম্মুখে রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ব্যাপারে কোন আলোচনা উত্থাপিত হলে সে মন্তব্য করত- আরে তার প্রসঙ্গ বাদ দাও, ওটা তো কোন চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ সে তো নির্বংশ। তার ইন্তিকাল হয়ে গেলে তার নাম উচ্চারণ করারও কেউ থাকবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।

-[তাফসীরে ইবনে কাসীর, মাযহারী ও খাযাইনুল ইরফান]

আলোচ্য সূরা অবতীর্ণ করে রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি কাফিরগণের দোষারোপ ও ধৃষ্টতা প্রদর্শনের জবাব দিয়ে বলা হয়েছে যে, শুধু পুত্র সন্তান না থাকার কারণে যারা রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নির্বংশ বলে তারা রসূলের প্রকৃত মর্যাদা-মহত্ব ও মহিমা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। কেননা, রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বংশগত সন্তান-সন্ততিও কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। যদিও ওই ধারা তার কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে সূচিত হয়, তাছাড়া আল্লাহর হাবীবের আধ্যাত্মিক সন্তান উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো এত অধিক সংখ্যক হবে যে পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের সমষ্টি থেকেও অনেকগুণ বেশি হবে। রসূলে পাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে যে অত্যাধিক প্রিয়ভাজন ও পরম সম্মানিত আলোচ্য সূরায়ে কাউসার তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

اِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ

আল্লাহর পবিত্র বাণী নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। এর ব্যাখ্যায় তাফসীর বিশারদগণ উল্লেখ করেন যে, আয়াতে কোরআনে বর্ণিত কাউসার শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে।

প্রথমত কাউসার মানে অজস্র সৌন্দর্য ও অত্যধিক চর্চা। অতএব আয়াতের অর্থ হবে ওহে রসূল! আপনি কাফির-মুশরিকদের কথায় ব্যথিত হবেন না। কেননা, আমি আপনাকে কাউসার তথা অত্যধিক চর্চা ও অজস্র গুণাবলীতে সৌন্দর্য করেছি। প্রকাশ্য জাগতিক জীবন থেকে আড়াল হওয়ার পরও যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী অনন্তকাল অবধি জগৎবাসীর মুখে মুখে আপনার গুণগান শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ত্বের চর্চা অব্যাহত থাকবে। কাফিরগণের ভিত্তিহীন কল্পনা-জল্পনা কোন কালে কার্যকর হওয়ার নয়।

দ্বিতীয়ত কাউসার মানে অত্যধিক সন্তান-সন্ততি। অতএব আয়াতের ব্যাখ্যা হবে হে রসূল! আমি আপনাকে অসংখ্য

সন্তান-সন্ততি দান করেছি। অর্থাৎ আপনার ঔরষজাত সন্তানের ধারাবাহিকতা শেষ হলেও ফাতিমা আয-যাহরা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা'র মাধ্যমে আপনার বংশ বিস্তারের যে ধারা অব্যাহত থাকবে তা মহাপ্রলয় অবধি বিশ্বব্যাপী অগণিত হারে বিদ্যমান থাকবে। কখনো কোন কালে আপনার বংশ-পরম্পরা শেষ হবেনা। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য আউলাদে রসূল বিদ্যমান থাকা খোদায়ী অঙ্গীকারের বাস্তব প্রমাণ।

তৃতীয়ত কাউসার মানে অসংখ্য উম্মত। তাই আয়াতের মর্মার্থ হবে- আপনাকে আমি অসংখ্য-অগণিত উম্মত দান করেছি; অর্থাৎ হে রসূল! আপনার বংশগত ঔরষজাত সন্তান যদিও নেই, কিন্তু আপনার রূহানী সন্তান তথা উম্মত কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী বিরাজমান থাকবে অসংখ্যহারে যারা আপনার গুণগান চর্চা করতে থাকবে।

চতুর্থত কাউসার মানে আলমে কসীর। অর্থাৎ আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ব্যতীত সকল সৃষ্টি। তাই আয়াতের ব্যাখ্যা হবে- হে নবী! আমি সমগ্র সৃষ্টিকে আপনার কর্তৃত্বাধীনে সমর্পন করেছি। আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য থেকে আরম্ভ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর আপনার নুবূয়ত-রিসালাতের হুকুমত কার্যকর হবে। সুতরাং আপনি কাফেরদের কথায় মনক্ষুন্ন হবেন না।

পঞ্চমত কাউসার মানে হাউযে কাউসার। অতএব আয়াতের ব্যাখ্যা হবে- হে রসূল আমি আপনাকে হাউযে কাউসার দান করেছি। যার পানি মধুর চেয়েও মিষ্টি, দুধের চেয়েও সাদা। যারা একবার পান করবে তারা কখনো পিপাসার্ত হবেনা।

মিশকাত শরীফের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক নবীকে হাউয প্রদান করা হবে। যা হতে নিজ নিজ উম্মতগণকে নবীগণ পানি পান করাবেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত হাউয'র নাম হল কাউসার, যা সকল নবীর হাউয হতে বিশাল হবে এবং অন্যান্য হাউযের পানির চেয়ে উত্তম ও অধিকতর সুমিষ্ট হবে। (সুবহানাল্লাহ)

মুফাসসিরকুল সরদার হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন- কাউসার হল সেই অজস্র কল্যাণ, যা আল্লাহ পাক স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। কোন কোন তাফসীর কারকের উক্তি কাউসার বেহেশতের একটি প্রস্রবনের নাম। এ প্রসঙ্গে হযরত সা'ঈদ ইবনে যুবাইর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি জবাব দেন, এ কথা হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তির পরিপন্থি নয়। কারণ কাউসার নামক প্রস্রবণটিও সেই অজস্র কল্যাণের একটি। তাইতো ইমাম মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি কাউসারের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন- এটা উভয় জাহানের অফুরন্ত কল্যাণ। এতে জান্নাতের বিশেষ কাউসার প্রস্রবণটিও অন্তর্ভূক্ত।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

সূরা কাউসারের প্রথম আয়াতে কাফিরদের মিথ্যা ধারনার বিপরীতে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কাউসার তথা ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কল্যাণ অজস্র পরিমাণে দেয়ার সুসংবাদ শুনানোর পর এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দু'টি বিষয়ের হুকুম দেয়া হয়েছে। একটি নামায আর দ্বিতীয়টি কোরবানী। নামায শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং কোরবানী আর্থিক ইবাদতসমূহের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বের অধিকারী।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

সর্বশেষ আয়াত আপনার প্রতি দোষারোপকারী ও শত্রুতাপোষণকারী কাফিররাই নির্বংশ হবে এবং শাশ্বত ঐশী বাণী দ্বারা সতর্ক-হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সর্বযুগের সর্বকালের সর্বপ্রকারের দুশমনরাই নির্বংশ ও নিশ্চিহ্ন হবে পৃথিবীপৃষ্ঠে।

জায়গা-জমি ক্রয়, বিক্রয়, পরিমাপ, নামজারি, রেজিস্ট্রেশন ও ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে যোগাযোগ করুন

জনাব মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী

সরকার অনুমোদিত দলিল লেখক

কোর্ট অফিস: পুরাতন রেজিস্ট্রেশন কমপ্লেক্সের সামনে, সদর ভেন্ডারখানা, কোর্ট হিল, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৯-৮৪৮২৫০

বাসা : 'শান্তিকুঞ্জ', নিচতলা, ৮ নম্বর রোড, শান্তিবাগ আবাসিক এলাকা, উত্তর আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

সহযোগী দলিল লেখক: জনাব মুহাম্মদ জাকীর হোসেন চৌধুরী, মোবাইল: ০১৭১৫-৪৮৭৫০৮

বিনা প্রয়োজনে মাথা মুণ্ডানো খারেজীদের আলামত

মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِالْخُدْرِیِّ رضی الله عنه عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه وآله وسلم قَالَ یَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَیَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَایُجَاوِزُ تَرَاقِیْهِمْ یَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّیْنِ کَمَا یَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِیَةِ ـ ثُمَّ لَایَعُوْدُوْنَ فِیْهِ حَتّٰی یَعُوْدَ السَّهْمُ اِلٰی قَوْمِهٖ قِیْلَ مَاسِیْمَاهُمْ؟ قَالَ سِیْمَاهُمُ التَّحْلِیْقُ اَوْ قَالَ التَّسْبِیْدُ

অনুবাদ: হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "পূর্বাঞ্চল হতে কিছু লোক বেরুবে, তারা কোরআন পড়বে বটে, (তবে) কণ্ঠনালীর নিচ (অন্তর) অতিক্রম করবেনা। তারা ধর্ম হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক হতে তীর বেরিয়ে যায়। তীর যেমন ধনুকে পুনরায় ফিরে আসেনা তেমনি এরাও ধর্মের মধ্যে আর ফিরে আসবেনা।" (নবীজীর দরবারে) আবেদন করা হল- ওই সমস্ত লোকের চিহ্ন কী (তাদেরকে চেনার উপায় কী?) নবীজী বললেন- "তাদের চিহ্ন হল, মাথা মুণ্ডানো"। অথবা বলেছেন- "মাথা মুণ্ডিয়ে রাখা।"

সূত্র : সহীহ বুখারী : কিতাবুত তাওহীদ হাদীস নম্বর ৭১২৩, সহীহ মুসলিম : কিতাবুয যাকাত হাদীস নম্বর ১০৬৮, মুসনাদে আহমদ : হাদীস নম্বর ১১৬৩২, মুসান্নাফে আবী শাইবা : হাদীস নম্বর ৩৭৩৯৭, তাবরানী : ৬ষ্ঠ খণ্ড ৯১পৃষ্ঠা : হাদীস নম্বর ৫৬০৯।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিশ্বের কালজয়ী আদর্শ এবং মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের শত্রুরা দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য শত্রুদের নাম কাফির আর দ্বিতীয়টির নাম মুনাফিক। প্রকাশ্যশত্রু কাফিরদের চেয়ে বহুগুণে মারাত্মক হল এ মুনাফিকচক্র। এদের বেশভূষা দর্শনে সাধারণ মুসলমান বিভ্রান্তির ইন্দ্রজালে আটকে পড়ে নিজের মূল্যবান ঈমান-আক্বীদা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। মুনাফিকচক্রের জন্ম কেবল আজকালকার নয়। বরং রসূলুল্লাহর উপস্থিতিতে এদের দুঃসাহসিক পদচারণা লক্ষণীয়। মসজিদে নববীতে বসে বসে সবচেয়ে বেশি চোখের পানি যে ব্যক্তি ফেলত সেও ছিল মুনাফিক। আর নবীজীর নুবূয়তের রাডারকে ফাঁকি দেয়ার ক্ষমতাতো অন্তত তাদের ছিলনা। তাই কৌশলগত কারণে প্রাথমিক অবস্থায় তাদেরকে জনসম্মুখে চিহ্নিত না করলেও সময়মত তাদের নাম ধরে ধরে মসজিদ হতে বের করে দিয়েছিলেন স্বয়ং নবীজী।

নবীজী এরশাদ করেছেন- বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত ছিল। আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটিমাত্র দল ছাড়া বাকি সবাই যাবে জাহান্নামে। সাহাবীরা নাজাতপ্রাপ্ত (মুক্তিপ্রাপ্ত) দলের নাম জানতে চাইলে তিনি বললেন, যে দলে আমি আছি এবং আমার সাহাবীরা রয়েছে।

-মিশকাত : ৩০ পৃষ্ঠা।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু মিরকাত কিতাবে লিখেছেন- এ মুক্তিপ্রাপ্ত দলের নাম হচ্ছে "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত"। হযরত গাউসুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তারা হল 'সুন্নী'। সুতরাং সুন্নী মুসলমান তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'র বিপরীতে যতদল মতাদর্শী রয়েছে, নিঃসন্দেহে তারা ভ্রান্ত, গোমরাহ তথা পথভ্রষ্ট।

আগেই বলা হয়েছে, কাফির-বেদ্বীনরা ইসলামের যতটুকু ক্ষতিসাধন করতে পারেনি তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে গোপনশত্রু তথা মুনাফিকরা। এরা বাহ্যিক বেশভূষায় সুন্দর সুন্দর কথা দিয়ে মুসলমানদের ঈমানের বৃক্ষমূলে আঘাত করে সেটা অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেয়।

ইসলামের নামে সৃষ্ট বাতিল দলসমূহের অন্যতম হল খারেজী ফিরকা। আলোচ্য হাদীসে সেই ঘৃণ্য মতবাদের একটি উল্লেখযোগ্য আলামত উল্লেখ করে দিয়ে নবীজী

www.Yqadri.blogspot.com

পরবর্তী উম্মতদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন, যেন এদের সংশ্রব থেকে সুন্নী মুসলমানরা দূরে থেকে নিজেদের ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণ করতে পারে। আর সেই আলামত হল ঘন ঘন মাথা মুণ্ডানো। মুসলমান নামধারী একশ্রেণীর মানুষ এখনো লক্ষ্য করা যায়, যারা বিনা প্রয়োজনে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলে, এমনকি অন্যদেরকেও মাথা মুণ্ডানোর ব্যাপারে জোর তাকীদ দেয়। এরা কেবল এ যুগের সৃষ্ট নয়; যুগ যুগ ধরে এরা ছিল। এদের বিধ্বংসী আক্বীদা ও হিংস্র মনোভাব দর্শনে প্রতিটি মুসলমানের শরীর শিহরে ওঠে। এরা খারেজী মতবাদের অনুসারী; এদের প্রবর্তক 'যুল খুয়াইসেরা' নামক এক ব্যক্তি। সে নবীজীর ন্যায় বিচারের উপর আপত্তি করতেও দ্বিধাবোধ করেনি।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত অপর হাদীসে রয়েছে- একদা হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামেন হতে কিছু স্বর্ণের টুকরো নবীজীর খিদমতে পাঠালে ওই স্বর্ণগুলো নবীজী উপস্থিত চারজন সাহাবীর মাঝে বন্টন করে দেন। এতে একলোক বলল, এর হকদার আমরাও তো ছিলাম। এ কথা নবীজীর কানে পৌঁছলে তিনি বললেন- তোমরা কি আমাকে আমানতদার মনে করোনা? অথচ আসমানের ফেরেশতারা পর্যন্ত আমাকে 'আমীন' বলে জানে। অতঃপর একলোক দণ্ডায়মান হল, যার চক্ষুযুগল ছোট ছোট গর্তের মত ভিতরে ঢুকানো, মুখের চোয়াল দুটো ফুলানো, কপাল উঁচু, ঘনশ্মশ্রুমণ্ডিত আর মাথাটা ছিল সম্পূর্ণ মুণ্ডানো; সে বলল- হে আল্লাহর রসূল! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। তার দুঃসাহসিক কথা শুনে নবীজী প্রচণ্ড রাগস্বরে বললেন, তুমি ধ্বংস হয়ে যাও। আমি কি আল্লাহকে দুনিয়ার সব লোকের চেয়েও বেশি ভয়কারী নই? অতঃপর লোকটি যখন মজলিস হতে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কি এ ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দেবনা? নবীজী তাঁকে বারণ করলেন এবং বললেন, সম্ভবত সে নামায পড়ে। খালেদ বিন ওয়ালিদ বললেন- এ ধরনের নামাযী তো অনেক রয়েছে যাদের মুখের সাথে অন্তরের মিল নেই।

হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, যখন সে ফিরে তাকাল তখন নবীজী তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন-

এ লোকের ঔরশে এমন কিছু লোক জন্ম নেবে যারা কোরআন তিলাওয়াতে সব সময় মুখ ভিজিয়ে রাখবে ঠিকই কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে নিচের (কলবের) দিকে যাবে না। এরা দ্বীন, ধর্ম থেকে এমনিভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক হতে তীর বের হয়ে যায় আর ফিরে আসেনা।

হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবত নবীজী এও বলেছিলেন যে, "তোমরা এদেরকে পৃথিবীর বুকে যেখানে পাও সামূদ গোত্রের মত হত্যা কর।"

দ্রষ্টব্য- (বুখারী শরীফ : কিতাবুল মাগাযী, মুসলিম শরীফ : কিতাবুয যাকাত, মুসনাদে আহমদ, সহীহ ইবনে হিব্বান, মুসনাদে আবী ইয়ালা, হিলিয়াতুল আউলিয়া, ফাতহুল বারী : কৃত ইমাম আসক্বালানী, আদ দীবাজ : কৃত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আস সারিমুল মাসলূল কৃত: ইবনে তাইমিয়া ইত্যাদি)

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, অপর হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, একদা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। এমতাবস্থায় 'যুল খুয়াইসেরা' নামক এক ব্যক্তি বলে ওঠল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি ইনসাফ (ন্যায়বিচার) করবেন। এ কথা শুনে নবীজী বললেন, তোমার ধ্বংস হোক। আমি ইনসাফ না করলে দুনিয়াতে আর কে ইনসাফ করবে? এদিকে হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়িয়ে আবেদন করলেন- ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এ ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দিই। নবীজী তাঁকে বারণ করে বললেন তার কিছু অনুসারীও রয়েছে। তারা এত বেশি নামায পড়ে যে, তাদের নামাযের সামনে তোমরা তোমাদের নামাযকে অতি নগণ্য মনে করবে, তারা এতবেশি রোযা রাখে যে, তাদের রোযার সামনে তোমাদের রোযা যেন কিছুই না। অথচ তারা দ্বীন হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর ধনুক হতে বের হয়ে যায়।

-সহীহ বুখারী : কিতাবুল আদব : হাদীস-৫৮১১, সহীহ মুসলিম : বাবু যিকরিল খাওয়ারেজ ওয়া সেফাতিহিম

এভাবে প্রসিদ্ধ সকল হাদীসের কিতাবে খারেজীদের আলামত, ভ্রান্ত আক্বীদা ও চরিত্র সম্পর্কে উল্লেখ পূর্বক হাদীস শরীফসমূহ সঙ্কলন করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ততার কারণে বিস্তারিত উদ্ধৃতি দেয়া সম্ভব হল না। তবে সংক্ষেপে এতটুকুই বলতে হয়, ইসলামের নামে গজে ওঠা বাহাত্তর বাতিল মতবাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও মারাত্মক দল হল- 'খারেজী'। এরা দুর্দান্ত প্রতাপের সাথে চলাফেরা করত, এমনকি ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত মাওলা আলী মুরতাজা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শহীদ করেছিল এরাই। শুধু তা-ই নয়, মা আয়েশা সিদ্দীক্বাহ রদ্বিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যকার উষ্ট্রযুদ্ধের সূচনার নেপথ্যে এদেরই ষড়যন্ত্র ছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। তদ্রুপ সিফফীনের যুদ্ধের মূল চালিকাশক্তিও ছিল এদের মুনাফিক্বী। এভাবে ইসলামের সুশোভিত বাগানকে তছনছ করে দিতে চেয়েছিল এই কুখ্যাত খারেজী মতবাদীরা। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন তিনিই

হিফাযত করেছেন। আর ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপিত হয়েছে সে সব বাতিল মতবাদীরা। সবার সামনে উম্মোচিত তাদের মুখোশ। সঠিক বিষয়টি উপলব্ধি করে হাজার হাজার লোক তাদের দলত্যাগ করে ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'র পতাকাতলে সমবেত হয়ে নিজেদের ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণে সচেতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ইবলিস শয়তানতো আর বসে নেই। ওই সমস্ত নিগৃহিত অভিশপ্ত খারেজীদেরকে অন্যনামে কীভাবে পৃথিবীর বুকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তার পরিকল্পনা নিয়ে যেন মাঠে নেমেছে।

তাইতো দেখা যায়- খারেজীদের চরিত্র আক্বীদা-বিশ্বাস ও বাহ্যিক লেবাস, লোকদেখানো আমলের বাহার আর অন্তর নবীবিদ্বেষের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। খারেজীর মত মাথামুণ্ডানো তাদের অন্যতম চরিত্র, নবীজীর প্রতি তা'যীম-শ্রদ্ধা প্রদর্শণ করা যারা শিরক ফতোয়া দেয়, মিলাদ-ক্বিয়ামকে যারা বিদ'আত মনে করে, নবীকে নিজেদের মত সাধারণ মানুষ বলতে যাদের বুক কাঁপেনা, আল্লাহ্ মিথ্যা বলতে সক্ষম এমন ঈমানবিধ্বংসী আক্বীদা যাদের কলমে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ পায়। নবী-রসূল ওলী-আউলিয়াদের শানে অসংখ্য সহীহ হাদীসকে যারা প্রত্যাখ্যান করার দুঃসাহস দেখায়, এরা কারা? মুখে মধু অন্তরে যেন বিষ। কথাবার্তা যাদের নবীদের মত, কাজকর্ম ফির'আউনের মত, আর অন্তর বাঘের ন্যায় হিংস্রতর বলে হাদীসে পাকে নবীজী কি এদের কথাই বলেছিলেন? সত্যিই তো এরা সুন্দর সূরে কোরআন পড়ে, আমলের পাহাড় যেন মাথায় কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখান থেকে ওখানে, শহরে-বন্দরে নগরে নগরে গ্রামে-গঞ্জে। এরা ঘন ঘন মাথা মুণ্ডায় কেন? কিংবা এদের মতাদর্শ প্রচারের কেন্দ্র খারেজী (কওমী) মাদরাসার ছাত্রদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে মাথা মুণ্ডাতে হয়, তার পেছনে রহস্য কী? তাহলে এরাই কি ওহাবী, খারেজী, কওমী, তাবলীগী একই সূত্রে গাঁথা নবীদুশমনদের অনুসারী কিংবা সদস্য? বলতে দ্বিধা নেই, যারা নবীর ইলমকে শয়তান, পাগলের ইলমের সাথে তুলনা করতে পারে, নামাযে নবীজীর খেয়াল আসাকে গরু-গাধার খেয়াল আসার চেয়েও মন্দ বলতে পারে, তাদের মাঝে আর সেই খারেজী মতবাদের প্রবক্তা 'যুল খুয়াইসেরা'র মধ্যে পার্থক্য কোথায়? বরং সেই অভিশপ্ত 'যুল খুয়াইসেরা'র অসমাপ্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যই এদের আত্মপ্রকাশ।

পরিশেষে, বলতে চাই, বাহ্যিক চাকচিক্য ও আমলের বাহার লোক দেখানো লম্বা দাঁড়ি, পাগড়ি, মিসওয়াক ইত্যাদি দেখে কেবল যেন আমরা বিভ্রান্ত না হই; বরং তাদের মৌলিক আক্বীদা কি রসূলের প্রদর্শিত পথে না বিপথে তা যাচাই, বাছাই করা বর্তমান ফিতনার যুগের প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। 'যে বলে রাম তার সঙ্গে যাম' বলে গা ভাসিয়ে দিলে চলবে না। ক্বিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ঈমান ও কৃতকর্মের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। তাই সময় থাকতেই সতর্ক হতে হবে। বিশুদ্ধ করে নিতে হবে নিজেদের ঈমান-আক্বীদা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নারায়ে তাকবীর
নারায়ে রিসালাত
নারায়ে গাউসিয়া
শাহানশাহে সিরিকোট

আসসালাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্

আল্লাহু আকবর
ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইকা ওয়াসাল্লাম
ইয়া গাউসে আযম দস্তগীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু
যিন্দাবাদ যিন্দাবাদ

অরাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও তরীকতভিত্তিক সংগঠন
গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ
চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সাংগঠনিক মাস

ইউনিট কমিটির কাউন্সিল/নবায়ন	০১ জুন '০৭ -	৩০ জুন '০৭
ইউনিয়ন কমিটির কাউন্সিল/নবায়ন	০১ জুলাই '০৭ -	৩১ জুলাই '০৭
উপজেলা কমিটির কাউন্সিল/নবায়ন	০১ আগস্ট '০৭ -	৩১ আগস্ট '০৭

আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার আমিনুর রহমান
সভাপতি

আলহাজ্ব মাহবুব এলাহী সিকদার
সাধারণ সম্পাদক

মাওলানা ইয়াসীন হুসাইন হায়দরী
সাংগঠনিক সম্পাদক

এসো নবীন দলে দলে, গাউসিয়া কমিটির পতাকা তলে
মাসিক তরজুমান পড়ুন, গ্রাহক হোন ও বিজ্ঞাপণ দিন

খলীফা-ই রাশেদ

শাহ্-ই বেলায়ত হযরত আলী

[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

স্বর্ণের খনি থেকে স্বর্ণই বের হয়। ফুলের চারার পাদদেশের মাটিও ফুলের সুবাসে সুবাসিত হয়। এ ধরনের বাস্তব ও চিরসত্য বাক্যগুলোর জ্বলন্ত উদাহরণ ও বাস্তবরূপ পরিলক্ষিত হয় শাহ্-ই বেলায়ত শের-ই খোদা মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহূ'র আদর্শ জীবনীতে। একেবারে শৈশব থেকে আল্লাহ্ পাকের মহান হাবীব, নবী ও রসূলকুল সরদার, বিশ্বমানবতার ত্রাণকর্তা, সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমত ও আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত উসওয়া-ই হাসানাহ্ (সর্বোত্তম আদর্শ) হুযূর-ই আকরাম আক্বা ও মাওলা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সান্নিধ্য ও স্নেহধন্য ছিলেন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাঁর উন্নত, সুস্থ ও পবিত্র স্বভাবের অন্যতম প্রধান সৌন্দর্য হচ্ছে- তিনি শৈশব থেকেই সব সময় হুযূর-ই আকরামের সাথে সাথেই থাকতে ভালবাসতেন। এ জন্য তিনি হয়ে উঠেছেন একাধারে অল্পবয়স্কদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান, অসাধারণ জ্ঞানী (মহানবীর ভাষায় জ্ঞান-নগরীর প্রধান ফটক), অদম্য সাহসী (আসাদুল্লাহ্ বা শেরে খোদা, লা-ফাতা ইল্লা- আলী, লা- সাইফা ইল্লা যুলফিক্বার), আল্লাহর প্রিয় রসূলের জামাতা, জান্নাতবাসীদের অন্যতম সরদার, হযরত ফাতিমা যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার স্বামী, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার পিতা, ইসলামের চতুর্থ খলীফা, খলীফা-ই রাশেদ ঐতিহাসিক খায়বার বিজয়ী, আশরাহ-ই মুবাশশারাহ'র অন্যতম সুসংবাদপ্রাপ্ত এবং শাহে-ই বেলায়ত ইত্যাদি। একজন সত্যিকার নবীপ্রেমিক নবীপাকের স্নেহ ও কৃপাদৃষ্টি পেয়ে সম্মান ও গৌরবের কত উঁচু মর্যাদায় পৌঁছুতে পারেন তার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন মাওলা আলী শের-ই খোদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাঁর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বড় বড় জ্ঞানী লোকদের কলম হয়েছে পরিশ্রান্ত, ইতিহাসের কলেবর হয়েছে অস্বাভাবিক প্রশস্ত। আমার মত নগণ্য তাঁর আদর্শজীবনের কোন একটি মাত্র দিকে নিয়ে লেখার ইচ্ছা করাও দুঃসাহসের সামিল। তবুও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ওই মহা বরকতময় সত্তার শানে কয়েকটি বাক্য নিবেদন করার প্রয়াস পাচ্ছি।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্ম হয় ৮ জুমাদাল উলা। তাঁর পবিত্র নাম 'আলী', উপনাম 'আবুল হাসান' ও 'আবূ তোরাব'। পিতা হুযূর সরওয়ার-ই আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র চাচা 'আবূ তালিব'। আম্মাজান হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ।

অল্প বয়স্কদের মধ্যে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স সম্পর্কে কতিপয় অভিমত দেখা যায়- পনের বছর, ষোল বছর, আট বছর ও দশ বছর। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কৈশোর কিংবা যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ঈমানের অমূল্য সম্পদে সমৃদ্ধ হন। উল্লেখ্য, তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি, যেভাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কখনো মূর্তি পূজা করেননি। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে ক'জন মহা সৌভাগ্যবান সাহাবীকে পার্থিব জীবনে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁদের অন্যতম। তিনি চাচাত ভাই হওয়া ছাড়াও হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মহান দরবারে হুযূরের স্নেহধন্য ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। নবীকুল সর্দার, খাতূনে জান্নাত হযরত ফাতিমা যাহরা বতূল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সাথে তাঁর শুভ বিবাহ হয়। তিনি 'সাবিক্বীন-ই আউওয়ালীন' (ইলামের অগ্রণীগণ) ও 'ওলামা-ই রাব্বানিয়্যীন'র অন্যতম। বীরত্ব ও সাহসিকতায় তিনি যেমন বিশ্বখ্যাত, আরব-আজম (অনারব), জল-স্থলেও তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা একবাক্যে বিশ্বস্বীকৃত। তাঁর বীরত্বের প্রভাবে আজও বীর-শার্দুলদের বক্ষ কেঁপে উঠে। অন্যদিকে তাঁর খোদাভীরুতা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, আধ্যাত্মিক সাধনা ইত্যাদিও বিশ্বের আনাচে-কানাচে বিশেষ ও সাধারনের 'ওযীফা' হয়ে আছে। সহস্র-কোটি ওলী তাঁর নূরের খণিরূপ

বক্ষ মুবারক থেকে ফয়যপ্রাপ্ত হয়েছেন ও হচ্ছেন। তাঁর ইরশাদ ও হিদায়ত (পথপ্রদর্শন) গোটা বিশ্বের অগণিত মানুষকে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীকারী ও অকৃত্রিম আশিক্-ই রসূলে পরিণত করেছে। তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ভাষাবিশারদ ও বাগ্মী, অসাধারণ ইলমে মা'রিফাতের ধারক। পবিত্র ক্বোরআনের সঙ্কলকদের মধ্যে তাঁর নামও স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ। তিনি বনী হাশিমের মধ্যে প্রথম খলীফা। সিবত্ত্বাঈনে কারীমাঈন (নবী করীমের সম্মানিত দু'দৌহিত্র)'র সম্মানিত পিতা। সৈয়দ বংশ ও আওলাদ-ই রসূলের ধারা আল্লাহ্ পাক তাঁরই থেকে জারী করেছেন। তাবূক ব্যতীত অন্য সব যুদ্ধে হাযির ছিলেন। তাবূকের যুদ্ধের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারায় হুযূরের খলীফা হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। হুযূর এরশাদ ফরমান, "আমার দরবারে তোমার ওই মর্যাদা রয়েছে, যা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম'র দরবারে হযরত হারূন আলাহিস্ সালাম'র ছিল।"

হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থানে ঝাণ্ডা দান করেছেন। বিশেষ করে খায়বরের যুদ্ধে। হুযূর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন- খায়বার তাঁরই হাতে বিজিত হবে। ওইদিন তিনি খায়বারের প্রধান কিল্লার মূল ফটক একাই উপড়ে ফেলেন এবং নিজের পৃষ্ঠে তুলে ধরেন। সেটার উপর চড়ে মুসলমানগণ ওই কিল্লা জয় করেন। এরপর লোকেরা ফটকটি টেনে দেখেন। চল্লিশজন শক্তিশালী লোক অপেক্ষা কম সংখ্যক লোক সেটা ওঠাতে পারেননি। যুদ্ধগুলোতে তাঁর সাহসিকতা, রণকৌশল ও অবদানের ঘটনাবলী বহুলভাবে প্রচারিত ও প্রসিদ্ধ।

নবী করীমের প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম ও অসাধারণ। প্রিয়নবী তাঁকে একদিন 'আবূ তোরাব' (মাটির পিতা বা মাটি মিশ্রিত) বলে ডেকেছিলেন, তাই এ উপনামটি তাঁর নিকট অতিমাত্রায় প্রিয় ছিল। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি মসজিদ-ই নবভী শরীফে দেয়ালের পাশে শায়িত ছিলেন। ফলে তাঁর পিঠে মাটি লেগেছিল। হুযূর সেখানে তাশরীফ আনলেন এবং তাঁর পিঠ থেকে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন اِجْلِسْ اَبَاتُرَاب! (হে মাটির বাপ! উঠে বস)। যেহেতু এটা হুযূরের প্রদত্ত খেতাব সেহেতু এটা তাঁর নিকট সব নাম থেকে বেশি প্রিয় ছিল।

হযরত আলী বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাবূকের যুদ্ধের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারায় আপন খলীফা নিয়োগ করলেন। তখন তিনি আরজ করলেন, 'এয়া রসূলাল্লাহ্! লোকেরা ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করবেন, আর আমাকে এ মেয়েলোক ও শিশুদের পাহারা দেওয়ার জন্য নিয়োগ করছেন? হুযূর খুশী হয়ে শান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করলেন, "তুমি কি এতে খুশী নও যে, তুমি আমার দরবারে তেমনি, যেমন হযরত মূসা আলায়হিস সালাম'র দরবারে হযরত হারূন আলায়হিস্ সালাম?" খায়বরের যুদ্ধের সময় হুযূর ঘোষণা করলেন, "আগামীকাল ঝাণ্ডা এমন এক ব্যক্তিকে অর্পণ করা হবে, যার হাতে আল্লাহ্ তা'আলা খায়বরের বিজয় দান করবেন। সে আল্লাহ্ ও রসূলকে ভালবাসে, আর আল্লাহ্ এবং রসূলও তাকে ভালবাসেন।" এ সুসংবাদ শুনে সাহাবা-ই কেরামের প্রত্যেকে বহু কষ্টে রাত অতিবাহিত করলেন এ আশায় যে, হয়তো পরদিন সকালে ওই সৌভাগ্য লাভ করবেন। সকালে সকলের দারুন প্রতিক্ষার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল হুযূর সরকার-ই দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নূরানী ওষ্ঠদ্বয়ের দিকে। কার নাম উচ্চারিত হচ্ছে ওই নূরানী মুখে। রহমত-ই আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, اَيْنَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِب (আলী ইবনে আবূ তালিব কোথায়?) আরয করা হল, "তিনি তো অসুস্থ, তাঁর চোখ উঠেছে।" তাঁকে ডেকে আনার নির্দেশ দেওয়া হল। তিনি হাযির হলেন হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন মুখ মুবারকের থুথু শরীফ লাগিয়ে দিয়ে ওই চোখ দু'টির চিকিৎসা করলেন এবং বরকতের জন্য দো'আ করলেন। দো'আ শেষ করতে না করতেই ওই চক্ষুযুগলে না রইল ব্যাথা, না রইল খটকা; না থাকলো লাল বর্ণ, না থাকলো অশ্রু বিসর্জন। মুহূর্তের মধ্যে এমন আরোগ্য অর্জিত হল, যেন কখনো ওই চোখ দু'টিতে কোন রোগই ছিলনা। এর পরক্ষণে তার হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করলেন।

[হাদীস গ্রন্থাবলী ও সিয়র]

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র প্রসঙ্গে হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- عَلِيٌّ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْ عَلِيٍّ (আলী আমার থেকে, আর আমি আলী থেকে)। এ থেকে নবী পাকের দরবারে হযরত আলীর নৈকট্যের প্রমাণ মিলে। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুও বলেছেন- 'আল্লাহরই শপথ! হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- "আমাকে ঈমানদাররা ভালবাসবে, আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখবে মুনাফিক্বগণ।"

মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

হুযূর আরো এরশাদ ফরমান- مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ (আমি যার 'মাওলা' বা প্রিয় এবং সাহায্যকারী, আলীও তার 'মাওলা' বা বন্ধু)। উল্লেখ্য, একজন সাহাবী হযরত আলীর সাথে কিছুটা বৈরিতা পোষণ করার কথা জানতে পেরে তাঁর উদ্দেশে হুযূর কথাটা বলেছিলেন। সাথে সাথে ওই সাহাবী অনুতপ্ত হয়ে হুযূর-ই করীমের সামনেই হযরত আলীর সাথে তাঁর বৈরিতা পরিহার করে বন্ধুত্বের কথা ঘোষণা করলেন।

তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমাদের মতে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা মুনাফিকের আলামত ছিল। এর মাধ্যমে আমরা মুনাফিকদের চিনতে পারতাম। হাকিম খোদ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ''আমাকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইয়েমেনের কাযী (প্রধান বিচারক) নিয়োগ করে প্রেরণ করলেন। তখন আমি আরয করলাম, ''হুযূর! আমি তো অল্প বয়স্ক। বিচারকার্য জানিনা; এমন গুরুদায়িত্ব কীভাবে পালন করব?'' তখন হুযূর আপন হাত মুবারক আমার বক্ষের উপর রেখে দো'আ করলেন। আল্লাহ্রই শপথ! এরপর থেকে যেকোন মুক্বাদ্দামার সঠিক ফায়সালা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি বিন্দুমাত্র সংশয়ও করতামনা।'' সুতরাং শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ হযরত আলী মুরতাদ্বাকে 'আক্বদ্বা' (সর্বাধিক সঠিক ফায়সালাদাতা বিচারক) বলে জানতেন। হুযূর মোস্তফার হাত মুবারকেরই এ-ই ফয়য ও বরকত। নিজ হাত মুবারকে হযরত আলীর বক্ষ মুবারকে বিচারের জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেছিলেন। শুধু বিচারকার্য সম্পাদনের জ্ঞানই নয়; বরং ইলমে যাহির ও ইলমে বাত্বিনের খনিতে পরিণত হয়েছিল ওই বক্ষ মুবারক। হুযূর এরশাদ করেছিলেন, ''আমি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নগরী আর আলী হচ্ছে সেটার মূল ফটক।''

ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রসঙ্গে পবিত্র ক্বোরআনে বহু আয়াতে কারীমা নাযিল হয়েছে। ইমাম তাবরানী ও হাকিম হযরত ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ করেছেন, ''আলী মুরতাদ্বাকে দেখা ইবাদত।'' আবূ ইয়া'লা ও বাযযার হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ করেছেন, ''যে ব্যক্তি আলীকে কষ্ট দিয়েছে, সে আমাকে কষ্ট দিয়েছে।''

খারেজী ও রাফেযীদের বিরুদ্ধে অগ্রিম হুঁশিয়ারি

হাকিম আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''(হে আলী!) হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম'র সাথে তোমার এক বিষয়ে সামঞ্জস্য রয়েছে; তাঁর সাথে ইহুদিরা এতটুকু শত্রুতা করেছিল যে, তাঁর মহীয়সী মায়ের প্রতি অপবাদ দিয়েছে, আর খ্রিস্টানরা তাঁর প্রতি ভালবাসা দেখাতে গিয়ে সীমাতিক্রম করে ফেলেছে- তাঁকে খোদা বলে বসেছে।'' খবরদার! আমার প্রসঙ্গেও দু'টি দল ধ্বংস হয়ে যাবে- একটি ভালবাসা প্রদর্শনে সীমালঙ্ঘনকারী, যারা আমার মর্যাদাকে বাড়িয়ে বলবে এবং সীমাতিক্রম করবে। আর অপর দল হচ্ছে যারা শত্রুতা পোষণ করে আমার বিরুদ্ধে অপবাদ রচনা করবে।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহুল কারীম-এর এরশাদ থেকেও সুস্পষ্ট হল যে, 'রাফেযী' (শিয়া) ও খারেজী (ওহাবী, মওদূদী ও আহলে হাদীস ও সালাফীদের পূর্বসূরী) উভয় দলই পথভ্রষ্ট এবং ধ্বংসের পথে বিচরণকারী। কারণও সুস্পষ্ট। খারেজীগণ হযরত আলী তথা আহলে বায়তের শত্রু। আর শিয়ারা (রাফেযী) তাঁর প্রতি তথাকথিত ভালবাসা দেখাতে গিয়ে অন্য সব সাহাবীকে, এমনকি ইসলামের প্রথম তিন খলীফাকে গালি দেয়। প্রথম তিন খলীফা থেকেও তাঁকে সর্বক্ষেত্রে উত্তম বলে বেড়ায় এবং অন্য সবার প্রতি মানহানিকর মন্তব্য করে।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, এ ক্ষেত্রে এমনকি সব বিষয়ে সঠিকপথ ও মতের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন, 'আহলে সুন্নাত' (সুন্নী মুসলমানগণ), যারা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসাও রাখেন এবং সীমাতিক্রমও করেননা। আলহামদু লিল্লাহ্।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র 'জ্ঞান-নগরী' থেকে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারীম'র মাধ্যমে যে জাহেরী ও বাতেনী বা ইলমে মা'রিফাতের ধারা প্রবাহিত হয়েছে, তার গভীর ও প্রশস্ত সমুদ্র হচ্ছে তাঁরই থেকে চলে আসা তরীক্বতের সিলসিলাগুলো। এ সমুদ্র থেকে ফয়যপ্রাপ্ত হয়ে বেলায়তী শক্তির আধারে পরিণত হয়েছেন ও হচ্ছেন অগণিত আউলিয়া-ই কেরাম। হুযূর গাউসে পাক শায়খ আবদুল

ক্বাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হলেন ওই মহা আধারগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তাঁর ত্বরীক্বাহ্-ই ক্বাদেরিয়া এবং তাঁরই ফয়যধন্য চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ইত্যাদি তরীক্বাহও ওই আধার থেকে প্রবাহিত একেকটি কল্যাণময় প্রস্রবণ। ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন-

نبوی مینھ علوی فصل بتولی گلشن

حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا

অর্থাৎ: হে গাউসে পাক! আপনি হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দয়া ও বদান্যতার বারিধারা, হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বসন্তকাল, হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার বাগান, হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ফুল আর হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সৌরভ ও সুবাসে প্রবাহিত ওই ফুলের সুগন্ধ। তিনি আরো বলেন-

مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر

کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا

অর্থাৎ: চিশ্‌ত, বোখারা, ইরাক ও আজমির শরীফ ইত্যাদি যত জায়গাই রয়েছে, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা আপন নেক বান্দাদের পয়দা করেছেন। এ সব জায়গাই, হে গাউসে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আপনার দয়ার ফয়য বা কল্যাণের বারিধারা দিয়ে সিক্ত ও সজীব করেছেন।

উল্লেখ্য, আ'লা হযরত এখানে ক্বাদেরিয়া তরীক্বা ছাড়াও বাকী তিন তরীক্বার প্রতিষ্ঠাতা বা প্রবর্তকের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যেমন 'চিশ্‌ত' চিশ্‌তিয়া তরীক্বার প্রবর্তকের বরকতময় আবাসস্থল, 'বোখারা' ইমাম বোখারী ছাড়াও নক্বশবন্দিয়াহ্ তরীক্বার প্রবর্তক হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্বশবন্দী বোখারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির অবস্থানস্থল, ইরাক্ব হচ্ছে সোহ্‌রাওয়ার্দিয়া তরীক্বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা শেহাব উদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র বাসস্থান। আর আজমির হুযূর গরীব নওয়ায খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশ্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির বরকতধন্য অবস্থানস্থল। এ সবক'টি তরীক্বা বা সিলসিলার প্রবর্তকগণের বুযুর্গী এবং তরীক্বাও হুযূর গাউসে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ফয়যপ্রাপ্ত। বস্তুতঃ গোটা বিশ্বে এ তরীক্বাগুলো বিরাজমান। সুতরাং প্রকারান্তরে এগুলো গাউসে পাক হয়ে 'মাওলা আলী' শের-ই খোদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুরই ফয়যপ্রাপ্ত। প্রসঙ্গতঃ তাঁরাও মহা সৌভাগ্যবান, যাঁরা শাহানশাহে সিরিকোটের মত সহীহ সিলসিলার মুর্শিদ-ই বরহক্বের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছেন। কারণ, এ সিলসিলা হুযূর গাউসে পাক হয়ে হযরত মাওলা আলী শেরে খোদার সাথে সম্পৃক্ত।

খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ

ইবনে সা'দের বক্তব্যানুসারে হযরত আমীরুল মু'মিনীন ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদাতের দ্বিতীয় দিনে আমীরুল মু'মিনীন আলী মুরতাদ্বা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহূ'র পবিত্র হাতে মদীনা-ই তাইয়্যেবায় সমস্ত সাহাবী, যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বায়'আত গ্রহণ করেছেন। ৩৬ হিজরিতে জমলের যুদ্ধ (উষ্ট্রের যুদ্ধ) সংঘটিত হল। ৩৭ হিজরিতে সিফফীনের যুদ্ধ হয়েছিল, যা একটি সন্ধির উপর সমাপ্ত হয়েছিল। এরপর হযরত আলী মুরতাদ্বা কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহুল কারীম কূফার দিকে ফিরে গেলেন। তখন থেকে খারেজীদের বিদ্রোহ আরম্ভ হল। এক পর্যায়ে খারেজীরা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিলে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের দমনের জন্য প্রেরণ করলেন। তাঁর হাতে খারেজীরা পরাজিত হল। এরপর বেশীরভাগ বিপথগামী লোক খারেজীদের দল ত্যাগ করলেও একটি দল হঠ ধরে রইল। আর তারা নাহ্‌রাওয়ানের দিকে পালিয়ে গিয়ে সেখানে রাহাজানি আরম্ভ করে দিল। হযরত আমীরুল মু'মিনীন এ ফিৎনার মূলোৎপাটনের জন্য নিজেই তাদের দিকে রওনা হলেন। ৩৮ হিজরিতে তিনি তাদেরকে নাহ্‌রাওয়ানে হত্যা করলেন। তাদের মধ্যে তিনি ওই হতভাগা যাভিস সাদিয়্যাহকেও হত্যা করেছিলেন, যার অশুভ আত্মপ্রকাশের খবর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দিয়েছিলেন।

শাহাদাত

খারেজীদের মধ্যে এক হতভাগা আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম মুরাদীও ছিল। সে বারক ইবনে আবদুল্লাহ্ তামীমী খারেজী ও আমর ইবনে বুকায়র তামীমী খারেজীকে মক্কা মুকাররামায় একত্রিত করে হযরত আমীরুল মু'মিনীন মাওলা আলী মুরতাদ্বা, হযরত আমীর মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান ও হযরত আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমকে শহীদ করার অঙ্গীকার করল। হযরত আমীরুল মু'মিনীন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শহীদ করার জন্য

ইবনে মুলজিম নিজেকে স্থির করল। আর বাকীরা হযরত আমীর-ই মু'আবিয়া ও হযরত আমর ইবনুল আস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে শহীদ করার দায়িত্ব নিল। আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, একই তারিখে একই সময়ে তারা এ সিরিজ হত্যাযজ্ঞ চালাবে। 'মুস্তাদরাক'-এ ইমাম সুদ্দী থেকে বর্ণিত, আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম এক খারেজী নারী 'ক্বিত্বাম'র প্রতি আশিক্ব ছিল। ওই হতভাগীনীর সাথে বিয়ের মহর নির্ধারিত হয়েছিল তিন হাজার দিরহাম। এ অংঙ্কের অর্থের বিনিময়ে সে হযরত আমীরুল মু'মিনীন শের-ই খোদা মাওলা আলী মুরতাদ্বা কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহূকে শহীদ করার চুক্তিতে আবদ্ধ হল। আরবের প্রখ্যাত কবি ফরযদক্ব তাঁর নিম্নলিখিত পংক্তিতে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন-

فلم ار مهرا ساقه ذوسماحة

كمهر قطام بين غير معجم

ثلثة الافٍ وعبد وقينه

وضرب علي بالحسام المصمم

فلا مهرا علي من علي وان غلا

ولافتك الادون فتك ابن ملجم

অর্থাৎ: হতভাগীনী ক্বিতামের মহরের মত অশুভ মহর আমি আর দেখিনি, যার পরিমাণ ছিল মাত্র তিন হাজার দিরহাম, যা অর্জনের জন্য ইবনে মুলজিম হযরত আলীকে তরবারি দিয়ে শহীদ করেছিল। যে মহরের বিনিময় হলেন হযরত আলীর মত মহান ব্যক্তিত্ব, ওই মহর অপেক্ষা চড়ামূল্যের মহরও আর নেই; ইবনে মুলজিমের মত হতভাগাও আর পাওয়া যাবেনা।

সুতরাং এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, ইবনে মুলজিম খারেজী কূফায় পৌঁছল এবং ওখানকার খারেজীদের সাথে মিলিত হল। তাদেরকে গোপনে তার ওই অশুভ ইচ্ছার কথা জানাল। খারেজীরা তার সাথে একমত হল। ১৭ রমযান ৪০ হিজরি জুমু'আর রাতে হযরত মাওলা আলী মুরতাদ্বা কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহূ সাহরীর সময় জাগ্রত হলেন। ওই রমযানে তাঁর রেওয়াজ ছিল যে, তিনি একদিন হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট, একদিন হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট আরেকদিন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট ইফতার করতেন। তিন লোকমার বেশী আহার করতেননা। আর বলতেন, "আমার এ কথা ভাল লাগে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের সময় আমার পেট খালি থাকুক।"

সেদিন রাতে আমীরুল মু'মিনীনের অবস্থা এ ছিল যে, তিনি বারংবার ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন এবং আসমানের দিকে বারবার দেখছিলেন। আর বলছিলেন- আল্লাহ্‌রই শপথ! আমাকে কোন খবরই মিথ্যা দেওয়া হয়নি। এটা হচ্ছে ওই রাত, যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ভোরে যখন জাগ্রত হলেন তখন আপন স্নেহের পুত্র আমীরুল মু'মিনীন হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বললেন, "আজ রাতে আমী হাবীব-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাক্ষাৎ লাভ করেছি। আর আরয করেছি- "এয়া রসূলাল্লাহ্! আমি আপনার উম্মতের দিক থেকে আরাম বা শান্তি পাইনি" (তারা আমাকে বিভিন্নভাবে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে)। হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তাদেরকে বদ-দো'আ কর।" আমি প্রার্থনা করলাম, "হে মহান রব! আমাকে ওগুলোর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দাও। তাদেরকে আমার স্থলে তাদের জন্য মন্দটুকুই প্রদান কর।"

ওদিকে সিরিয়ায় হযরত আমীর-ই মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে তরবারি দ্বারা আঘাত করা হলেও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি বেঁচে যান। আর হযরত আমর ইবনুল 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওইদিন অন্য একজনকে মসজিদে প্রেরণ করেছিলেন বিধায় তিনিও বেঁচে যান। কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত লোকটি নিহত হন। এদিকে কূফায় ইবনে মুলজিম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে মসজিদের মেহরাবেই বিষমিশ্রিত খঞ্জর দিয়ে আঘাত করল। এতে তিনি আহত হন এবং এর তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ২০ রমযান ৪০ হিজরিতে ওফাত পান। ওফাতের সময় তিনি ওসীয়ৎ করেন, "আমার ক্বিসাস হিসেবে যেন শুধু হত্যাকারীকে হত্যা করা হয়, অন্য কোন মুসলমানের রক্ত যেন না ঝরে।"

পরিশেষে, মাওলা আলী শেরে খোদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন মুসলিম উম্মাহ্ ও মুসলিম বিশ্বের জন্য অনন্য নি'মাত, এক মহান আদর্শ। তাঁর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। মহানবী হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সান্নিধ্যের কারণে তাঁর ওই গুণগুলো পূর্ণতা পেয়েছে। তিনি ও তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বীরত্ব, অসাধারণ জ্ঞান, চারিত্রিক গুণাবলী ও তাক্বওয়া-পরহেযগারী ইত্যাদিকে প্রিয়নবীর

ইবনে মুলজিম নিজেকে স্থির করল। আর বাকীরা হযরত আমীর-ই মু'আবিয়া ও হযরত আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে শহীদ করার দায়িত্ব নিল। আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, একই তারিখে একই সময়ে তারা এ সিরিজ হত্যাযজ্ঞ চালাবে। 'মুস্তাদরাক'-এ ইমাম সুদ্দী থেকে বর্ণিত, আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম এক খারেজী নারী 'কিত্তাম'র প্রতি আশিক্ব ছিল। ওই হতভাগীনীর সাথে বিয়ের মহর নির্ধারিত হয়েছিল তিন হাজার দিরহাম। এ অংঙ্কের অর্থের বিনিময়ে সে হযরত আমীরুল মু'মিনীন শের-ই খোদা মাওলা আলী মুরতাদ্বা কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহূকে শহীদ করার চুক্তিতে আবদ্ধ হল। আরবের প্রখ্যাত কবি ফরযদক্ব তাঁর নিম্নলিখিত পংক্তিতে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন-

فلم ار مهرا ساقه ذوسماحة - كمهر قطام بين غير معجم
ثلثة الاف وعبد وقينه - وضرب على بالحسام المصمم
فلا مهر اغلى من على وان غلا - ولافتك الادون فتك ابن ملجم

অর্থাৎ: হতভাগীনী কিতামের মহরের মত অশুভ মহর আমি আর দেখিনি, যার পরিমাণ ছিল মাত্র তিন হাজার দিরহাম, যা অর্জনের জন্য ইবনে মুলজিম হযরত আলীকে তরবারি দিয়ে শহীদ করেছিল। যে মহরের বিনিময় হলেন হযরত আলীর মত মহান ব্যক্তিত্ব, ওই মহর অপেক্ষা চড়ামূল্যের মহরও আর নেই: ইবনে মুলজিমের মত হতভাগাও আর পাওয়া যাবেনা।

সুতরাং এ জঘন্য হত্যাকান্ডের প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, ইবনে মুলজিম খারেজী কূফায় পৌঁছল এবং ওখানকার খারেজীদের সাথে মিলিত হল। তাদেরকে গোপনে তার ওই অশুভ ইচ্ছার কথা জানাল। খারেজীরা তার সাথে একমত হল। ১৭ রমযান ৪০ হিজরি জুমু'আর রাতে হযরত মাওলা আলী মুরতাদ্বা কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহূ সাহরীর সময় জাগ্রত হলেন। ওই রমযানে তাঁর রেওয়াজ ছিল যে, তিনি একদিন হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট, একদিন হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট আরেকদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট ইফতার করতেন। তিন লোকমার বেশী আহার করতেননা। আর বলতেন, "আমার এ কথা ভাল লাগে যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের সময় আমার পেট খালি থাকুক।"

সেদিন রাতে আমীরুল মু'মিনীনের অবস্থা এ ছিল যে, তিনি বারংবার ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন এবং আসমানের দিকে বারবার দেখছিলেন। আর বলছিলেন- আল্লাহ্‌রই শপথ! আমাকে কোন খবরই মিথ্যা দেওয়া হয়নি। এটা হচ্ছে ওই ত, যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ভোরে যখন জাগ্রত হলেন তখন আপন স্নেহের পুত্র আমীরুল মু'মিনীন হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আ া আনহুকে বললেন, "আজ রাতে আমী হাবীব-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র স ক্ষাৎ লাভ করেছি। আর আরয করেছি- "এয়া রসূলাল্ল হ! আমি আপনার উম্মতের দিক থেকে আরাম বা শা'ন্ত পাইনি" (তারা আমাকে বিভিন্নভাবে ব্যতিব্যস্ত কার রেখেছে)। হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তাদেরকে ব -দো'আ কর।" আমি প্রার্থনা করলাম, "হে মহান রব! আমাকে ওগুলোর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দাও। তাদেরকে আমার স্থলে তাদের জন্য মন্দটুকুই প্রদান কর।" ওদিকে সিরিয়ায় হযরত আমীর-ই মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে তরবারি দ্বারা আঘাত করা হলেও তা লক্ষাভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি বেঁচে যান। আর হযরত আমর ইবনুল 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওইদিন অন্য একজনকে মসজিদে প্রেরণ করেছিলেন বিধায় তিনিও বেঁচে যান। কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত লোকটি নিহত হন। এদিকে কূফায় ইবনে মুলজিম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে মসজিদের মেহরাবেই বিষমিশ্রিত খঞ্জর দিয়ে আঘাত করল। এতে তিনি আহত হন এবং এর তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ২০ রমযান ৪০ হিজরিতে ওফাত পান। ওফাতের সময় তিনি ওসীয়ৎ করেন, "আমার কিসাস হিসেবে যেন শুধু হত্যাকারীকে হত্যা করা হয়, অন্য কোন মুসলমানের রক্ত যেন না ঝরে।"

পরিশেষে, মাওলা আলী শেরে খোদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম বিশ্বের জন্য অনন্য নি'মাত, এক মহান আদর্শ। তাঁর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা অনেক গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। মহানবী হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সান্নিধ্যের কারণে তাঁর ওই গুণগুলো পূর্ণতা পেয়েছে। তিনি ও তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বীরত্ব, অসাধারণ জ্ঞান, চারিত্রিক গুণাবলী ও তাক্বওয়া-পরহেযগারী ইত্যাদিকে প্রিয়নবীর দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তার চিত্তাকর্ষক বাগ্মীতা ও রূহানী ফুয়ূয দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টিকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছিল। তার সংক্ষিপ্ত খিলাফতকালটা ছিল নানা বিশৃঙ্খলা ও ষড়যন্ত্র ইত্যাদিতে ভরপূর। তাই তিনি মোটেই শান্তি পাননি। তবুও তিনি তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা, দূরদর্শিতা ও দক্ষতা দ্বারা যাহেরীভাবে ইসলামী রাষ্ট্রকে একটি আদর্শ রাষ্ট্রহিসেবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ রেখে যেতে পেরেছিলেন, অন্যদিকে তাঁর রূহানী ফুয়ূযাতের ধারা চিরদিনের জন্য প্রবাহিত করে গিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর রূহানী ধারা থেকে একটা ছিঁটে দান করুন। আর তাঁর আদর্শজীবনকে আমাদের জন্য অমূল্য পাথেয় করুন। আমীন।।

প্রেমাস্পদের পথে

মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন

আবদুল্লাহ্ ইরাকের বিখ্যাত ডাকাত। ভাঙ্গচুর, লুঠতরাজ ও খুনখারাবির পেশাদার এই ডাকাত আজ এক ভয়ঙ্কর অপারেশন সেরে ঘরে ফিরেছে। বিস্তর রাত চলে গেছে। বিদায় গ্রহণের সময় সাথীগণ জিজ্ঞেস করল- সর্দার! পরবর্তী অপারেশনের প্রস্তুতি কখন শুরু করতে হবে?

আজ বুঝা যায়নি কি ব্যাপার ছিল। এই প্রশ্নে আবদুল্লাহর চেহারায় আনন্দের কোন চিহ্ন প্রকাশিত হয়নি। সে অত্যন্ত উদাসীনতা সহকারে উত্তর দিল, এই মুহূর্তে কিছু বলা যাচ্ছে না, প্রস্তুতির বিষয় তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই জানানো হবে। সাথীগণকে বিদায় নিয়ে যখন সে বিছানায় শয়ন করল তখন এক অজানা যন্ত্রণায় ভারী হয়ে ওঠছিল তার অন্তর। হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও ঘুম আসছেনা। দীর্ঘক্ষণ পর যখনই একটু নিদ্রাভাব এল তখন এই রূপই অনুভূত হল যেন কেউ তার অন্তরের দরজার কড়া নাড়ছে। সে বিস্মিত অবস্থায় আতঙ্কিত হয়ে বসে যায়। চোখে তখন ভারী নিদ্রা এই জন্য সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে আবার শুয়ে পড়ে। কিন্তু এ বার অন্তরের রুদ্ধ দরজা আধাআধি খুলে গিয়েছিল এবং অদৃশ্যের আওয়াজদাতার জন্য কানাঘুষার সুযোগ বেরিয়ে এসেছিল। হঠাৎ হৃদয়ের ছিদ্রপথে কেউ নিতান্ত মৃদু আওয়াজে বলছিল, জালিম! একটু পিছনে ফিরে দেখ, তোর জীবনের প্রতিবেদনের একেকটা পাতা কালো হয়ে গেছে। মজলূমদের আহাজারি, নিরাপরাধদের খুন এবং পাপাচারের বোঝায় তোর অহঙ্কারী গর্দান এখন ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। মৃত্যুর পর যখন তোকে এক বিদ্রোহী অপরাধীর ন্যায় খোদায়ে কহ্হারের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে তখন ভয়ভীতিতে তোর হৃদপিণ্ড ফেটে যাবে। পরিণামের অপমান ও জাহান্নামের ভয়ঙ্কর শাস্তি থেকে বাঁচতে চাইলে এখনো সময় আছে ওঠ! তোর মাটির দেহ থেকে শয়তানের এই জামা খুলে ফেলে দে। ক্ষমা ও দয়ার দরজা এখনো খোলা রয়েছে, যেভাবেই সম্ভব তোর অসন্তুষ্ট মনিবকে রাজি করার চেষ্টা কর।

অদৃশ্য আওয়াজদাতার এই নীরব ডাক বন্দুকের গুলির ন্যায় খুব দ্রুত তার অন্তরে বিদ্ধ হয়ে যায় এবং আক্রান্ত পাখির ন্যায় ছটফট করতে শুরু করে।

এখন অন্তরের সুপ্ত অনুভূতি জেগে ওঠেছিল। সারা জীবনের মলিনতার ধুলাবালি নয়নজলের বন্যায় ভাসছিল। অস্থিরতার ওই অবস্থায় আবদুল্লাহ্ তার শয্যা থেকে ওঠে দাঁড়ালো এবং রাতের অন্ধকারে তার সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বন্ধু জাফরের গৃহে গমন করল। আবদুল্লাহর এ অসময়ের আগমনে জাফর সচকিত হয়ে ওঠে। সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ কি কোন অপারেশনের প্রস্তুতি নিতে হবে? আবদুল্লাহ্ কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল-

হ্যাঁ, আজ জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় অপারেশন বন্ধু! এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ তোমার এ কি হল সর্দার? গুমরে ওঠার পর আবদুল্লাহর মুখ থেকে এ কথাগুলো বের হয়- জাফর এ মুহূর্তে আমি ভয়ঙ্কর ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। আমার জীবনের কালো অধ্যায় এবং তার ভয়ানক পরিণতির কল্পনায় আমার অন্তর হাবুডুবু খাচ্ছে। আল্লাহ্র ওয়াস্তে বল- এক বিদ্রোহী অপরাধীর ন্যায় জীবনের যে অংশ আমি অতিবাহিত করেছি এখন তার প্রতিকারের কোন সুযোগ আছে কি? সেই বিশেষ রহমতের খোঁজ পাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি? আমলনামায় মলিণতা ধৌত করার জন্য যার একটিমাত্র বিন্দুই যথেষ্ট?

জাফর! আমি অন্ধকারে ঘুরছি, আমাকে বাতি দেখাও। আমি আমার প্রতিপালকের দিকে যেতে চাই, আমাকে পথপ্রদর্শন কর। আমি আক্রান্ত হয়ে পড়েছি, আমার আঘাতের বেদনা উপশমের কোন ব্যবস্থা বাত্লে দাও।

এতটুকু বলতে বলতে আবদুল্লাহর আওয়াজ কণ্ঠনালীতে আটকে যায় এবং সে নীরব হয়ে গেল। এক সহানুভূতিশীল ও সহায়ক বন্ধুর কণ্ঠে জাফর উত্তর দিল- অন্তরের এই আসল পরিবর্তন এবং মনোজ্বালা ও হৃদয়োত্তাপের এই নতুন মনজিল তোমায় মুবারক হোক সর্দার! আফসোস! তোমার ন্যায় আমি এই পথ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। তবে এতটুকু অবশ্যই জানি যে, খোদার সন্ধানে যারা বের হয় তারা সর্বপ্রথম কোন মুর্শিদে কামিলের সন্ধান করে। তাকে পাওয়ার পর খোদাপ্রাপ্তির মনজিল অতি নিকটবর্তী হয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছার এই একটি পথই এখনো পর্যন্ত খোলা রয়েছে, অপরাপর সকল পথ বন্ধ। খোদার প্রতি অগ্রসর হতে চাইলে তোমার জন্যেও এ ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই যে, কোন মুর্শিদে কামিলের ছায়া তালাশ কর।

আমি শুনেছি, মুর্শিদে কামিলই এই পথের উত্থান-পতন সম্পর্কে ওয়াকিফ হয়ে থাকেন। মুর্শিদে কামিল ছাড়া এই পথ অদ্যাবধি কেউ অতিক্রম করতে পারেনি আবদুল্লাহ্।

জাফরের এই কথায় আবদুল্লাহর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠল, তার নিরস চেহারা এভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে গেল, যেন সে হতাশার অন্ধকারে আশার কিরণ দেখতে পেয়েছে। এক ভাগ্যাহত কৃতজ্ঞতা পরায়ণের কণ্ঠে সে জাফরের সহানুভূতির উত্তরে বলল- আমার পুরাতন বন্ধু! তোমার মহানুভব পথ প্রদর্শনের শুকরিয়া। তুমি আমার জ্বলন্ত আঘাতে প্রশান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছো। এখন যদিও আমি নিরাশ নই। কিন্তু বন্দু! কোন মুর্শিদে কামিলকে তালাশ করার সঠিক পন্থাও তো কম জটিল নয়। এখন এই জটিলতার নিরসনও তোমাকেই করতে হবে। তুমিই কোন মুর্শিদে কামিলের ঠিকানা দাও, আমি তাঁর গলিতে মাথায় হেঁটে যাব। আবদুল্লাহর এই প্রশ্নে জাফর একজন দুঃখের অংশীদারের ন্যায় ফুঁপিয়ে ওঠল। আমার পৃষ্ঠপোষক! তুমি শুকরিয়া আদায় করে আমাকে লজ্জিত কর না। বিশ্বাস কর, আমার কলিজার রক্ত দিয়েও যদি তোমার হৃদয়ের আগুন নিভানো যায় আমি তার জন্যও নিজেকে প্রস্তুত রেখেছি কিন্তু সমস্যা হল এই যে, এই আগুন পানি দ্বারা নয় বরং তাজাল্লিয়াতের শীতল পরশেই নিভে থাকে।

সর্দার! এটা তোমার অজানা নয় যে, আমি এবং তুমি দু'জনই ছিলাম একই পরিবেশে। তোমার ন্যায় আমিও ওই সমুদয় ঝর্ণা থেকে দূরে ছিলাম যেখানে মনোভাব ও আমলের পবিত্রতা অর্জিত হয়। এ জন্য তোমার ন্যায় আমার ও মুর্শিদ-ই কামিলের কোন অভিজ্ঞতা নেই। তবে আমার ধারণা- মুর্শিদে কামিলের সন্ধান খোদার সন্ধানের প্রথম পদক্ষেপ, এই জন্য যদি তুমি খোদার নাম নিয়ে এই কাজে বের হও, আমার বিশ্বাস- আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করবেন। এই পথ অতিক্রম করা হয় না সর্দার! অতিক্রম করানো হয়। এ মনোবেদনা ছিল কিন্তু জখমের জ্বালা কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। হতাশার অন্ধকারে আগমনকারী আবদুল্লাহ্ এখন একাকী নয় তার হাতে ছিল আশার প্রদীপ। জাফরের কথা শুনে আগ্রহের চাঞ্চল্যে আত্মভোলা অবস্থায় আবদুল্লাহ্ ওঠে দাঁড়ালো এবং সোজা তার ঘরে ফিরে এল। রাত প্রায় শেষের পথে রহমতে ইয়াযদানীর ফেরেশতাগণ আকাশমণ্ডলের দরজা খুলছিলেন। নক্ষত্ররাজির আলোকরশ্মিতে হঠাৎ একটি নূরের কাফেলা পৃথিবীর দিকে অবতীর্ণ হতে দেখা গেল, হয়তো কোন ভাগ্যবানের দু'আ মহান আল্লাহর দরবারে কবূল হতে যাচ্ছিল। আবদুল্লাহ্ তার কুটিরের অন্ধকার এক কোণে নীরবে কাঁদছিল। কোন কোন সময় কান্নার মাঝখানে ভগ্নকণ্ঠে এই আওয়াজ শোনা যেতো-

হে মাগফিরাত ও দুয়ার অধিপতি! এক লজ্জাবনত অপরাধীকে তোমার রহমতের সুপ্রশস্ত ছায়ায় আশ্রয় দাও। হে হতভাগাদের ভরসা! আমি আমার পাপাচার পূর্ণ জীবন থেকে তাওবা করে তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি, তোমার মহান দরবার থেকে এক ফরিয়াদীর আবেদন শুনো। হে হৃদয়ের ভেঙ্গে পড়া কাঁচগুলোকে জোড়াদানকারী! আমি চতুর্দিক থেকে ভেঙ্গে পড়ে এখন তোমার পথে পা বাড়াচ্ছি, পাঠিয়ে দাও, কোন মুর্শিদে কামিলকে যিনি তোমার চৌকাঠ পর্যন্ত আমাকে পৌঁছে দিবেন। হে অমুখাপেক্ষী মনিব! আমি তোমার মহিমাময় দরবারের সম্মুখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদব, মাথা উঁচিয়ে উঁচিয়ে ছটফট করব এবং কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করব যতক্ষণ না তুমি আমার প্রতি রাজি হয়ে যাও। রাত শেষাংশে প্রবেশ করেছিল, তাড়াতাড়ি সে দু'আ শেষ করল। চতুর্দিকে এক হতাশাপূর্ণ দৃষ্টি ফেলল এবং আল্লাহর নাম নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। এ ছিল সত্য সন্ধানে তার সফরের সূচনা। গলি ও আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করে। এক চৌরাস্তায় গিয়ে দণ্ডায়মান হল। অজানাভাবে অন্তরের বিশ্বাস তাকে ইঙ্গিত করছিল যে, যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে এটাই মুর্শিদ-ই কামিলের সাক্ষাতের স্থান। অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনেক্ষণ হয়ে গেল। নক্ষত্ররাজি অস্তমিত হতে শুরু করে। আশা-নিরাশার টানাটানির এ অবস্থায় একটু পরেই অদূরে অগ্রসরমান একটি ছায়া দেখতে পেল সে। অপ্রত্যাশিতভাবে অন্তর আওয়াজ দিয়ে ওঠল- "মুর্শিদ-ই কামিল আসছেন।" কদমবুচির জন্য উৎসাহের দৃষ্টি পতিত হল, ভক্তি পা বাড়ালো। আশা-আকাঙ্ক্ষার জমায়েত স্বাগত জানাল নিকটে গিয়েই আত্মহারা অবস্থায় সে ডাক দিল-

মুর্শিদ-ই কামিল! আমি কখন থেকে আপনার অপেক্ষায় রয়েছি। আসুন, আমার নিকটে আসুন! আমার অন্তররাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করুন। আমাকে মুরীদ করুন, আমাকে বিনামূল্যে খরিদ করুন। আমি আপনার হাতে আমার সত্তা বিক্রয় করে দিচ্ছি। আমাকে আপনার যুল্‌ফ ও চেহারার গোলাম বানিয়ে নিন। আমি আমার প্রিয় স্বাধীনতাকে আপনার চরণযুগলে উৎসর্গ করছি। আগন্তুক লোকটি বিস্ময়াভিভূত হয়ে উত্তর দিল- ভাই! আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। আপনি যার অপেক্ষা করছেন সে আমি নই। আমি অন্ধকার রাতের পর্যটক, আমাকে অনুমতি দিন, আপনার প্রত্যাশিত ব্যক্তি অন্য কেউ হবে।

আবদুল্লাহ্ তার আঁচল ধারণ করে বলল, কার অপেক্ষা করছি, আমার প্রত্যাশিত ব্যক্তি কে? এটা জানা আপনার কাজ নয়, আমার কাজ।

খোদার ছিটকে পড়া এক বান্দাকে খোদার নৈকট্যে পৌঁছে দেয়া আপনার সর্বপেক্ষা বড় দায়িত্ব মুর্শিদ। বিলম্ব না করে আমাকে তাড়াতাড়ি মুরীদ করুন যেন এক মুহূর্তও অপচয় না করে আপনার পথনির্দেশনায় আমার সফরের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়ে যায়।

আগন্তুক একটু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, ভাই! আমি বলছি- আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি এই পথের মানুষ নই। আমি কে? কি আমার পেশা? যদি আপনি জানতে পারেন তাহলে আপনি আমার মুখে থুথু দিবেন। এ জন্য উত্তম হল- আপনি আমার পথ থেকে সরে দাঁড়ান। যে কাজে আমি আজ ঘর থেকে বের হয়েছি এখন তার সময় চলে যাচ্ছে। হয়তো আমার সাথী আমার অপেক্ষায় রয়েছে।

হাজারো অস্বীকার সত্ত্বেও আবদুল্লাহ্ তার কথায় অটল। কোনরূপই তার আঁচল ছাড়তে রাজি নয়।

অবশেষে সেও নিরুপায় হয়ে পড়ে এবং একজন অপরিচিত পাগলের খপ্পর থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য কোন কৌশল তালাশ করছিল। হঠাৎ সে হাত বাড়িয়ে বলল, তুমি যখন মানছই না, আমি তোমাকে মুরীদ করে নিলাম। আজ থেকে তুমি আমার হাতে বিক্রয় হয়ে গেছ। যে নাজুক পথে তুমি পা বাড়িয়েছ তা নিরাপদে অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন নিজের মুর্শিদের নিঃশর্ত আনুগত্য। আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ফিরে না আসি তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। বিশ্বাস রাখবে প্রত্যাবর্তনের পর আমি তোমাকে সেই পথ অতিক্রম করিয়ে দেব যা খোদার দরবারের চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আচ্ছা এখন যেতে দাও।

এই বলে সে যে দিক থেকে এসেছিল ওদিকে ফিরে যায়। যতক্ষণ তাকে দেখা যাচ্ছিল ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে আবদুল্লাহ্ তার পদপানে চেয়ে থাকে। সকাল হয়ে গেল আবদুল্লাহ্ তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। দুপুর পর্যন্ত শহরের এক বিখ্যাত ব্যক্তি ঘন্টার পর ঘন্টা এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ কথা নয়। চতুর্দিক থেকে মানুষের ভিড় জমে যায়। লোকেরা অনেক বুঝালো- সে যেন ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু সবার জন্য তার কাছে একটি উত্তরই ছিল- আমার সত্তার শাসনকর্তা, আমার মুর্শিদ-ই কামিল আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন যতক্ষণ আমি প্রত্যাগত না হই তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। এখন আমি তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত এখান থেকে কোথাও যেতে পারব না। তিনি ওয়াদা দিয়ে গেছেন যে, আমাকে বারগাহে ইয়াযদানীর চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন।

লোকেরা তাকে বার বার বুঝিয়ে বলছিল- রাতও শেষ হয়ে গেছে এখন দিনও শেষ প্রান্তে। তার ফিরে আসার ইচ্ছা থাকলে এতক্ষণে চলে আসতো। এখন তার জন্য অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই, সে তোমাকে মিথ্যে ওয়াদা দিয়েছে। আবদুল্লাহ্ দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল, তোমাদের মুখকে পাপে ক্লেদাক্ত কর না। মুর্শিদ-ই কামিল কখনো মিথ্যা বলে না, তিনি অবশ্যই ফিরে আসবেন। বিদায়ের মুহূর্তে তিনি কোন সময় নির্ধারিত করে যান নি। এ জন্য কিয়ামতের দিন সকাল পর্যন্ত তার প্রত্যাবর্তনের মেয়াদকাল। তোমরা আমার পথ থেকে সরে যাও। আমি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তার অপেক্ষায় থাকব। পৃথিবীর প্রত্যেক কিছু নিজ গতিতে চলছিল, সময়ের কাফেলাও চলমান ছিল। কত সন্ধ্যা এসেছে এবং চলে গেছে, কত সূর্য উদিত হয়েছে এবং অস্ত গেছে কিন্তু আবদুল্লাহ্ তার স্থানে দণ্ডায়মান রয়েছে। এখন সে এলাকার ঘৃণ্য ও অপরাধচক্রের প্রধান ছিল না, ভক্তিপূর্ণ দর্শকদের প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছিল। প্রচুর ভক্ত-অনুরক্ত সর্বক্ষণ তাকে ঘিরে ধরে থাকতো। মুর্শিদ-ই কামিলের অপেক্ষায় এখন সে একা নয়, বরং পাগলদের এক বড় দল তার শরিক হয়ে পড়েছিল।

জ্যোৎস্নাময়ী রাতের শেষভাগ, গোটা বস্তিতে বিরাজ করছিল গভীর নিস্তব্ধতা। দর্শকরাও ছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ যথারীতি দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষায় খোলা রয়েছে তার নয়নযুগল। হঠাৎ কোন আগন্তুকের পদধ্বনি অনুভূত হল তার। ফিরে দেখল তখন সম্মুখে সাদা পোশাকধারী এক বুযুর্গ লম্বা জুব্বা পরে হাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দৃষ্টির তেজদৃপ্ততা, ললাটের আকর্ষণ, চেহারা থেকে বর্ষণরত নূর সাক্ষ্য দিচ্ছে, তিনি মানবাকৃতিতে আসমানের কোন ফিরিশতা নেমে এসেছেন। খোদা প্রদত্ত মাহাত্ম্যের ঝলকে অবনমিত হয়ে গেল আবদুল্লাহর নয়নযুগল, এক অজানা আশঙ্কায় ভীত হয়ে গেল তার অন্তর। নবাগত বুযুর্গ স্নেহভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ? অবনমিত নয়নে আবদুল্লাহ উত্তর দিল, মুর্শিদে কামিলের অপেক্ষায়! নবাগত বুযুর্গ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কোন মুর্শিদে কামিল? আবদুল্লাহ্ সাহস করে বলল, সেই মুর্শিদে কামিল যার হাতে আমি মুরীদ হয়েছি। তিনি আমাকে ওয়াদা দিয়েছেন- তুমি এখানে আমার অপেক্ষা কর, আমি ফিরে আসার পর তোমাকে বারেগাহে ইয়াযদানীর চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে দেব।

নবাগত বুযুর্গ উপদেশের সূরে বললেন,স্নেহাস্পদ! সে তো মুর্শিদে কামিল নয়, বরং অন্ধকার রাতের পর্যটক। বারেগাহে ইয়াযদানীর পথ স্বয়ং তার জানা নেই সে তোমাকে কীভাবে

পথ প্রদর্শন করবে? এখন সে ফিরে আসবেনা। অহেতুক তার অপেক্ষায় নিজের প্রাণ ধ্বংস করনা। আবদুল্লাহ্ উত্তর দিল, আমার অন্তরের বিশ্বাস কোন অবস্থাতেই নড়বড়ে হতে পারেনা। তিনি অবশ্যই ফিরে আসবেন বারেগাহে ইয়াযদানীর পথ নিশ্চিতভাবে তার জানা আছে। মুর্শিদে কামিল কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। নবাগত বুযুর্গ সতর্ক করার ভঙ্গিতে বললেন, একটি ভুল কথার উপর বাড়াবাড়ি করনা। তুমি এক কঠিন প্রতারণার শিকার হয়ে পড়েছ। নিজের অজ্ঞতায় একজন চোরকে তুমি মুর্শিদ মনে করে নিয়েছ। ঘুমন্ত মানুষের চোখের কাজল চোরও যদি মুর্শিদে কামিল হতে পারে তা হলে এই হতভাগা পৃথিবীর জন্য এখন মুর্শিদে কামিলের কোন প্রয়োজন নেই। আফসোস তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্য!

এখন আবদুল্লাহর ধৈর্যের বাঁধ উপচে পড়েছিল। মুর্শিদে কামিলের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি আক্রমণ সহ্য করতে পারেনি। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কান্না নিয়ন্ত্রণে আসার পর সে মনোবেদনার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে বলল, আমার খুবই আফসোস হচ্ছে- একদিকে তো আপনার আপাদমস্তক অন্তরজগতে মালাকূতী (স্বর্গীয়) প্রভাব বিস্তার করছে, অপরদিকে আপনি মুর্শিদে কামিলের খিদমত করছেন এত পবিত্র হয়ে আপনার এই ভঙ্গি বুঝে আসছে না। বেআদবী মনে না করলে আমি আপনার মুবারক নাম জানার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি কি? নবাগত বুযুর্গ মুচকি হেঁসে বললেন, আমার নাম জেনে যদি তোমার কোন লাভ হয়ে থাকে তাহলে শুন- আমাকে 'খিযির' বলা হয়। পথহারা পথিকদেরকে সঠিক পথে আনা আমার অন্যতম দায়িত্ব। এ সূত্রেই আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি।

নাম শুনতেই আবদুল্লাহ্ ঝুঁকে কদমবুচি করল, জামার আঁচল চোখে লাগাল এবং সশ্রদ্ধ ভীতিতে কম্পমান হয়ে বলল, আজ আমি আমার সৌভাগ্যের উপর যতই গর্ব করি না কেন তা কম হবে। আজ আবেদন-নিবেদনের কোন কষ্ট ছাড়াই এ বিস্ময়কর দ্যুতিতে পরিতৃপ্ত হচ্ছে আমার নয়নযুগল। পাশাপাশি এটা আরজ করারও যেন অনুমতি দেয়া হয়- যে মুর্শিদে কামিলকে চোর বলা হচ্ছে তার নিকট মুরীদ হওয়ার পরই তো আমার এ সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে। ওই চোরের সাথে সামান্যতম সম্বন্ধের এ মর্যাদা আমার জন্য গৌরবের বিষয় নয় কি? সৌভাগ্য আপনার শুভাগমনে মুর্শিদে কামিলের প্রতি আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়ে গেল।

হযরত খিযির সদয় কণ্ঠে এরশাদ করলেন, আবারো তুমি এ ভুলের পুনরাবৃত্তি করলে। আমি মুর্শিদে কামিলকে চোর বলছি না, বরং তুমি একজন চোরকে মুর্শিদে কামিল মনে করছ? তবে এখন কুদরতের ইচ্ছা অন্য কিছু মনে হচ্ছে- হয়তো তোমার জিদের পরিপ্রেক্ষিতে চোরকেই মুর্শিদে কামিল বানিয়ে দেয়া হবে। সত্যসন্ধানের এ উন্মাদনা এবং প্রেমের আকর্ষণের এই উদ্যম শয়তানের প্রতারণার হাত থেকে নিরাপদ থাকলে এ সুসংবাদ শুনে রাখো যে, এই স্থানেই মুর্শিদে কামিলের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে এবং তার একটু পরেই বারেগাহে ইয়াযদানীর চৌকাঠে তোমাকে মারিফাতের ভূষণে ভূষিত করা হবে। অপেক্ষা কর সেই মুনমুগ্ধকর মুহূর্তের জন্য, যখন তোমার কলবের আঙ্গিনায় তাজাল্লিয়াতে ইলাহীর আরশ বিছানো হবে? "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তোমার উন্মাদনাময় সাহসের হিফাযত করুন।" এ বলে হযরত খিযির ফিরে যান এবং দু'চার কদম দিতেই অদৃশ্য হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর উষার আলো প্রকাশিত হল এবং আবদুল্লাহর ভাগ্য রজনীর অন্ধকার কাটতে লাগল। আজ দীর্ঘদিন পর আবদুল্লাহর সামান্য নিদ্রা এসেছিল চোখের পাতা লাগতেই সে দেখতে পায় ক্বাযা ও ক্বদরের (ভাগ্য নির্ণয়ের) কর্মীরা আল্লাহর আরশের ছায়াঁতলে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ হিজাবে আযমত (মাহাত্ম্যের পর্দা) থেকে এক আওয়াজ এল এবং ফিরিশতাগণ খোদার তেজদৃপ্ত ভীতিতে সাজদাবনত হয়ে যায়।

অন্ধকার রাতের পর্যটক রা আবদুল্লাহর মুর্শিদে কামিল যার নাম ছিল ইয়াহ্য়া। আজ সীমাহীন আনন্দিত। রাজধানী বাগদাদ সম্বন্ধে সে শুনেছিল অনেক কথা। বহুদিন যাবৎ তার আগ্রহ ছিল একবার এ ধনাঢ্য শহরে গিয়ে তার ভাগ্য পরীক্ষা করবে। আজ কতিপয় দুঃসাহসী সাথীদের সহায়তায় বাগদাদ যাত্রার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়।

পরামর্শ অনুযায়ী প্রত্যুষেই বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হবার কথা। এ জন্য রাত্রি বেলায় সকল সাথী এক স্থানে সমবেত হয়ে যায়। উষা ফুটতেই অন্ধকার রাতের পর্যটকদের এ দল বাগদাদের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল।

যতই বাগদাদ নিকটে আসছিল ততই কেন যেন ইয়াহয়ার অন্তরের স্পন্দন তীব্রতর হতে থাকে। নিজের এই অস্থিরতার কথা তার সাথীদের নিকট বেশ ক'বার উল্লেখও করেছে কিন্তু তারা এদিকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয়নি।

ক'দিন ধরে দিন-রাত চলার পর এটা জেনে তারা আনন্দিত হল যে, এখন বাগদাদের দূরত্ব এক মনযিল মাত্র। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এক উপত্যাকার নিম্নাঞ্চল অতিক্রম করে যখনই তারা উপরে আরোহন করল সম্মুখে বাগদাদের নয়নাভিরাম শহর ঝলক মারছিল। লক্ষ্যস্থলে দৃষ্টি পড়তেই তাদের আত্মা হেসে

প্রবন্ধ

দিল এবং অন্তর নেচে উঠল। কিছুক্ষণ পর এই কাফেলা বাগদাদ শহরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ল। এক প্রশস্থ রাজপথ অতিক্রম করার সময় আলীশান এক প্রাসাদ দেখা যায়। দরজায় সাওয়ারীদের কোলাহল, ঘোড়ার সারি ও উটের ভিড় দেখে ইয়াহয়া (আবদুল্লাহর মুর্শিদে কামিল) থেমে যায়। তার ধারনা ভুল ছিলনা যে, এটা শহরের বড় আমীরের ঘর। নিকটেই দাঁড়িয়ে থাকা এক পথিককে জিজ্ঞেস করল-

এটা কি এই শহরের বড় আমীরের ঘর। সে উত্তর দিল, কেবল এ শহরের নয় বরং সমগ্র পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম আমীরের ঘর। অদ্যাবধি তাঁর ধনভাণ্ডারের গভীরতা ও বিশালত্বের সন্ধান কেউ পায়নি। তাঁর পদযুগলের নীচে স্বর্ণ, রূপা ও মণি-মুক্তার খণি বিছানা থাকে। সপ্ত মহাদেশের রাজত্ব তাঁর ঘরের এক সাধারণ গোলামী মাত্র। জল-স্থল, আকাশ-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, সর্বত্র তাঁর কর্তৃত্বের ঝান্ডা স্থাপিত। পথিকের এই কথা শুনে এক অজানা ভীতির সঞ্চার হয় তার অন্তরে। বিস্ময়ের প্রাবল্যে সে অপলক নয়নে চেয়ে থাকে। অতি কষ্টে তার মুখ দিয়ে এই শব্দগুলো বের হয়। এই আমীরের নাম কী? এক নাম হলে তো ঝটপট বলে দিতে পারতাম, অসংখ্য নাম রয়েছে তাঁর।

দস্তগীর-ই কাওনাঈন, শায়খুস সাক্বালাঈন, খাজায়ে কা-ইনাত, সুলতানুল আক্বতাব, মাখদূমুল ওয়ারা, গাউসুল আযম, ইমামে আযম, ইমামে জীলান, মাহবূব-ই সুবহানী, এভাবে আরো আরো নামসমূহের এক সোনালী তালিকা তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। পথিক তাড়াতাড়ি করে উত্তর দেয় এবং এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে সম্মুখপানে চলে যায়। ইয়াহয়া বিজয়ী কণ্ঠে তার সাথীদেরকে বলল, মনে হচ্ছে আজ ভাগ্যের নক্ষত্র ঊর্ধ্বাকাশে উঠে এসেছে। এত বড় ধনশালীর গৃহের ধূলোবালিও যদি হাতে আসে তাহলে তো সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট হবে। অর্ধরাত পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনার পর অপারেশনের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ইয়াহয়া অত্যন্ত সাবধানতার সাথে সমুদয় দায়িত্ব বন্টন করে। আজ কেন জানি গাউসুল আযম'র খানেক্বাহ্'র পেছনের দরজা খোলা ছিল। রাত যথেষ্ট গভীর হয়েছে। গোটা বাগদাদ নিদ্রার নিস্তব্ধতায় ঢলে পড়েছিল। কোথাও কোথাও নৈশপ্রহরীদের আওয়াজ কানে আসছিল। ইয়াহয়া ধীরে ধীরে খানেক্বাহর পেছনের দেয়ালের দিকে অগ্রসর হয়। দরজা খোলা দেখে তার চোখে আনন্দের বিদ্যুৎ চমকে উঠে। অন্তরের তীব্র স্পন্দন সত্ত্বেও সাহস করে ভিতরে প্রবেশ করল। অন্ধকারে বেশ কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে অনুসন্ধান চালায় কিন্তু কিছুই হাতে আসেনি। আশ্চর্য এত বড় আমীরের ঘর কিন্তু সম্পূর্ণ শূন্য হাতে এবং ব্যর্থতার দুঃখ নিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় ভাবল- এই ঘরের কিছু ধূলাবালিই নিয়ে যায়। হয়তো ওতে স্বর্ণ-রূপা ও মণি-মুক্তার ভস্ম লুকিয়ে থাকতে পারে। চতুর্দিক থেকে ধূলা-বালি একত্রিত করে ছোট্ট একটি পুটলি বানিয়ে যখনই দরজা থেকে বাইরে পা রাখল। হঠাৎ চোখে অন্ধকার ছেয়ে যায়। দু'চার বার পলক উঠা-নামা করার পর তার অনুভূত হল- চোখের জ্যোতি চলে গেছে। আতঙ্কিত হয়ে বসে পড়ে; কেঁপে উঠে অন্তরাত্মা। সম্মুখে চলার সাহস বিদায় নিয়েছিল। ইতোমধ্যে নিকট থেকেই নৈশ-প্রহরীদের আওয়াজ কানে এল। আতঙ্কিত হয়ে পুনরায় ঘরের ভিতরে ফিরে যায় এবং এক কোণায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

দস্তগীরে কাউনাঈন (আসমান-যমীন) গাউসুস সাক্বালাঈন তাহাজ্জুদের নামায শেষ করেছিলেন, দীপ্তিমান চেহ্বারা থেকে নূর বিকিরিত হচ্ছিল, ললাটের ঢেউগুলোয় আলো ঝলমল করছিল, নয়নযুগল থেকে তাজাল্লিয়াতের ফোয়ারা ছুটছিল এবং অন্তরের উজ্জ্বল প্রদীপ বেলায়ত শিক্ষার গ্যালারীকে আলোকিত করছিল। সম্মুখে রিজালুল গায়ব (আউলিয়া-ই কেরামের অদৃশ্যদল, যাঁরা জগতের বাত্বেনী বিষয়াবলী তত্ত্বাবধান করেন) হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের এক সর্দার অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন, জাহাঁপনা! অমুক শহরের আবদাল ইন্তিকাল করেছেন। মাগফিরাত ও রহমতের দু'আবাক্য উচ্চারণ করে সম্মুখে অগ্রসর হন সরকার গাউসুল ওয়ারা। হঠাৎ কোন লোকের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে কেঁপে উঠল ই[illegible]। পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করছিল, হঠাৎ কি মনে করে ওখানে বসে যায়। আজ আমার ঘরের অতিথি কে? অন্তররাজ্য জয় করার মত একটি আওয়াজ কানে এল। আশা-নিরাশার টানাটানিতে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আদালতে উপস্থাপিত এক অপরাধীর ন্যায় অতি কষ্টে এই কথাগুলো মুখ দিয়ে বের করল- 'ইয়াহয়া'। সরকার! আমি এক হতভাগা, অন্ধকার রাতের পর্যটক। খোদাপ্রদত্ত ধনের খ্যাতি শুনে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু বিপদের খাঁচায় বন্ধী হয়ে পড়েছি। এখন জীবনের সবচাইতে বড় আক্ষেপ হল এই যে, এখানে এসে চোখের জ্যোতি হারালাম। হায়! ভূপৃষ্ঠের সর্বাপেক্ষা বড় ধনীর ঘরের কত আশা নিয়ে এসেছিলাম; এখন কি জানি ভাগ্যের কী পরিণাম? এতটুকু বলতেই তার আওয়াজ কণ্ঠনালীতে আটকে যায় এবং সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

কেঁদোনা, দয়ার কাঁচ বড়ই নাজুক হয়ে থাকে। সামান্য আঘাতেই আক্রান্ত হয়ে যায়। নাও আমার আঁচলে তোমার ভেজা পলকের অশ্রু মুছে নাও। এটা নিরাশ বাসনাসমূহের

আশ্রয়স্থল। এখানে অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয়না। অন্তরকে পবিত্র করা হয় মাত্র। তোমার ব্যর্থতার আক্ষেপ অন্তর থেকে বের করে দাও। আমার দ্বারের প্রার্থী অদ্যাবধি রিক্তহস্তে ফিরে যায়নি। ধৈর্য সহকারে কাজ কর। চোখের জ্যোতি মুনাফাসহ ফেরত পাবে। এই বলে সরকার গাউসুল আযম তার একেবারে নিকটে চলে আসেন। পরক্ষণেই দয়ার দৃষ্টি পড়ল এবং তার রশ্মি জ্যোতিহীন চোখের পথ বয়ে অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বেশ! এখন কি হল মুহূর্তের মধ্যে মারিফাতের সমুদয় লতীফাহ্ খুলে যায়। পলক খুলতেই দেখতে পায়, আলমে নাসূতের শেষ সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্দিকে তাজাল্লিয়াতের চেহারা তার দৃষ্টির সামনে দীপ্যমান রয়েছে। এখন সে অন্ধকার রাতের পর্যটক নয়, বরং বেলায়তের বাদশাহ্ হয়ে গেছে। গাউসুল ওয়ারার সরকার থেকে নির্দেশ জারি হল-

এখনই সংবাদ এসেছে যে, অমুক শহরের আবদাল ইন্তিকাল করেছেন। আজ থেকে তাঁর স্থলে তোমাকে বহাল করা হচ্ছে। কাল বিলম্ব না করে ওখানে আবদালিয়তের দায়িত্ব হাতে নাও। ভক্তির এক অথৈ আবেগসহকারে অবনত মস্তকে ইয়াহয়া সরকারের কদমবুচি করল এবং উল্টোপদে ফিরে গেল। দরজায় পৌঁছে বাইরে পা বাড়াতে চাইছিল এমন সময় রিজালুল গায়বের সমাবেশ থেকে আওয়াজ এল- "অবশেষে এক পাগলের জিদ চোরকে 'মুর্শিদে কামিল' বানিয়ে ছাড়ল।" অতঃপর সে ওই রাজপথ দিয়ে চলছিল যে পথ অতিক্রম করে সে মারিফাতের ভরা পানি সমৃদ্ধ সাগরে পৌঁছেছিল। কিন্তু এখন চরণতলে মাটির কার্পেট নয়, কায়েনাতের হৃদয় বিছানো হচ্ছে। যেপথ বেয়ে যাচ্ছিল চোখের পলক থেকে কাদেরী ঝর্ণার শরাবান তাহূরা টপকে পড়ছিল। দুপুর হতে হতে সে কয়েকদিনের দূরত্ব অতিক্রম করে নিয়ে ছিল। এখন সে বেলায়তের সালতানাতে প্রবেশ করেছিল। কয়েক পা এগুতেই শহরের অট্টালিকাগুলো দেখা যেতে লাগল। আবাদীর এক চৌরাস্তায় হাজারো মানুষের মেলা জমেছিল। অপরিচিত পথিক মনে করে লোকেরা বলল, জনতার ভিড়ের কারণে এদিক থেকে আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ। আপনি অন্য কোন পধ দিয়ে চলে যান। সে বলল, এখানে কী হল? লোকেরা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে উত্তর দিল, আশ্চর্য! অনেক দিন হয়ে গেল এই ঘটনা গোটা এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, আর আপনি জানেন না! ইয়াহয়া বলল, আমি এ এলাকার বাসিন্দা নই, আমাকে পূর্ণ ঘটনা খুলে বলুন। লোকেরা বলল, আমাদের শহরের একজন সুস্থ মানুষ হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে। এরপর থেকে এই চৌরাস্তায় দিন-রাত দাঁড়িয়ে থাকে এবং বলে আমি মুর্শিদে কামিলের অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমাকে ওয়াদা দিয়েছেন, "তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি ফিরে আসার পর বারেগাহে ইয়াযদানীর চৌকাঠ পর্যন্ত তোমাকে পৌঁছে দেব।" তাকে অনেক বুঝানো হয়েছে যে, সে আর ফিরে আসবে না, তার জন্য অপেক্ষা করা অর্থহীন। কিন্তু সে তার জিদে অটল। সবাইকে এই উত্তরই দেয়- মুর্শিদে কামিল মিথ্যা বলতে পারেন না। তিনি কোন না কোন সময় অবশ্যই আসবেন। মানুষের হৃদয়ের আকর্ষণ তার প্রতি এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এখন সে একা নয়, বরং তার চারিপাশে সব সময় মানুষের ভিড় জমে থাকে। তাদের কথা শুনে মুহূর্তের মধ্যে ইয়াহয়ার স্মৃতিশক্তি সতেজ হয়ে ওঠল। হঠাৎ ওই রাতের পূর্ণ ঘটনা চোখের সামনে ভেসে ওঠল। এখন গভীরভাবে দেখতে লাগল, হ্যাঁ, ওই চৌরাস্তা যেখানে একজন পাগলের সাথে রাতের অন্ধকারে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে হাত ধরে তাকে মুরীদ করেছিল এবং নিজের প্রত্যাগমন পর্যন্ত ওখানে অপেক্ষা করার জন্য তাকে নির্দেশ দিয়েছিল। পুরো ঘটনা স্মরণ হতেই সে আত্মাহারা হয়ে যায়। আবেগের বন্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আর কোন কথা না বলে সে সমাবেশের দিকে দ্রুত চলে গেল। মানুষের ভিড় বিদীর্ণ করে আবদুল্লাহর নিকটে গিয়ে আওয়াজ দিল, আমি এসেছি, আমি এসেছি! আমার মুরীদ! আমার ওয়াদা পূরণ করার জন্য আমি এসেছি। জানাশুনা আওয়াজ কর্ণগোচর হওয়ায় আবদুল্লাহ চমকে ওঠল। যখনই চেহারায় দৃষ্টি পড়ল অপ্রত্যাশিতভাবে চিৎকার দিয়ে ওঠল- মুর্শিদে কামিল এসেছেন! মুর্শিদে কামিল এসেছেন! আমি বলেছিলাম না, মুর্শিদে কামিল মিথ্যা বলেন না, তিনি অবশ্যই আসবেন। এতটুকু বলে আত্মাহারা অবস্থায় নড়ে চড়ে ওঠে এবং মুর্শিদে কামিলের বুকে জড়িয়ে যায়। দীর্ঘদিনের পর এক তৃষ্ণার্থ আত্মা মারিফাতের ঝর্ণায় সিক্ত হচ্ছিল এবং তাজাল্লিয়াতের এক নতুন জগৎ চোখের সামনে ঝলক মারছিল। বুকের সাথে জড়িয়ে পড়ার কয়েক মিনিট পরই মুর্শিদে কামিল ডাক দিলেন-

আবদুল্লাহ! চোখ খুলে দেখ, তুমি বারেগাহে ইয়াযদানীর চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে গেছ। চোখ খুলতেই আবদুল্লাহ সাজদায় পড়ে যায়। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এল- অবশেষে এক পাপাচারী বান্দা প্রেমের কান্না ও ফরিয়াদের উত্তাপে তার অপ্রসন্ন মনিবকে রাজি করে নিয়েছে।

[আল্লামা আরশাদুল কাদেরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র "যুলফ ও যানজীর" অবলম্বনে]

বাংলাদেশের বাবা আদম

ফজল-উশ-শিহাব

না, আদি মানব আদম ছফিউল্লাহ অ লাইহিস সালাম এর কথা বলছিনা। বাংলাদেশে একজন বাবা আদম এসে নিজের রক্ত ঢেলে ইসলামের বীজ বুনেছিলেন, তাঁর কথা বলছি। যাঁর কথা এখন প্রায় বিস্মৃতি পর্যায়ে। কিছুটা ইতিহাসে কিছুটা উপাখ্যানে তিনি টিকে আছেন।

বিক্রমপুর খ্যাত মুন্সীগঞ্জ সদরের রামপালে আরো ছোট করে বললে রিকাবী বাজারে শুয়ে আছেন বাবা আদম শহীদ। বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্টায় যে ক'জন শহীদকে পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয় তিনি তাঁদের অন্যতম। ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের (১২০২ খৃষ্টাব্দ) প্রায় ষাট বছর আগে (১১৪২ খৃষ্টাব্দ) তিনি এদেশে এসেছিলেন। বাবা আদমের জীবন কাহিনী ঘটনাবহুল। পূণ্যভূমি আরবের তায়েফে তাঁর জন্ম।

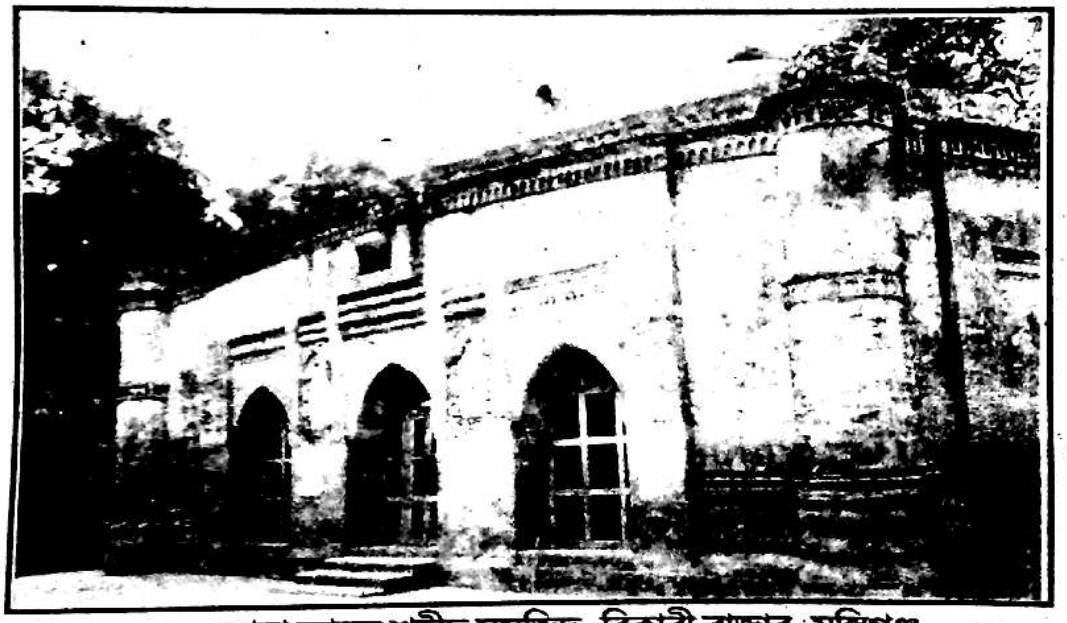

বাবা আদম শহীদ মসজিদ, রিকাবী বাজার, মুন্সিগঞ্জ

তাঁর জন্মের পূর্বেই ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধে তাঁর বাবা শহীদ হন। অল্প বয়সে মাকেও হারান। দূর সম্পর্কিত এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়ে বাগদাদের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসায়ে নিজামিয়ায় শিক্ষা লাভ করেন। পীরানে পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি আলায়হির সাহচর্যে থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন তিনি। জ্ঞান অর্জন, ইসলাম প্রচার এবং তৎকালীন মুসলিম সমাজে সৃষ্ট বিভ্রান্ত মতবাদ খন্ডনের লক্ষ্যে তিনি মুসলিম জাহানের বিখ্যাত শহরসমূহ ভ্রমণ করেন। সিরিয়া, কায়রো, রাবাত, স্পেন ভ্রমণ শেষে তিনি আপন মুরশিদের নির্দেশে বাগদাদ হয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

বারজন সঙ্গী নিয়ে তিনি চট্টগ্রাম হয়ে মহাস্থানগড় এসে খানকা স্থাপন করেন। বাংলাদেশের নানাপ্রান্তে তাঁর সঙ্গীগণ ছড়িয়ে পড়েন ইসলামের বাণী নিয়ে। তাঁর অন্যতম সঙ্গী শেখ মখদুম আল মুয়াসসিস এর মিশনটি ছিল বিক্রমপুরে। শেখ মখদুমের পূতঃপবিত্র চরিত্র এবং সম্মোহনী শক্তির কারণে বিক্রমপুরের দলিল অবহেলিত শ্রেণীর লোকজন দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হতে শুরু করলে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজশক্তির আঁতে ঘা লাগে। বিক্রমপুরের স্থানীয় মুসলমান নিঃসন্তান হেলালউদ্দীন শেখ মখদুমের দোয়ায় সন্তানের পিতা হলে মানত রক্ষায় একটি গরু জবেহ করেন। রাজা বল্লাল সেন গো হত্যার দায়ে হেলালউদ্দীনের মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেন। তিনি পালিয়ে যান। কারারুদ্ধ করা হয় শেখ মখদুমকে। এ সংবাদ দ্রুত পৌছে যায় বাবা আদমের কানে। ১১৭৩ সালে মহাস্থানগড় থেকে তিনি ছুটে আসেন বিক্রমপুর। ১১৭৪ সালে হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলায়হির ৮ম ওফাত দিবস উপলক্ষে গরু জবেহ করে মেজবানের আয়োজন করেন বাবা আদমের আরেক সঙ্গী হযরত মুয়াবিন আল বসরী। রাজার আদেশে গো হত্যার দায়ে তাঁকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হয়। নানা কারণে রাজার ওপর অসন্তুষ্ট রাজ পুরোহিত বাবা আদমের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করেন রাজার ভাগ্নি মাধুরী সেনও। বিক্রমপুরভুক্ত বিভিন্ন এলাকার প্রভাবশালী কয়েকজন হিন্দুও

ইসলাম গ্রহণ করেন। বাবা আদম কপাল দুয়ার নামক স্থানে খানকা নির্মাণ করতে চাইলে বল্লাল সেন লাঠিয়াল বাহিনী পাঠিয়ে তাতে বাধা দেন। এতসব কারণ একত্রিত হয়ে একটি যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। অবশেষে বাবা আদম বল্লাল সেনের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন।

বাবা আদমের অনুরোধে ভারত বিজেতা শিহাবউদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরী ছয়টি যুদ্ধ জাহাজের একটি নৌ বহর প্রেরণ করেন বল্লাল সেনের বিরুদ্ধে। যার নেতৃত্বে ছিলেন মুরাদ-ই আজম। পদ্মা মেঘনার সংযোগ স্থল অতিক্রমের সময় মুসলিম নৌ বহরের ওপর আক্রমণ চালায় বল্লাল সেনের নৌবাহিনী। তিনদিন ব্যাপী যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর দুটি এবং বল্লাল বাহিনীর চারটি জাহাজ ধ্বংস হয়। অবশেষে ধলেশ্বরীর বুক থেকে মীর কাদিম ঘাট অবতরণ করেন মুসলিম বাহিনী। কানাইচং ময়দানে আবার মুখোমুখি হয় দুই বাহিনী। বল্লাল সেনের বিশহাজার সৈন্যের বিপরীতে বাবা আদমের সৈন্য সংখ্যা মাত্র সাত হাজার। দশ দিনব্যাপী যুদ্ধে উভয় বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হলেও ফলাফল থেকে যায় অমীমাংসিত।

দিনটি ছিল ১১৭৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। বাবা আদম এশার নামায শেষে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। রাজা বল্লাল সেন তাঁকে অকস্মাৎ আক্রমণ করে বসেন। রাজার উপর্যুপরি আক্রমণেও বাবা আদমের কোন ক্ষতি হল না। শহীদি মৃত্যু অবধারিত জেনে বাবা আদম বল্লাল সেনকে বললেন বিধর্মীর তরবারী আমার রক্ত স্পর্শ করবে না। আমার তরবারী দ্বারা আমাকে আঘাত কর। নিশ্চয় আল্লাহ পাকের অভিশাপ তোমার উপর নেমে আসবে। বল্লাল সেন বাবা আদমের কথা মত কাজ করেন। বাবা আদমের তরবারী দিয়ে তাঁকে আঘাত করেন। সাথে সাথে মৃত্যুর কুলে ঢলে পড়েন বাবা আদম রহমাতুল্লাহি আলাইহি। এরপর শুরু হয় বাবা আদমের ভবিষ্যৎ বাণীর বাস্তবায়ন। রাজা বল্লাল সেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসার সময় সাথে নিয়ে এসেছিলেন একজোড়া কবুতর। তার পরিবার পরিজনকে বলে এসেছিলেন যদি কবুতর দুটি উড়ে চলে আসে তাহলে ধরে নিতে হবে যুদ্ধে রাজার পরাজয় ঘটেছে। এমতাবস্থায় রাজপরিবারের সদস্যগণ যেন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দেয়।

বাবা আদমকে শহীদ করার পর রাজা বল্লাল সেন পুকুরে নামলেন গোসল করার জন্য। এর মধ্যে উড়ে গেল কবুতর দুটি। রাজা তাড়াতাড়ি রাজবাড়িতে ফিরলেন। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। রাজ পরিবারের সদস্যগণ যুদ্ধে রাজার পরাজয় হয়েছে মনে করে আগুনে আত্মাহুতি দিলেন। নিজ পরিবার পরিজন হারিয়ে শোকে দুঃখে মূহ্যমান রাজা বল্লাল সেন নিজেও শেষ পর্যন্ত আগুনে আত্মাহুতি দিলেন।

বাবা আদমকে রিকাবীবাজারে দাফন করা হয়। সোনারগাঁওয়ের সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ সাধক শাহ বদরের অনুরোধে বাবা আদমের চতুর্দিকে বেষ্টনী নির্মাণ করে দেন। পরবর্তীতে নানা জনের হাতে মাযারটি সংস্কার সাধিত হয়। বাবা আদম শহীদ হওয়ার প্রায় তিনশত বছর পরে ১৪৮৩ সালের আগষ্ট মাসে ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ এর আমলে তাঁর পুত্র মালিক কাফুর বাবা আদমের মাযার চত্বরে একটি সুদৃশ্য মসজিদ তৈরি করেন। যা কালের সাক্ষী হয়ে এখনো সগৌরবে টিকে আছে।

তথ্য ঋণ:

১. প্রাচীন বঙ্গ- ভারতে মুসলিম সভ্যতার অগ্রদূত সূফী সৈয়দ বাবা আদম (রহ.) এর অবদান-

খন্দকার মুজিবুর রহমান মাখন, সূফী সৈয়দ বাবা আদম মাযার কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত, দরগাহ বাড়ী, মুন্সীগঞ্জ।

২. অতীতের নানা চিহ্ন-

আহমেদ আব্দুল্লাহ, দৈনিক ইত্তেফাক, ০৪.০৮.০৩।

৩. তাযকেরাতুল আউলিয়া-

রশিদ আহমদ, শিরীন পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৪. বাংলা পিডিয়া, সিডি ভার্সন, ফেব্রুয়ারী ২০০৬-

এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও বাতিল মতবাদ পরিচিতি : প্রেক্ষিত বর্তমান বাংলাদেশ

মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

পূর্ব প্রকাশিতের পর

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কতিপয় আক্বীদা ও আমল

ইসলামী শরীয়ত সমর্থিত যেসব আমল যুগ-যুগ ধরে মুসলিম মিল্লাতে পালিত হয়ে আসছে। তন্মধ্য হতে কতিপয় বিশেষ আমল এখন সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করব:

১. পবিত্র ঈদ-এ মিলাদুন্নবী ﷺ

প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেদিন দুনিয়াতে শুভাগমন করেন, সেদিনটি কেবল মুসলিম মিল্লাতের জন্যই নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য আনন্দের দিন। কারণ তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সৃষ্টির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নি'মাত আর সৃষ্টির মূলউৎস রহমাতুল্লিল আলামীন। আল্লাহর পক্ষ হতে কোন দয়া, রহমত, করুণা, অনুকম্পা ও অনুগ্রহ প্রাপ্তিকে উপলক্ষ করে আনন্দ-উল্লাস ও উৎসব উদযাপন করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই প্রদান করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

অর্থাৎ: নবী! আপনি বলুন, আল্লাহর দয়া এবং রহমত উপলক্ষ করে তারা যেন আনন্দ উদযাপন করে এবং তা হবে তাদের অর্জিত সবকিছুর চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ নি'মাত তারই প্রিয়হাবীব আমাদের প্রাণপ্রিয় নবীজীর আগমনী দিবসকে উপলক্ষ করে বর্ণাঢ্য মাহফিল করা, ইসলামী সংস্কৃতির আলোকে আনন্দ উদযাপন করা, জশনে জুলূস তথা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ইত্যাদিই হল পবিত্র ঈদ-এ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

যুগে যুগে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রখ্যাত ইমাম ওলামা-ই কেরাম ও রাজা-বাদশাহগণ মহা ধুমধামের সাথে এসব পালন করে আসছেন। আমাদের দেশে ১৯৭৪ সালে যুগশ্রেষ্ঠ অলীয়ে কামেল গাউসে যামান মুর্শেদে বরহক হাদীয়ে দ্বীনও মিল্লাত রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত আল্লামা হাফেয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি জশনে জুলূসে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মত যুগান্তকারী কর্মসূচি উদ্বোধন করে ঈদে মিলাদুন্নবীর উদযাপন মাত্রাকে আরো ব্যাপক ও গুরুত্বহ করে তোলেন। এ জশনে জুলূস প্রথমে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় সর্বপ্রথম হুজূর কেবলার বলিষ্ঠ পরিচালনা ও আধ্যাত্মিক নির্দেশনায় শুরু হলে বাতিলপন্থীরা তো বটে এমনকি কিছু কিছু সুন্নী নামধারীরাও এর বিরোধিতা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহর অলীদের কাজ মহান আল্লাহর ইশারায় হয়ে থাকে। একে থামাবে কে? আলহামদু লিল্লাহ! হুজূর কেবলার প্রদর্শিত সেই জুলূস আজ ফলে ফুলে যেন সুশোভিত হয়ে ওঠল। লক্ষ লক্ষ নবীপ্রেমিক রাজপথে নেমে এসে রঙ-বেরঙের কেস্টুন-ব্যানার নিয়ে নবীপ্রেমের সিন্দুতে অবগাহন করে হারিয়ে যায়, নিজেদের অজান্তে আল্লাহর দরবারে। যারা প্রথমে একটু-আধটু আড় চোখে তাকিয়েছিল, তাদেরকেও আজ এ জশনে জুলূস পালন করতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, সুন্নী মুসলমানদের জোয়ার দেখে বাতিলপন্থীরাও থেমে নেই। এক সময় যে জুলূসকে তারা বিদ'আত ফতোয়া দিত এখন সেটা আবার তাদের জন্য জায়েয হয়ে গেল। তারাও দেখি এখন রবীউল আউওয়াল মাস আসলে জুলূস বের করে। তবে নামটা দিয়েছে 'বর্ণাঢ্য র‍্যালি'। যেটা কথু সেটাই তো লাউ। ইংরেজীতে যাকে র‍্যালি বলে ফার্সীতে সেটিকে জুলূস বলে। মজার ব্যাপার হল! তাদের জন্য ইংরেজী নামটা জায়েয হয়ে গেল, আর জুলূস নাজায়েয ও বিদ'আত ইত্যাদি হয়ে গেল। তবে জেনে রাখা দরকার মানুষ এখন আগের মত বোকা নেই। তারা সবই বুঝে। সুতরাং চোখে বালি দিয়ে বোকা বানানোর সময় ফুরিয়ে এসেছে।

২. মিলাদ-ক্বিয়াম

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আরেকটা আলামত হল এরা প্রিয়নবীর শানে অত্যন্ত আদবের সাথে মিলাদ ক্বিয়াম পালন করেন। 'মিলাদ' মানে প্রচলিত অর্থে নির্দিষ্টপন্থায় নবীজীর শানে দুরূদ-সালাম প্রদান করা, আর ক্বিয়াম হল নবীজীকে সালাম প্রদানের এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের প্রয়াস। সাহাবা-ই কেরামের বৈঠকে নবীজী কখনো আগমন করলে তাঁরা সবাই সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন। আবার নবীজী প্রয়োজনীয়

কথাবার্তা সেরে হুজরা মুবারকে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তাঁরা সকলেই দাঁড়িয়ে থাকতেন। নবীজীর প্রতি কিভাবে সম্মান দেখাতে হবে তার শিক্ষা মহানবীর সঙ্গলাভে ধন্য সোনালী যুগের সে সব যুগশ্রেষ্ঠ মানুষ (সাহাবা-ই কেরাম) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

মিশকাত শরীফের 'বাবুল কিয়াম'-এ হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত একটি হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে-

فَاِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتّٰى نَرَاهُ قَدْدَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتِ اَزْوَاجِهٖ

অর্থাৎ- হুজূর আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন বৈঠক থেকে উঠতেন, তখন আমরা দাঁড়িয়ে যেতাম এবং এতটুকু পর্যন্ত দেখতাম যে তিনি কোন মহিয়ষী বিবির ঘরে প্রবেশ করছেন।

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাদীস বিশারদ ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, বুযুর্গানে দ্বীনের তাশরীফ আনয়নের সময় দাঁড়ানো মুস্তাহাব। এর সমর্থনে অনেক হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি।

তাছাড়া আল্লাহর মহান রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সালাম প্রদানের সময় "এয়া নবী সালামু আলায়কা" বলে দাঁড়ানো নবীজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উম্মতের ঈমানের দাবী। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন-

وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ

(হে মুসলমানরা তোমরা আমার নবীকে সহযোগিতা কর আর তাঁকে সম্মান কর) আর সালাম প্রদানের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাঁর (নবীর) উপর দুরূদ পড় আর সালাম প্রদানের মত করেই সালাম প্রদান কর।

এখানে 'তাসলীমান' শব্দ দ্বারা তা'কীদ (দৃঢ়তা) বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে সালাম প্রদান করলে নবীজীর প্রতি সম্মান বেশি প্রদর্শিত হবে সেদিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। সুতরাং বসে বসে সালাম দেয়ার মধ্যে সম্মান বেশি হবে না। একাগ্রতার সাথে মহাব্বতের সাথে দাঁড়িয়ে সালাম প্রদানে সম্মান বেশি তা বিবেচনায় রেখে যুগে যুগে প্রসিদ্ধ ইমাম ও বুযুর্গানে দ্বীন ও হক্কানী পীর-মাশাইখ কিয়াম করে মিলাদ পাঠ নিজেরাও করেছেন এবং অনুসারীদেরকেও তা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম নিদর্শন। বর্তমানে বাতিলপন্থী ওহাবীরা কোন অবস্থাতেই মিলাদ-কিয়াম করতে রাজি নয়। কারণ, এতে করে নবীজীর প্রতি সম্মানটা যদি একটু বেড়ে যায়? কারণ, তাদের মুরব্বীরা বলেছেন, "নবীকে বড়ভাইয়ের মত করে সম্মান কর, এর চেয়ে একটুও বেশি নয়।" টাকা- পয়সা পেলে আবার কোন কোন জায়গায় এরাও কিয়াম করে থাকে, তাও এদেশের মুসলমানরা জেনে ফেলেছে। অতএব, টাকার বিনিময়ে যারা দ্বীন-ধর্ম বিক্রি করতে পারে, তাদের চেয়ে জালিম আর কে হতে পারে?

আমাদের দেশের আরেকটি ভ্রান্ত দল জামায়াতে ইসলামীর অনুসারীরা এক্ষেত্রে দোদুল্যমান। তাদের নেতাদের মতে মিলাদ-কিয়াম সম্পূর্ণ হারাম, নাজায়েয, বিদ'আত ইত্যাদি হলেও অনুসারীরা কোথাও করে আবার কোথাও করেনা। মজার ব্যাপার হল! তাদের অন্যতম নেতা মৌং সাঈদী সাহেব চট্টগ্রাম গেলে কিয়াম করেন। খুলনা ও রাজশাহী গেলে কিয়াম করেনা। ক্ষেত্রভেদে এদেরকে মিলাদ-কিয়াম করতে দেখা যায়। আবার এটিএন'র পর্দায় এলে ফতোয়া দেন মিলাদ শরীফ, কিয়াম করা বিদ'আত। একই ব্যক্তির এতগুলো রূপ দেখে এদেশের মুসলমানরা ইতোমধ্যেই ধাঁধায় পড়ে গেছে। তাহলে বুঝি ইসলামী শরীয়ত, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী অঞ্চলভেদে বিভিন্ন হয়ে যায়, আর এটিএন'র পর্দায় আরেকটা। আসলে কোন ধর্ম তিনি অনুসরণ করেন, তা আমাদের বোধগম্য নয়। সময় আর স্থানের ব্যবধানে যারা নিজেদের খোলস পাল্টিয়ে ফেলতে পারে, তাদের সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দূরতম সম্পর্কও থাকতে পারেনা।

আর তবলীগ পন্থীরা তো মিলাদ-কিয়ামের কথা শুনলেই বেড়ালের লেজে চাপ পড়ার মতই আঁতকে উঠে। তারা কি খবর রাখেন, তাদের নেতা মৌং আশরাফ'আলী থানভী, রশিদ আহমদ গাঙ্গূহীদেরও যিনি ওস্তাদ ছিলেন হযরত হাজী ইমদাদ উল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী নিজেও মিলাদ-কিয়াম করতেন এবং এর স্বপক্ষে প্রামাণ্য পুস্তকও রচনা করেছেন। পুস্তকের নাম 'ফায়সালাহ্-এ হাফত মাসআলা'। তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'র অনুসারী ও নবীপ্রেমিক ছিলেন। আর তার উল্লিখিত ছাত্ররা হযরত নূহ আলায়হিস সালাম'র পুত্র কেনানের মত গোমরাহ হয়ে গেছে।

৩. রসূলে পাকের নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চুমু খেয়ে চোখে লাগানো

আমাদের প্রিয়নবী আক্বা ও মাওলা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্রতম নাম মুবারক শুনামাত্র নবীপ্রেমিক মুসলমানরা বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করে থাকেন। এটি খুবই বরকতপূর্ণ আমল। আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলায়হিস সালাম ও মহান রসূলের প্রাণপ্রিয় সাহাবী প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সুন্নাত। আল্লাহ্ তা'আলা একদা হযরত আদম আলায়হিস সালাম'র আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নূরে মুহাম্মদীকে তাঁর শাহাদাত আঙ্গুলির নখে হাজির করে দিয়েছিলেন। সেই নূর মুবারক দর্শনলাভে আদম আলায়হিস্ সালাম মহাব্বতের অতিশয্যে দু'আঙ্গুলি চুম্বন দিয়ে চোখের উপর লাগিয়ে নিয়েছিলেন। সুতরাং নবীজীর নাম মুবারক শুনে বা বলে কেউ যদি বর্তমানে এই আমলটুকু করেন, তাহলে একে নতুন কিছু বা বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করার কোন যুক্তি থাকতে পারেনা।

তাফসীরে জালালাঈন শরীফের ৩৫৭ পৃষ্ঠার ১৩ নম্বর টীকায় একটি হাদীস শরীফ সঙ্কলন করা হয়েছে- "একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র উপস্থিতিতে হযরত বেলাল রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আযান দিচ্ছিলেন। এমন সময় আযানে যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্' উচ্চারণ করা হল, সাথে সাথে সিদ্দীক্ব-ই আকবর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করে চোখে লাগালেন। আযান শেষ হওয়ার পর নবীজী ইরশাদ করলেন, "আবূ বকর যে কাজটি করল, কেউ যদি এ কাজ করে আমি কেয়ামতের ময়দানে তার জন্য সুপারিশ করব।" সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী!

'মাকাসেদে হাসানাহ' নামক কিতাবে রয়েছে- হযরত শামস মুহাম্মদ ইবনে সালেহ মাদানী থেকে বর্ণিত, তিনি ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে বলতে শুনেছেন, "যে ব্যক্তি আযানে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নাম মুবারক শুনে স্বীয় শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলি একত্রিত করে চুম্বন করে চোখে লাগাবে কখনো তার চক্ষু পীড়িত হবেনা।" তাফসীরে রূহুল বয়ান, ফতোয়ায়ে শামী, কানযুল ইবাদ, কূহেস্তানী, বাহরুর রায়েক প্রভৃতি কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। শতাব্দির মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ব্রেলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এ বিষয়ে প্রামাণ্য দলিলের ভিত্তিতে পুস্তক রচনা করেছেন। "মুনীরুল 'আইনাঈন ফী হুকমি তাক্বীলিল ইবহামাঈন"।

বর্তমানে বাতিল ফিরকা ওহাবী-মওদূদী তবলীগীরা এ বরকতপূর্ণ আমল পালন করাতো দূরের কথা, বরং অনেক ক্ষেত্রে এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকে। (নাউযু বিল্লাহ)

৪. ওসীলা

আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যার্জনের জন্য নবী-ওলীর ওসীলা প্রয়োজন হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং প্রতিপালকের প্রতি ওসীলা তালাশ কর। (সূরা মায়েদা, রুকূ-৬)

পবিত্র হাদীস শরীফের বহু বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ওসীলায় রহমত পাওয়া যায়। যেমন- মসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল কিতাবে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী চল্লিশজন আবদাল সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন

يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُوْا بِهِمْ عَلَى الْاَعْدَآءِ وَيُصْرَفُ عَنْ اَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ

অর্থাৎ: তাঁদের ওসিলায় বৃষ্টি বর্ষন করা হয় এবং তাঁদের মাধ্যমে শত্রুদের উপর বিজয়লাভে সাহায্য দেয়া হয়, আর তাঁদের (বরকত ও ওসিলা) দ্বারা শামবাসীদের থেকে আযাব দূরীভূত করা হয়।

-(মিশকাত, ২য় অধ্যায়, কিতাবুল ফিতন ফী যিকরিল ইয়ামান ওয়াশ শাম)

হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মুহাক্কিক আলিম সর্বজন সমাদৃত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'নুযহাতুল খাওয়াতির' কিতাবের ১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- হুজূর গাউসে আ'যম রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেছেন-

مَنِ اسْتَغَاثَ بِىْ فِىْ كُرْبَةٍ كُشِفَتْ وَمَنْ نَادَانِىْ بِاسْمِىْ فِىْ شِدَّةٍ فُرِجَتْ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِىْ اِلَى اللّٰهِ فِىْ حَاجَتِهٖ قُضِيَتْ

অর্থাৎ: যে কেউ বিপদ-আপদে আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তার দুঃখ লাঘব হবে এবং যে কেউ কঠিন মুহূর্তে আমার নাম নিয়ে আমাকে ডাক দিবে, তার কষ্ট দূরীভূত হবে, আর যে কেউ তার প্রয়োজনে আল্লাহর নিকট আমাকে ওসীলা বানাবে তার অভাব পূরণ হবে।

এভাবে আরো বহু অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, নবী-ওলীর ওসীলায় খোদার রহমত কামনা করা ইসলামের মৌলিক আক্বীদাসমূহের অন্যতম হলেও আমাদের দেশের ওহাবী, মওদূদী, তবলীগী তথা বাতিলপন্থীরা বিষয়টিকে সম্পূর্ণ

অস্বীকার করে। এমনকি ওসীলা মানাকে শিরক ফতোয়া দিয়ে মুসলিম মিল্লাতকে নবী-ওলী, হক্কানী পীর-মাশাইখ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালিয়ে থাকে।

৫. উরস-ফাতিহা

সুন্নী মুসলমানদের আরেক পরিচয় হল, এরা মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা তথা আউলিয়া-ই কেরামের উরস ও মৃতব্যক্তি আত্মীয়-স্বজন, মা-বাবার জন্য ঈসালে সাওয়াবের নিয়তে ফাতিহাখানী, কুলখানী, চাহারাম, চেহলাম, মৃতবার্ষিকী ইত্যাদি পুণ্যময় আমলে বিশ্বাসী এবং এসব আমল শরীয়ত সমর্থিত। কারণ ইসলামী শরীয়ত বিরোধী কোন কর্মকাণ্ড আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা ও আমল হতে পারেনা। বুযুর্গানে দ্বীনের মৃত্যুর দিবসে পবিত্র কোরআনখানী যিকর-আযকার মিলাদ মাহফিল, তাবাররুক পরিবেশন ইত্যাদির মাধ্যমে যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, মূলত তাকেই ওরস হিসেবে আমরা জানি ও চিনি। ওরস শব্দটা চয়ন করা হয়েছে পবিত্র হাদীস শরীফের ভাষ্য হতে। মিশকাত শরীফের اثبات عذاب القبر শীর্ষক অধ্যায়ে রয়েছে নবীজী ইরশাদ করেন- মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখার পর মুনকার-নাকীর ফেরেশতাদ্বয় পরীক্ষা নেয়ার পর যখন মৃতব্যক্তি যথাযথ ও সঠিক উত্তর প্রদান করে কৃতকার্য হয়, তখন তাকে ফেরেশতারা বলেন-

نَمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُوْسِ الَّتِىْ لَا يُوْقِظُهَا اِلَّا اَحَبُّ اَهْلِهَا اِلَيْهِ

অর্থাৎ তুমি ঘুমিয়ে পড়, ঐ দুলহানের মত, যাকে দুলহাই এসে কেবল জাগ্রত করবেন। ফেরেশতাদের ভাষায় সেদিনটি তার উরসের দিন।

বছরের নির্ধারিত দিন তারিখে বুযুর্গানে দ্বীনের ইন্তিকালের দিবসই অন্যান্য বান্দা এবং ভক্ত মুরীদরা উরস দিবস হিসেবে পালন করে থাকে।

হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর উহুদ যুদ্ধের শহীদদের কবরে যেতেন। [সূত্র: ফতোয়ায়ে শামী]

আউলিয়া-ই কেরামের উরস উপলক্ষে তাঁদের পবিত্র মাযার যিয়ারত করার বৈধতা উল্লিখিত হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত।

পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস ও ফিক্বহ্ শাস্ত্রবিদ হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'ফতোয়ায়ে আযীযিয়া'র ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

"অনেক লোক একত্রিত হয়ে খতমে কোরআনের আয়োজন করে খাদ্যদ্রব্য, শিরনী ফাতিহা দিয়ে সমবেত লোকদের মাঝে বিতরণ করার রীতি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ও খোলাফা-ই রাশিদীনের যুগে প্রচলিত ছিলনা। কিন্তু কেউ যদি বর্তমানেও করে তাতে কোন ক্ষতি নেই; বরং এতে জীবিতগণ মৃতদের দ্বারা লাভবান হয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী সুন্নী মুসলমানগণ মহা ধুমধামের সাথে শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে আল্লাহর ওলীদের উরস পালন করে থাকেন। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের বাতিল সম্প্রদায় ওহাবী, মওদূদী ও তবলীগীরা এর ঘোর বিরোধিতা করে। অথচ, তারা জানেনা, তাদের নেতা মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী ও মৌং আশরাফ আলী থানভীর পীর সাহেব হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজেরে মক্কী স্বীয় রচিত 'ফায়সালায়ে হাফত মাসআলা' পুস্তিকায় উরস জায়েয হওয়া সম্পর্কে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন-

"ফক্বীরের (আমার) নিয়ম এই যে, প্রতিবছর আমি আমার পীর-মুর্শিদের পবিত্র আত্মার প্রতি ঈসালে সাওয়াব করে থাকি। প্রথমে কোরআনখানী হয়, এরপর যদি সময় থাকে মীলাদ শরীফের আয়োজন করা হয় এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে খাবার পরিবেশন করা ও এর সাওয়াবও বখশিশ করা হয়।"

আর ফাতিহার নিয়মটি হল পবিত্র কোরআনের 'সূরা ফাতিহা' সূরা ইখলাস এবং কতিপয় সূরা তিলাওয়াত করে নবীজীর উপর কয়েকবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে মৃতব্যক্তির রূহে বখশিশ করা। দুররুল মুখতার কিতাবে একটি হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি এসেছে, "যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস পাঠ করে এর সাওয়াব মৃতব্যক্তিদের প্রতি বখশিশ করে দেয়, তা মৃতব্যক্তিদের প্রদান করা হবে। এভাবে ইসলামী আইনশাস্ত্রসমূহে এর বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। এ ধরনের অতীব বরকতময় ও ফজীলতপূর্ণ ইবাদতকেও আমাদের দেশের ওহাবীরা বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেছে। তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য কোন ফাতিহাখানী বা ঈসালে সাওয়াবের ব্যবস্থাও করেনা।

৬. ইক্বামতের সময় কখন দাঁড়াবেন

এ বিষয়ে সুন্নী মুসলমান এবং বাতিলদের মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জামা'আত সহকারে নামায পড়ার পূর্বক্ষণে যে ইক্বামত দেয়া হয়, তখন ইমাম বা মুআযযিন যদি বাতিল আক্বীদাপন্থী হয়, তাহলে উচ্চস্বরে বলে থাকে 'উঠে দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করুন।' মুসল্লীদেরকে রীতিমত দাঁড় করিয়ে তারপর ইক্বামত আরম্ভ করে। কিন্তু ইসলামী শরীয়তের আইনশাস্ত্রের আলোকে বাস্তবতা সম্পূর্ণ এর বিপরীত।

ফতোয়ায়ে আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার (ফতোয়ায়ে শামী)সহ সকল প্রসিদ্ধ ফিক্বহশাস্ত্রে রয়েছে- জামা'আতসহকারে নামায

পড়ার ক্ষেত্রে ইক্বামতদানকারী ব্যতীত বাকি ইমাম ও মুক্তাদীগণ সবাই দাঁড়াবেন حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়া আলাস সালাত) বলার সময়। এমনকি ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে আরো উল্লেখ আছে, ইক্বামতের সূচনালগ্নে কোন মুসল্লী মসজিদে প্রবেশ করলে সেও বসে পড়বে, আর 'হাইয়া আলাস সালাহ্' বলার সময় দাঁড়াবে। এর পূর্বে দাঁড়ানো মাকরূহ। এ ধরনের একটি প্রসিদ্ধ মাসআলা নিয়েও এদের বাড়াবাড়ি। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী ইমাম ও মুসল্লীরা এ বিষয়ে শরীয়তসম্মত পন্থায় ও উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী পালন করে থাকেন।

৭. নামাযের পর মুনাজাত

নামাযের পর আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে দু'আ-মুনাজাত করতেও এদের আপত্তি। বাংলাদেশে ওহাবী মতবাদ প্রচারের প্রাচীন কেন্দ্র চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসা থেকে ফতোয়া জারি করা হয়েছে- ফরজ নামাযের পর মুনাজাত করা নাজায়েয এবং বিদ'আত। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, তাদেরই আরেক প্রতিষ্ঠান পটিয়া মাদরাসা ওয়ালারা মুনাজাতের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করে হাটহাজারীর ফতোয়া খণ্ডন করেছে। মূলতঃ এ বিষয়টি নিয়ে ওহাবীরাও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়নি। মহান আল্লাহ্র দরবারে প্রশংসা এজন্যই যে, সুন্নী মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে এ বরকতময় আমল করে আসছেন আর এখনও করে যাচ্ছেন। আমাদের দলীল হল, পবিত্র কোরআনরে বাণী-

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ

অর্থাৎ: ''অতএব, যখন আপনি নামায থেকে অবসর হবেন তখন দু'আর মধ্যে (পরকালের) পরিশ্রম করুন (যেহেতু নামাযের পর দু'আ কবূল হয়)।''

এ আয়াতের তাফসীরে প্রসিদ্ধ সকল তাফসীর গ্রন্থে নামাযের পর দু'আর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া নবীজীর হাদীস শরীফ اَلدُّعَآءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ দু'আ হল ইবাদতের মগজ। নামাযের মত শ্রেষ্ঠ একটি ইবাদতের পর যদি দু'আ করা না হয়, তাহলে আর কখন করা হবে, তার উত্তরে বাতিলপন্থীরা কী বলবে আমাদের জানা নেই।

৮. জানাযার পর মুনাজাত

জানাযা যদিও বা একপ্রকার দু'আ মনে করা হয়, কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফের হাদীসে রয়েছে, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এটা নামায বলেছেন। এতে রুকূ-সাজদা না থাকলেও অন্যগুলো রয়েছে। যেমন- পবিত্রতা অর্জন করা, কেবলামুখী হওয়া, নিয়ত করা ইত্যাদি নামাযের মতই শর্ত। সুতরাং নামাযের পর যেহেতু মুনাজাত করা মুস্তাহাব, তদ্রূপ জানাযার পরও দু'আ মুনাজাত করা মুস্তাহাব ও ফজীলতপূর্ণ আমল বলে স্বীকৃত। হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত রয়েছে-

قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَآءَ

অর্থাৎ নবীজী ইরশাদ করেছেন, তোমরা যখন কোন মৃতব্যক্তির নামাযে জানাযা পড়বে, অতঃপর তার জন্য একাগ্রচিত্তে দু'আ কর।[মিশকাত শরীফ]

এ ছাড়া, মিরকাত, মবসুত, কানযুল উম্মাল, আশি''আতুল লুম'আত, ফাতহুল ক্বদীর, মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়াসহ বহু কিতাবে এর সপক্ষে দলীল পাওয়া যায় এবং আহলে সুন্নাতের অনুসারীরা এ আমলটি নিয়মিত পালন করলেও ওহাবী-মওদূদী, তাবলীগী, কাদিয়ানী ও আহলে হাদীসরা এর বিরোধিতা করে।

৯. কবর যিয়ারত

কবর যিয়ারত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সুন্নাত। নবীজী পবিত্র বরকতময় রাতসমূহে জান্নাতুল বক্বীতে গিয়ে কবর যিয়ারত করতেন মর্মে বহু বর্ণনা সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় এবং তিনি ইরশাদ করেছেন-

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ الا فَزُوْرُوْهَا لِاَنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

অর্থাৎ: ''আমি (একসময়) কবর যিয়ারতের ব্যাপারে তোমাদেরকে নিষেধ করতাম। আর এখন বলছি তোমরা কবর যিয়ারত কর, কেননা এটা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।''[মিশকাত] কবর যিয়ারতের দ্বারা মৃত্যুব্যক্তি ও জীবত ব্যক্তি উভয়পক্ষের উপকার হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাতিলপন্থীরা এমন পুণ্যময় আমলকে বিদ'আত ফতোয়া দিয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের কবর যিয়ারতের ব্যাপারে তো বটে, এমনকি সমগ্র কুল কা-ইনাতের সর্দার আমাদের প্রিয় আক্বা ও মাওলা সরকারে আলামীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র রওজা মুবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ যাওয়াকেও শিরক ও হারাম ফতোয়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনা। অথচ, পবিত্র কোরআন হাদীসের অনেক জায়গায় নবীজীর রওজা মুবারক যিয়ারতের ফজীলতের কথা সুস্পষ্ট এসেছে। ইরশাদ করেছেন-

مَنْ زَارَ قَبْرِىْ بَعْدَ مَمَاتِىْ فَكَاَنَّمَا زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ

অর্থাৎ নবীজী ইরশাদ করেন, ''আমার ইন্তিকালের পর যে আমার কবর শরীফ যিয়ারত করল, সে যেন আমাকে

জীবদ্দশায় যিয়ারত করল।''

উল্লেখ্য যে, কবর যিয়ারত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম আক্বীদা ও বরকতপূর্ণ আমল।

১০. পীর-মুর্শিদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করা

হক্কানী পীর-মুর্শিদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করা সুন্নাত। সাহাবীগণ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নবীজীর পবিত্র হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন; যার বর্ণনা কোরআন-হাদীসে রয়েছে। শরীয়তের সম্পূরক আরেকটি বিষয় হল, তরিকত। এ পবিত্র ধারা সরাসরি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পক্ষ হতে মাওলা আলী শেরে খোদা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মাধ্যমে আহলে বায়তের সিলসিলায় পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। আর আহলে বায়তের মহান ব্যক্তিগণ দয়া করে যাদেরকে খিলাফত দানে ধন্য করেছেন তারা যুগ যুগ ধরে তরিকতের জগতকে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ করে চলেছেন আর মানুষকে হিদায়াতের পর্যায়ে নিয়ে আসছেন এবং গোমরাহী থেকে রক্ষার মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ''আত্মশুদ্ধিই জাগতিক ও পারলৌকিক সফলতার চাবিকাঠি।'' এ দীক্ষাই হল ইলমে তাসাউওফের মূল প্রতিপাদ্য। সূফী-দরবেশরা অক্লান্ত পরিশ্রম আর সাধনা করে মহান আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করেন আর সাধারণ মানুষকে সে পথে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। এই ইলমে তাসাউওফের পক্ষে পবিত্র কোরআন-হাদীসে অনেক উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। শরীয়তসিদ্ধ এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মি.মওদূদী সাহেব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। ডায়বেটিস রোগীদের যেমন চিনি থেকে দূরে থাকতে হয়, সেভাবে তাসাউওফ থেকে মানুষকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়ে মওদূদী সাহেব নিজেকে ভ্রান্ত হিসেবে প্রমাণ করেছেন। নেতার কথা মত বর্তমান মওদূদী মতবাদীরা ওলী-দরবেশ, হক্কানী পীর-মাশাইখদের হাতে বাই'আত ও মুরীদ হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করে চলেছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলতে হয়, পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ, ইজমা-ক্বিয়াস এ চারটি মূলনীতির সমন্বয়ে ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত এবং যারা এ মূলনীতি চতুষ্টয়কে সামনে রেখে সঠিক পথে আমল করে যাচ্ছেন তারাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। বর্তমান বিশ্বে সেই আহলে সুন্নাতের অনুসারীরা এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। পাশাপাশি বাতিল মতাবলম্বীরা সুসংগঠিত হওয়ার কারণে বাহ্যিকভাবে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানকার বাতিলপন্থীরা লাগাতার কর্মসূচি আর সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় এগুতে এগুতে বর্তমানে প্রশাসন ও রাজক্ষমতার কিছু অংশও দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছে। এতে সুন্নী মুসলমানদের হতাশ হবার কোন কারণ নেই। সত্যিকার পরিসংখ্যানে দেখা যাবে, এরাই সংখ্যালঘু। আগেই বলা হয়েছে, এক সময় মু'তাযিলারা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দখল করে নিয়েছিল, কিন্তু আজ তারা কোথায়? এভাবে অনেক মতবাদের দাপট বিশ্বের মুসলমানরা প্রত্যক্ষ করেছেন, আবার দেখেছে তাদের শোচনীয় পতন। মহাসত্য কথা হল, আল্লাহর প্রিয় ওলী-আউলিয়া পীর-মাশাইখদের মাধ্যমেই ইসলাম এদেশে এসেছে। সুতরাং ওলীবিদ্বেষী বাতিলপন্থীদের সাময়িক উত্থানে ভেঙ্গে পড়ার কোন কারণ নেই। আউলিয়া-ই ইযামের আধ্যাত্মিক অভিযান যখন শুরু হবে, তখন বাতিলরা পালাবার জায়গাও পাবেনা।

সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া বোমা হামলার সাথে জড়িত জেএমবির ক্যাডাররা ওলী-আল্লাহদের মাযার বিরোধী। এরা বাতিলপন্থী ওহাবী-মওদূদী-তবলীগী, কাদিয়ান-আহলে হাদীসদের দোসর। এরা হযরত শাহ্ জালাল রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মাযারে, হযরত সৈয়্যদ গীসুদারাজ কেল্লা শহীদ রহমাতুল্লাহি আলায়হির পবিত্র মাযারে হামলা চালাবার দুঃসাহস দেখিয়েছে। কিন্তু এ দেশের মানুষ কী দেখল? আল্লাহর ওলীদের সাথে বেআদবী করার পর দেরি হয়নি বোমাবাজরা একের পর এক ধরা পড়ল। এক পর্যায়ে এদের সমগ্র নেটওয়ার্ক তছনছ হয়ে গেল। আল্লাহর ওলীর সাথে পৃথিরাজ আর গৌরগোবিন্দের মত প্রতাপশালীরা পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি। সেক্ষেত্রে এসব চুনোপুটি বাতিলরা কিভাবে পা বাড়ালো এ ভয়ঙ্কর পথে? নিশ্চয় আল্লাহর ওলীদের দুনিয়াতে ও আখিরাতে কোন ভয়-চিন্তা নেই ও আফসোস-আশঙ্কাও নেই।

বিস্তারিত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে যে, একটি দল যুগে যুগে মহান রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা-ই কেরাম এবং আউলিয়া-ই ইযামের অনুসৃত পথে-মতে নিজেদের সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করে যাচ্ছেন তার নামই হল 'আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আত', আর এ দলের বিপরীতে যারা আছেন তারা সবাই বাতিল ও গোমরাহ।

সত্য সমাগত আর মিথ্যা অপসৃত আর মিথ্যা তো অপসৃয়মান হবারই। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হকপথে পরিচালিত করুক; আমীন।

সরল-সঠিক পুণ্যপন্থা মোদের দাওগো বলি
চালাও সেপথে যেপথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি।

সম্পর্কের নতুন দিগন্তে ইরান ও সৌদি আরব

আবসার মাহফুজ

শেষ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের দুই দেশ সৌদি আরব এবং ইরানের মধ্যে দীর্ঘসময় ধরে বিরাজিত বৈরিতার অবসান হতে যাচ্ছে। সম্প্রতি ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে দ্বিপাক্ষিক সব দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেন। দুই নেতা নিজেদের স্বার্থে সকল ভুল বুঝাবুঝির অবসান এবং মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিরসনে একযোগে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। দুই নেতার আলোচনায় শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদী ইন্ধন, ইরাক, লেবানন ও ফিলিস্তিনের সংকট প্রাধান্য পায়। তারা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও শিয়া-সুন্নি বিরোধের অবসান, সংঘাত সৃষ্টিতে বিদেশী চক্রান্ত রুখে দেয়া, শিয়া-সুন্নির মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, বিশ্বের সকল মুসলিম দেশের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় একযোগে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

মধ্যপ্রাচ্যের সুন্নি প্রধান সৌদি আরব এবং শিয়া প্রধান ইরানের ওই ঐক্যবদ্ধ ঘোষণা মধ্যপ্রাচ্যসহ পুরো মুসলিম জাহানকে আশান্বিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী মুসলিম দুনিয়ার এই দুই প্রভাবশালী দেশের বৈরীতার অবসান এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত নিরসন ও উন্নয়ন- সমৃদ্ধিতে একযোগে কাজ করার ঘোষণায় নাখোশ হলেও পশ্চিমা চক্রান্তকারীদের এজেন্ট ইসরাইল ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের সব নেতা এবং জনগণ স্বাগত জানিয়েছেন বাদশাহ আবদুল্লাহ এবং প্রেসিডেন্টে মাহমুদ আহমাদিনেজাদের সুচিন্তিত উদ্যোগকে। বিশ্বের শান্তিবাদী জনগণ আশা করে মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী এই দুই নেতা শান্তি, ঐক্য, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য একযোগে কাজ করলে সেখানকার সব দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যদি সব চক্রান্তের মূলোৎপাটন করে সংঘাত বন্ধ করা যায় এবং সকলকে ঐক্যের সুতোয় গাঁথা যায় তাহলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যের চেহারা পাল্টে যাবে।

এই সহজ সত্যটি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো উপলব্ধি করে বলেই এতোদিন সুকৌশলে মধ্যপ্রাচ্যে চক্রান্তের বীজ বপন করে রেখেছিল। এখনো তাদের সেই চক্রান্ত শেষ হয়নি বরং নতুন কৌশল নিয়েছে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। জ্বলন্ত ইরাকই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মার্কিন চক্রান্তেই দীর্ঘদিন সৌদি-ইরান বৈরিতা অব্যাহত ছিলো। সৌদি আরবের সাথে ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি হয়েছিলো বছর কয়েক আগে পবিত্র হজ্বব্রত পালনের সময় পবিত্র ক্বাবা অঙ্গনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইরানি হাজিদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর। সে সময় বিক্ষোভকারীদের ওপর সৌদি নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলিতে শতাধিক হাজি প্রাণ হারান। এরপর থেকে সৌদি-ইরান সম্পর্কে অহি-নকুল অবস্থা বিরাজ করছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র কৌশলে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশকেও পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। গত শতকের শেষ দশকে ইরাকি প্রসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে কুয়েত দখলে প্ররোচিত করে যুক্তরাষ্ট্র। শুধু তাই নয়, ইরানে মার্কিন আজ্ঞাবহ সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে ইমাম খোমেনি দেশে ফিরে নতুন সরকার গঠন করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দাম হোসেনকে প্ররোচিত করেছিল ইরান আক্রমণে। এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ প্রায় দশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। যুদ্ধে মারা গেছে কয়েক লাখ নিরীহ মানুষ। ক্ষতি হয়েছে উভয়দেশের কয়েক লাখ কোটি টাকার সম্পদ।

সে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কয়েক হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছিল সাদ্দাম হোসেনের কাছে। এমনকি সাদ্দাম বাহিনীকে ইরানিদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক ও জীবানু অস্ত্র ব্যবহারের প্ররোচণাও দিয়েছিল। সাদ্দাম বাহিনী এসব অস্ত্র ব্যবহার করলে প্রাণ হারায় কয়েক হাজার ইরানি সৈন্য ও সাধারণ মানুষ। ইরাক- ইরান যুদ্ধের এই ধ্বংসলীলা দেখে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রচেষ্টায় ওআইসি যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নেয় কিন্তু ততোদিনে ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এই যুদ্ধে সৌদি আরব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্যাদ্দামকে সমর্থন করেছিলো। যার কারণে সৌদি আরবের সাথে ইরানের সম্পর্কে বৈরিতা চলে আসে। সিরিয়া, লিবানন, জর্দানসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংঘাত ছড়িয়ে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইসরাইল-প্রীতির কারণে ফিলিস্তিনিরা আজো স্বদেশে পরবাসী হয়ে নির্যাতন-নিপীড়ন, গণহত্যা, শোষণ এবং বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রনেতারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ন্যাক্কারজনক ভূমিকার যে আন্তরিক সমর্থন করে, তা নয়। এসব নেতার কোন গণতান্ত্রিক ভিত্তি না থাকায় অনেকটা গদি বাঁচানোর তাগিদেই মার্কিন ভূমিকার কোন প্রতিবাদ করেনি এতোদিন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। ইরাকি গেরিলাদের

হাতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন দখলদার বাহিনীর নাস্তানাবুদ অবস্থা, লেবাননে হিজবুল্লাহ গেরিলাদের হাতে ইসরাইলের প্রশিক্ষিত বাহিনীর নাকানিচুবানি খাওয়া, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সিরিয়া এবং ইরানের অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ব্যাপক শক্তি অর্জন এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্রনেতারা বৈরিতার পরিবর্তে বন্ধুত্ব ও ঐক্যের তাগিদ অনুভ করছে। তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতোদিন তাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি ও শত্রুতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে ফায়দা লুটেছে।

আর স্বার্থ উসুল করে শেষে ছুঁড়ে মেরেছে। সাবেক ইরাকি প্রেসিডেন্টে সাদ্দাম হোসেনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই, এখন নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে, মধ্যপ্রাচ্যের উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞান চর্চা এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশের স্বার্থে নিজেদের মধ্যকার সকল বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দিতে হবে সকল সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত। এই বাস্তবতার আলোকেই ইরান এবং সৌদি আরবের মধ্যে সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

মুসলিম জাহানের ১৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী শিয়ার উপর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে, তেমনি সৌদি আরবেরও প্রভাব রয়েছে সুন্নি জনগোষ্ঠীর ওপর। এই দুই দেশ উদ্যোগী হলে শিয়া-সুন্নি সম্পর্কে বৈরিতার অবসান হয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে, তেমনি মধ্যপ্রাচ্যসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধন এবং বিভেদের কবর রচনা করে ঐক্যের বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করতে ভূমিকা রাখতে পারবে। শিয়া-সুন্নি বিরোধসহ সকল রাজনৈতিক বিরোধ মীমাংসার ওপর বহুলাংশে নির্ভর করছে মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ্য। একই সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের ভাগ্যও। আমরা মুসলিম দুনিয়ার নেতাদের মধ্যে আর কোন বিভাজন চাই না। চাই ঐক্য ও সংহতির দৃঢ় বন্ধন এবং উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথ সন্ধান।

M/S. SAGIR & BROTHERS

মেসার্স ছগির এন্ড ব্রাদার্স

GENERAL MERCHANT & COMMISSION AGENT

38, Asadgonj, Chittagong, Bangladesh

Phone: 611498, 614054, (Res) 624103, Mobile: 01819-313722

PROPRIETOR:

MOHAMMED SAGIR

হযরত বড়পীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও ইসলামের বিকাশে তাঁর কালজয়ী অবদান

ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে জাহির করার জন্য কোন কারামাত দেখাননি। তাঁর অনিচ্ছায় খোদার কুদরত প্রকাশের জন্য, মানুষের হিদায়ত ও কল্যাণের জন্য তাঁর অসংখ্য কারামাত বিভিন্ন সময় ও ঘটনার প্রেক্ষাপটে স্থান, কাল, পাত্রভেদে তাঁর ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে ওফাত পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। দূরে অবস্থিত ওলীকে নিকটে হাজির, রান্না করা মুরগি জীবিত হওয়া, বৃষ্টি বন্ধ হওয়া, ইসলাম গ্রহণ, ওয়াযের মজলিসে আল্লাহর প্রিয় রসূলের সাহাবা-ই কেরামের উপস্থিতি, খড়ম নিক্ষেপে দস্যু সংহার, জলচর প্রাণীদেরকে দীক্ষাদান, সাধারণ মুসলমান ওলী-দরবেশ হওয়া, একটি পাখির মৃত্যু হওয়ার পর জীবন্ত করা, জনৈক হিন্দুর সংহার, জনৈক কুষ্ঠরোগীর রোগমুক্তি, পাদ্রীসহ তেরজন খ্রিস্টানের ইসলাম গ্রহণ, ইবলিসকে প্রহার, জিনজাতির উপর আধিপত্য, মৃতব্যক্তির জীবন লাভ, বৃক্ষ থেকে আলো প্রাপ্তি, একজন আবদালের দীর্ঘায়ূ লাভ, একটি দৈত্যের শাস্তি, ভূনা ডিম থেকে বাচ্চা নির্গত হওয়া, হিংসুক দরবেশের অপমৃত্যু, শায়খ আলীর পুত্রসন্তান লাভ, তাক্বদীর পরিবর্তন, একজন চোর কুত্ব্ হওয়া, একশ' অহঙ্কারী আলেমের শাস্তি, সাতটি মৃত সন্তান পুনর্জীবিত হওয়া, শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ, আদবের পুরস্কার ও বেআদবের শাস্তি, জনৈক অহঙ্কারী যুবকের দুর্দশা, একখানা আশ্চর্য কেতাব, একটি বালকের রোগ থেকে আরোগ্য লাভ, সৈয়দ মখদূমের কামালিয়াত বিনষ্ট, বাগদাদের খলীফার বেহেশতী ফল ভক্ষণ, মুনকির-নাকীরের বিপদ ও বাগদাদ শরীফে যে কোন মুসলমানের কবরে মুনকির-নাকীরের সাওয়াল-জাওয়াব চিরকালের জন্য মাফ হওয়া, চারশ' ইহুদীর ইসলাম গ্রহণ, ভৃত্য কর্তৃক সর্প হত্যা, বাগদাদ থেকে কলেরা বিলোপ, সর্পরূপী জিনের ইসলাম গ্রহণ, জনৈকা মহিলার সতীত্ব রক্ষা, পীর সানওয়ানের দুর্দশা, জনৈক ভণ্ড দরবেশের শাস্তি, নজদের বাদশাহর শাস্তি, মৃত বৃক্ষে ফল ধরা, খাদ্যদ্রব্যে আশ্চর্য বরকত, নবাব যকরিয়া খানের শাস্তি, দু'টি পাখির আনুগত্য প্রকাশ, বার বছর পর যাত্রীসহ নিমজ্জিত নৌকা উদ্ধার, প্রত্যেক ওলীর কাঁধে বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কদম, একটি ইঁদুরের শাস্তি, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতিশ্রুতি, তিনশ' লোকের জীবন রক্ষা, ইমাম আজমের সাথে সাক্ষাৎ, বেহালা বাদকের সদ্গতি, জনৈকা বৃদ্ধার মেহমানদারী, ইবলিসের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়া, বেআদবীর প্রতিফল, একখানা অলৌকিক লাঠি, খাজায়ে খাজেগান গরীবে নাওয়ায খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহি আলায়হির সামা মাহফিলে উপস্থিতি, জনৈক কাউওয়ালী গায়কের পরিণাম, পানির উপর দিয়ে ভ্রমণ, কতিপয় কবুতরের উপদেশ, সোনার মোহর থেকে রক্ত নির্গত হওয়া, টাইগ্রিস নদীর আনুগত্য, বিনাযুদ্ধে জয়লাভ ইত্যাদি কারামাত তাঁর মহান আধ্যাত্মিক ক্ষমতার পরিচায়ক। এ প্রসঙ্গে হযরত গাউসে আযম রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কয়েকটি বহুল অলৌকিক কারামত আমাদের সকলের হিদায়তের জন্য একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করার প্রয়াস পেলাম:

রান্না করা মুরগীর পুনঃর্জীবন লাভ

হযরত ইমাম আফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন, বাগদাদের একজন বৃদ্ধা হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র অত্যন্ত ভক্ত ছিল। তার একটি মাত্র ছেলে ছিল। তার ইচ্ছা হল, তার ছেলেটিকে হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিকটে রেখে জাহের-বাতেনী ইলম শিক্ষাদান করাবে। এ উদ্দেশ্যে সে ছেলেটিকে সাথে নিয়ে হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট এসে বলল, হুজূর! এ ছেলেটিকে আপনার হাতে সোপর্দ করলাম। দয়া করে আপনি একে আপনার কাছে রেখে শরীয়ত ও মা'রিফাত বিদ্যা শিক্ষা দান করবেন। হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বৃদ্ধার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। বৃদ্ধা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে চলে গেল। সে মাসে মাসে এসে নিজের ছেলেকে দেখে যেতে লাগল। ছেলেটি হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র খেদমতে থেকে লেখাপড়া, আদব-কায়েদা, চরিত্র গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করতে লাগল। শুধু তাই নয়, ছেলেটির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কঠোর রিয়াজত সাধনাকে আত্মস্থ করার জন্য হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছেলেটিকে তালীম দিতে লাগলেন। ক্ষুধার কষ্ট ও রাত্রিজাগরণ ইত্যাদির ফলে ছেলেটি অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষীণকায় হয়ে গেল। একদিন বৃদ্ধা ছেলেকে দেখতে এসে তার এরূপ অবস্থা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হল। ছেলেটা তখন শক্ত শুকনো রুটি খাচ্ছিল। আর হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু

আনহু তাজা রুটি দিয়ে ভুনা মুরগি খাচ্ছিলেন। ওই বৃদ্ধাটি হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলল, হুজুর! আমার ছেলেতো একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গেছে। আপনি নিজে মুরগির গোশত দিয়ে রুটি খাচ্ছেন, আর আমার ছেলেটিকে খাওয়াচ্ছেন শক্ত শুকনো রুটি; এটা কেমন আচরণ। এতে হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু একটুও রাগ করলেননা, বরং খানিক্ষণ চুপ থেকে বৃদ্ধাকে বললেন, "তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না? ফকিরী-দরবেশী হাসিল করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সুখ-স্বচ্ছন্দ ও আরামে থেকে কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে তোমার ছেলে কীভাবে ইলমে মা'রিফাত অর্জন করবে? নরম বিছানায় শুয়ে ও উৎকৃষ্ট আহার করে যদি কেউ দরবেশী হাসিল করতে পারত, তবে আল্লাহর প্রিয়রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমগ্র আরব ও সিরিয়ার বাদশাহ্ হয়েও অনাহারে পেটে পাথর বাঁধতেন না এবং খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শয়ন করতেননা। হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলখের বাদশাহী পরিত্যাগ করে বনজঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করতেননা। এসব বলতে বলতে তাঁর আহার গ্রহণ শেষ হল, তিনি মুরগীর হাঁড়গুলো একত্রিত করে বললেন 'কুম বিইযনিল্লাহ্' (আল্লাহর আদেশে উঠ)। সাথে সাথে মুরগীটি জীবিত হয়ে ডাক দিতে শুরু করল। তখন হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বৃদ্ধাকে বললেন, "তোমার ছেলে যেদিন এরূপ ক্ষমতা অর্জন করবে, সেদিন সেও মুরগীর গোশত দিয়ে রুটি খেতে পারবে।" হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কথা শুনে বৃদ্ধা খুশী হয়ে চলে গেল।

বাগদাদের কবরবাসীর সাওয়াল-জাওয়াব মাফ

হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ওফাতপ্রাপ্তির পর দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য সূফী দরবেশ এসে তাঁর মাযার শরীফ যিয়ারত করে অসীম সাওয়াব ও ফয়জ লাভ করে থাকেন। হযরত আবূ মুহাম্মদ বুস্তামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, খোরাসানের একজন শ্রেষ্ঠ ওলী হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মাযার যিয়ারত করে গভীর রাত পর্যন্ত মাযার শরীফের পাশে বসে আল্লাহর যিক্‌র-আযকার করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় তিনি হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর! কবরে মুনকার-নকীরের হাত থেকে আপনি কিভাবে রক্ষা পেলেন? হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন আপনার প্রশ্নটা ঠিক হলনা। আপনার প্রশ্ন করা উচিৎ ছিল যে মুনকার-নাকীর ফেরেশতাদ্বয় আপনার হাত থেকে কিভাবে নিষ্কৃতি পেলেন? ওই দরবেশ লজ্জিত হয়ে বললেন, তাহলে দয়া করে বলুন মুনকার-নকীর কিরূপে আপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করলেন? হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ভাই! মৃত ব্যক্তির জন্য সাওয়াল জাওয়াবের সময়টা বড়ই কঠিন। দুনিয়ায় অবস্থানকালে তার ধনবল জনবল বুদ্ধিবল ইত্যাদি অনেক কিছুই থাকে এবং দুনিয়ার বিপদকালে তাদ্বারা সে উপকৃত হয়। কিন্তু কবরে গমন করার পর তাকে বিপদে একবিন্দু সাহায্য করার মত কিছু থাকেনা। থাকে শুধু আমল। অধিকন্তু মুনকার-নাকীরের ভীষণ চেহারা দর্শন করে তারা আরও ভিত এবং হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তখন তাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার উপরই নির্ভর করে তাদের কবরে আজাব হবে কি না। আমাকে কবরে দাফন করার পর মুনকার-নকীর ভীষণ তর্জন-গর্জন করতে করতে কবরে প্রবেশ করে আমাকে প্রশ্ন করল, তোমার রব কে? তোমার নবী কে? এবং তোমার দ্বীন কি? আমি তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তাদেরকে পাল্টা প্রশ্ন করে বললাম, "তোমরা কি মুসলমান, না অমুসলমান?" তারা উত্তর দিল, আমরা নিশ্চয় মুসলমান। আমি বললাম, "তোমাদেরকে তো মুসলমান বলে মনে হয়না? কারণ মুসলমানেরা তো সালাম করবে, তারপর হাত মুসাফাহা করবে, কুশলাদি জিজ্ঞেস করে, অতঃপর অন্যান্য প্রশ্ন করবে। তোমরা এ রীতি অনুসরণ করনি। তোমাদেরকে কী করে মুসলমান বলি? আমার কথায় তারা ভীষণ লজ্জা পেল এবং অপ্রস্তুত হয়ে আমার নিকট তাদের ভুল স্বীকার করে সালাম জানাল। আমি সালামের উত্তর দিলে তারা উভয়ে মুসাফাহা করার জন্য আমার নিকট হাত বাড়াল। আমি তাদের উভয়ের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললাম, "আগে তোমরা আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর তোমাদের প্রশ্নের উত্তর শুনে যাও। আমার প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের হাত ছেড়ে দেব না।" তারা প্রথমে জোর পূর্বক আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুক্ত হতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে সক্ষম না হয়ে বলল, "বেশ! বলুন, আপনি আমাদের নিকট কী জানতে চান?" আমি বললাম, "আল্লাহ্ তা'আলা যখন মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন তোমরা আল্লাহকে মানবজাতি সৃষ্টি করতে নিষেধ করে বলেছিলে যে, মানবজাতি দ্বারা আপনার ইবাদত-বন্দেগী কিছুই হবেনা; বরং তারা মারামারি, খুনোখুনি, বিবাদ-বিসম্বাদ ইত্যাদি করে অশান্তি সৃষ্টি করবে। অতএব মানুষ সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই। তোমাদের এ কথায় দুটো অপরাধ হয়েছেঃ ১. তোমরা আলিমুল গায়ব ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছ ও তাঁকে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করেছ।

তিনিতো তোমাদের মতামত ও উপদেশ চাননি। তিনি শুধু তাঁর ইচ্ছাটা তোমাদেরকে জানিয়েছিলেন। ২. মানবজাতি দ্বারা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী হবে কিনা তা তোমরা আগেভাগে মানবজাতি সৃষ্টির পূর্বে কী করে জানলে? মানবজাতি সৃষ্টি হওয়ার আগে এমন কী অন্যায় করেছিল যে তাদের সাথে শত্রুতা করে তোমরা মানবজাতি সৃষ্টি না করতে আল্লাহ্কে বলেছ? আমার এ প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত তোমাদের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া তো দূরের কথা, আমার হাত থেকেও মুক্তি পাবেনা।" আমার প্রশ্ন শুনে ফিরিশতারা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারা কী উত্তর দেবে, ভেবে পেলনা। অতঃপর তারা অনেক চিন্তার পরে উত্তর করল, আমরা কথাটা বলেছিলাম সত্য, কিন্তু তা আমরা কেবল দু'জনে বলিনি; সকল ফিরিশতা একত্রে বলেছিলাম। এখন আমরা দু'জনে কিভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেব? আপনি আমাদেরকে ছেড়ে দিন। আমরা অন্য ফিরিশতাদের সাথে আলাপ করে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাব। আমি বললাম, না, তোমাদেরকে ছেড়ে দিলে আর তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবেনা। যদি সত্যিই সকলের সাথে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও যুক্তি-পরামর্শ করতে চাও, তবে তোমাদের একজনকে আমি মুক্তি দিতে পারি। কিন্তু অপর একজনকে আমার নিকট আবদ্ধ থাকতে হবে। আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে তাকে মুক্তি দেব। ফিরিশতাদ্বয় উপায়ান্তর না দেখে আমার প্রস্তাবে সম্মত হল। আমি তাদের একজনকে ছেড়ে দিলাম এবং অপরজনকে ধরে রাখলাম। মুনকার ফিরিশতা আমার হাত থেকে মুক্তি লাভ করে আসমানে গিয়ে অন্য ফিরিশতাদেরকে ডেকে তাদের বিপদের কথা জানাল এবং আমার প্রশ্নের কি উত্তর দেয়া যায় তা সকলকে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু ফিরিশতাগণ সকলে মিলে চিন্তা করেও এর কোন সদুত্তর খুঁজে পেলনা। অবশেষে ফিরিশতাগণ সকলে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। আল্লাহ বললেন, হে ফিরিশতাগণ! আমার দোস্ত বড়পীর ঠিকই বলেছে। সত্যি তোমরা তাঁর নিকট অপরাধী। অতএব তোমাদের সকলের পক্ষ থেকে একজন তাঁর নিকট গিয়ে অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহর নির্দেশে মুনকার ফিরিশতা ফিরে এসে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল। কিন্তু আমি তাদেরকে এত সহজে ক্ষমা করতে রাজি হলাম না। তখন আল্লাহ আমাকে জানালেন, হে বড়পীর! ওরা না বুঝে এক সময়ে হঠাৎ অপরাধ করে ফেলেছিল, তা তুমি ক্ষমা করে দাও। তখন আমি বললাম, ইয়া আল্লাহ্! মুনকার-নাকীর ফিরিশতারা যদি আমাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা বাগদাদের কোন কবরে ও আমার মুরীদ এবং খলীফাগণের মুরীদ ও মুরীদগণের মুরীদদের কবরে কখনো সাওয়াল-জাওয়াব করতে যাবেনা, তবেই আমি তাদেরকে ক্ষমা করব। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আমার দোস্ত! তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হল। বাগদাদের সকল মুসলমানের কবরে এবং তোমার সিলসিলার অনুসারী সকল মুরীদের কবরে মুনকার-নাকীর সাওয়াল-জাওয়াব করতে যাবেনা। অতঃপর আমি ফিরিশতাদ্বয়কে মুক্ত করে দিলাম। তারা পুনরায় আমার নিকট তাদের সাওয়াল-জাওয়াব চাইতে সাহস না পেয়ে দ্রুত প্রস্থান করল।

শায়খ আলীর পুত্রসন্তান লাভ

আবর দেশের কোন এক গ্রামে আলী ইবনে মুহাম্মদ নামে একজন ধনাঢ্য লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁর কোন সন্তান ছিলনা। সে কারণে তিনি অতীব মনোকষ্টে কালাতিপাত করছিলেন। বহু তাবিজ-তুমার করেও কোন ফল হলনা। লোকজনের উপদেশে তিনি জঙ্গলে বসবাসরত এক দরবেশের কাছে সন্তানের প্রত্যাশায় দু'আ চাইতে গেলেন। দরবেশ বললেন, তার কপালে সন্তান নেই। সুতরাং এ ইচ্ছা পূরণ হবার নয়। তিনি অনেকটা হতাশ হয়ে পড়লেন। অগত্যা বাগদাদ শরীফে আসলেন এবং হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সামনে লুটিয়ে পড়ে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে কাঁদতে নিষেধ করলেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তোমার তাক্বদীরে সন্তান নেই বটে, তবে আল্লাহ চাইলে তোমার আশা পূরণ করতে পারেন। আমি আমার একটি সন্তান তোমাকে দান করলাম। আমার ওই সন্তানটি তোমারই ঔরসে এবং তোমার স্ত্রীর গর্ভে জন্ম লাভ করবে। তোমার ঐ পুত্রের নাম রাখবে 'মুহিউদ্দীন'। কালে তোমার ঐ পুত্র একজন মস্তবড় ওলী ও মা'রিফাতের সাধক হবেন। এ বলে তিনি শায়খ আলীর পিঠের সাথে হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পিঠ মুবারক ঘর্ষণ করে শায়খ আলীকে বিদায় দিলেন।

সুবহানাল্লাহ! কিছুদিন পরই শায়খ আলীর স্ত্রী গর্ভবতী হলেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর একটি পরম সুন্দর পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নির্দেশ অনুযায়ী শায়খ আলী সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সাতদিন পর আক্বীক্বাহ্ করলেন এবং ছেলেটির নাম রাখলেন 'মুহিউদ্দীন'। অতঃপর পুত্রকে নিয়ে শায়খ আলী হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে উপস্থিত হলেন। বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু শিশুটিকে কোলে নিয়ে দু'আ করে শায়খ আলীকে বিদায় করলেন। বলাবাহুল্য

এ শিশুটিই পরবর্তীতে হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি প্রখ্যাত ওলী ছিলেন এবং ইলমে মা'রিফাতের বিখ্যাত সাধক ছিলেন। তিনি ইলমে তাসাউওফের উপর বহু গ্রন্থ লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে 'ফুতূহাতে মক্কিয়্যাহ্' এবং 'ফুসূসুল হেকম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বরযাত্রীসহ বার বৎসর পর নিমজ্জিত জাহাজ উদ্ধার

একদিন হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু দজলা নদীর তীরে হাঁটার সময় দেখতে পেলেন নদীর ঘাটে কতগুলো স্ত্রীলোক কলসী ভরে পানি উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর জনৈকা বৃদ্ধা রমনী নদীর তীরে তাকিয়ে অত্যন্ত করুণ স্বরে কাঁদছে। বৃদ্ধার ক্রন্দন শুনে হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু দারুণ মর্মাহত হলেন। তিনি বৃদ্ধার কাছে এসে তাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বৃদ্ধাটি আরো উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল। তখন হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিকটস্থ একজন লোককে বৃদ্ধার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বলল, হুজূর! তার একটিমাত্র ছেলে ছিল। নদীর অপর পারের একটা গ্রামে ছেলেটার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়। একখানা বড় নৌকাযোগে অনেক বরযাত্রীসহ ছেলেটি বিয়ে করতে যায়। বিয়ে শেষে নববধুসহ বরযাত্রী ফিরে আসার সময় ভয়ানক ঝড় আরম্ভ হয় এবং সে ঝড়ে বৃদ্ধার পুত্র, পুত্রবধু ও বরযাত্রীসহ নৌকাখানা এ নদীতে ডুবে যায় এবং সবারই সলিল সমাধি হয়। সেদিন থেকে আজ বার বৎসর যাবৎ বৃদ্ধাটি প্রত্যহ নদীর ধারে বসে নদীর দিকে তাকিয়ে এভাবে ক্রন্দন করে আসছে। কেউ তাকে সান্ত্বনা দিতে গেলে সে আরো জোরে কাঁদতে থাকে।

মর্মান্তিক ঘটনার কথা শুনে হযরত গাউসে আ'যম দস্তগীর মাহবূবে সুবহানীর কোমলহৃদয় গলে গেল। তিনি লোকটিকে বললেন, তুমি গিয়ে বৃদ্ধাকে বল, সে যেন আর না কাঁদে। ইনশা-আল্লাহ্ তার সকল দুঃখের অবসান হবে, সে তার পুত্র, পুত্রবধু ও বরযাত্রীসহ সকলকেই জীবিত অবস্থায় ফেরত পাবে। তাকে এ খবর জানিয়ে আস। লোকটি গিয়ে বৃদ্ধাকে হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সকল কথা জানাল। কিন্তু বৃদ্ধা তাতে কর্ণপাত না করে আরো জোরে কাঁদতে লাগল। এবার গাউসে পাক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আপন খাদেমকে বৃদ্ধার কাছে পাঠালেন। খাদেম গিয়ে বৃদ্ধাকে বললেন, মা! তোমার কপাল ভাল। তোমার প্রতি শাহানশাহে বাগদাদ বড়পীর গাউসে আযম'র সুনজর পড়েছে। তাঁর দো'আর বরকতে তুমি তোমার হারানো পুত্রসহ সকলকেই ফিরে পাবে ইনশা-আল্লাহ। তুমি শান্ত হও।

হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র অসংখ্য কারামাতের কথা সে ইতোপূর্বে অনেক শুনেছে। তাই সে মনে মনে একটু আশান্বিত হয়ে চুপ করে থাকল। হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নদীর পারেই দু'রাক'আত নামায পড়লেন এবং আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে বৃদ্ধার পুত্র, পুত্রবধু ও সকল বরযাত্রীকে পুনরুজ্জীবিত করে দেয়ার জন্য প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু প্রার্থনা মঞ্জুর হবার কোন লক্ষণ দেখলেন না। তখন মাথার পাগড়ি খুলে ফেলে মাটিতে সাজদায় পড়ে প্রার্থনা করলেন, হে মহান পরওয়ারদিগারে আলম! অধমের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে তোমার এত বিলম্ব কেন? তোমার নাম রহমানুর রহীম, তোমার দয়া থেকে তো কেউই বঞ্চিত হয়না। তবে আমি বঞ্চিত হচ্ছি কেন? এবার আল্লাহর তরফ থেকে উত্তর আসল, হে আমার প্রিয়! বার বৎসর পূর্বে যে নৌকা নদীতে ডুবে তার আরোহীগণ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, এখন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করে দেয়া কি এতই সাধারণ ব্যাপারে যে তুমি চাওয়া মাত্র তা ঘটে যাবে? হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু পুনরায় প্রার্থনা জানালেন, হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ! মানুষের দৃষ্টিতে কাজটি অসাধারণ হলেও আপনার কাছে তো এটা অতি সামান্য ও সাধারণ। যিনি 'হও' বললে হয়ে যায়, তার পক্ষে কি বার বৎসর পূর্বে নিমজ্জিত নৌকা পুনরায় উঠিয়ে দেয়া কখনো অসম্ভব হতে পারে? হে রব্বুল আলামীন! আপনি যদি আমাকে সত্যই বন্ধুরূপে গ্রহণ করে থাকেন, তবে আমার এ প্রার্থনা কবূল করুন। আমি বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিয়েছি যে, তার পুত্রকে সে ফিরে পাবে। কিন্তু সে যদি তার পুত্রকে সত্যিই ফিরে না পায়, তবে আমি আর তাকে মুখ দেখাব না, আমার জীবন এভাবে শেষ হয়ে গেলেও আমি সাজদা হতে মাথা তুলব না। এবার আল্লাহ্ বললেন, হে আমার প্রিয় আবদুল কাদের! সাজদা থেকে উঠ। পেছনে তাকিয়ে দেখ, তোমার পালনকর্তা তাঁর মাহবূবের আবদার রক্ষার জন্য কী না করতে পারে? আল্লাহ্র এ বাণী শুনে, তিনি সাজদা থেকে মাথা তুলে দেখলেন, সুন্দর সুসজ্জিত একখানা বিরাট নৌকা বর-কনে ও বরযাত্রীতে পূর্ণ। পেছনে মাঝি নৌকার হাল ধরে বসে আছে, মাল্লাগণ নৌকার দাঁড় টানছে আর নৌকার আরোহীগণ নানারূপ গল্প-গুজব ও হাসি-কৌতুকে লিপ্ত আছে। নৌকাখানা হেলে-দুলে ক্রমেই তীরের দিকে আসছে। কে বলবে- বার বৎসর পূর্বে এ বরকনের বিয়ে হয়েছিল? কে বলবে বার বৎসর পূর্বে এ নৌকাখানিই নদীগর্ভে

ডুবে বিলীন হয়ে গিয়েছিল? দেখেতো মনে হচ্ছে, এ মাত্র বিয়েপর্ব সম্পন্ন করে নববিবাহিত বর-কনেকে নিয়ে বরযাত্রীগণ আনন্দ-ফূর্তি করতে করতে আসছে। দেখতে দেখতে নৌকাখানা যাত্রীসহ ঘাটে এসে ভিড়ল। একে একে সকলেই নৌকা থেকে নামল। বৃদ্ধা ছুটে গিয়ে তার হারানো পুত্রকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। মুহূর্তের মধ্যে এ আশ্চর্যজনক ও অবিশ্বাস্য সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। হাজার হাজার লোক ছুটে আসল এ সংবাদ শুনে। সকলেই দেখল, ব্যাপারটি অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য হলেও এটা দিবালোকের মতই সত্য। হাজার হাজার লোক একদিকে আল্লাহর অপার মহিমা ও অপরদিকে হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আশ্চর্য বেলায়তী শক্তির প্রশংসা করতে লাগল। বৃদ্ধা তার হারানো মানিক ফিরে পেয়ে আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ-শুক্‌রিয়া আদায় করল এবং হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কদমবুচি করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বৃদ্ধার ছেলেটির নাম ছিল কাবীরুদ্দীন প্রকাশ শাহ্ দুঁলহা। এ ঘটনার কিছুদিন পর বৃদ্ধা মারা যান। তখন শাহ্ দুলহা তার স্ত্রীকে নিয়ে হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র খেদমতে যান এবং হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খাদেম হিসেবে বাগদাদ শরীফে অবস্থান করতে থাকেন। একদিন রাতে হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য ওযূ করতে গেলে শাহ্ দৌলাহ্ স্বেচ্ছায় আগ্রহসহকারে তাঁকে ওযূর পানি ঢেলে দিতে থাকেন। হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন তাঁর পা মুবারক ধুচ্ছিলেন, তখন পা মুবারক থেকে গড়িয়ে পড়া বরকতপূর্ণ পানি পরম আগ্রহ ও ভক্তিভরে পান করলেন। শাহ্ দুলহার এরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখে গাউসে পাক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর জন্য দো'আ করলেন। এ দো'আর বরকতে শাহ্ দুলাহ ৬০০ বছর বেঁচে ছিলেন। হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের পর এ শাহ্ দুলহা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে ১০৬১ হিজরিতে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের গুজরাটে ইন্তিকাল করেন; সেখানে তাঁর মাযার এখনো কালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। 'হাক্বীক্বতে যিন্দেগী' নামক কিতাবে আল্লামা শামসুল হক দেওবন্দী আফগানী এ ঘটনার সত্যায়ন করেছেন। এ ছাড়াও আরো অনেক প্রমাণসমৃদ্ধ গ্রহণযোগ্য কিতাবেও এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। [তাফসীরে নাঈমী ও নূরুল ইরফান; হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী]

হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারবর্গ

হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জননী ইন্তিকাল করার পর তিনি বাগদাদ ছেড়ে তাঁর জন্মভূমি জিলানে স্থায়ীভাবে চলে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা সেরূপ ছিলনা। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বাগদাদকেই হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কর্মক্ষেত্র হিসেবে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। তিনি জিলানে চলে যাবেন একথা শুনে তাঁর অগণিত ভক্ত-অনুরক্ত তাঁকে বাগদাদ ত্যাগ না করতে অনুরোধ জানাল। অবশেষে হিজরি ৫২১ হিজরিতে তিনি বাগদাদে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করে তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলেন। ৫১ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি বিয়ে করার কথা চিন্তা করার ফুরসুতও পাননি। অতঃপর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র স্বপ্নাদেশে সুন্নাত পালনের উদ্দেশ্যে একাধিক্রমে চারজন ভাগ্যবতী রমণীকে বিয়ে করেন। এঁদের প্রত্যেকেই বিদূষী অশেষ গুণবতী, পরমা ধার্মিক, পতিব্রতা ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তাঁর চার স্ত্রীর ঘরে সর্বমোট ৪৯ জন ছেলে-মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ২৭জন ছেলে এবং ২২ জন মেয়ে। পঞ্চাশতম ছেলে সন্তানকে তিনি রূহানীভাবে নিঃসন্তান শায়খ আলী নামক এক আরববাসীকে দান করে দেন, যে সন্তানটি শায়খ আলীর ঔরসে ভূমিষ্ঠ হবার পর হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুই নাম রেখেছিলেন 'মুহিউদ্দীন'। বলাবাহুল্য, এ 'মুহিউদ্দীন'ই পরে শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি হিসেবে মুসলিম বিশ্বে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পুত্রগণের মধ্যে অনেকেই বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞান-গরিমায় বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে ১৩ জন ছিলেন কামিল ওলী। কন্যাদের মধ্যেও কয়েকজন ইলমে মা'রিফাতে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিলেন।

পোশাক-পরিচ্ছদ

পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি তার বেশ নজর ছিল বলে জানা যায়। তিনি উন্নতমানের পোশাক পরিধান করতেন। এদিক দিয়ে ইমাম-ই আযম হযরত আবূ হানিফা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট সামঞ্জস্য ছিল। তিনি মনে করতেন, গৃহে খাবার যাই থাকুকনা কেন, বাহ্যিক জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিচ্ছদ দেখলে ওলী-দরবেশদেরকে বিত্তশালী ব্যক্তিরা অবহেলা করা তো দূরের কথা, বরং সমীহ করবে। প্রায় সময় তাঁর নিকট বিভিন্ন স্থান থেকে উপাদেয় খাবার আসত, হালাল উপায়ে উপার্জিত না হলে তা তিনি দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। আমির-উমারাগণের দরবার থেকে কোন উপঢৌকন আসলে তা তিনি স্পর্শ করতেননা। দাস-দাসীদের

দ্বারা তা তিনি দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। প্রয়োজন অনুযায়ী কখনো ৩/৪বার আহার করতেন। আবার কোন সময় কারো নিকট কিছু না চেয়ে সপ্তাহকাল অনাহারে থাকতেন। অভাব-অনটনে যতেবেশি জর্জরিত হোন না কেন, সর্বদা তিনি মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করতেন। দাস-দাসীর অনুপস্থিতিতে স্বহস্তে গৃহের কাজকর্ম ও অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন। কোন কোন সময় গম এনে পিষে রুটি তৈরি করতেন। প্রত্যহ সকালে তিনি কিছু মধু পান করতেন। তিনি পঞ্চেন্দ্রিয় ও ষড়রিপুকে জয় করে মানবীয় সর্বগুণে বিভূষিত হয়েছেন। তাঁর অনুসরণীয় আদর্শ, চারিত্রিক মাধূর্য, অগাধ পাণ্ডিত্য, মহত্ব দানশীলতা ও মানবতা এবং অলৌকিক কার্যাবলী অবলোকন করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করত। উল্লেখ্য যে, কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনা ও অহর্নিশ ইবাদত আরাধনার মাঝেও তিনি পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁর সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক মতই পালন করে গেছেন। সামান্যতম অবহেলাও করেননি।

• পরপারে পদার্পণ ও অন্তিমোপদেশ

মহাপুরুষগণ এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করলেও দুনিয়ার বুকে তাঁরা তাঁদের পদচিহ্ন রেখে যান। সে পদচিহ্ন তাঁদেরকে চির অমর করে রাখে। তাঁদের পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের উত্তরসূরিগণ ধন্য হয়, সার্থক ও সুন্দর হয় তাদের জীবন। প্রকৃতপক্ষে একজন সাধারণ মানুষের মৃত্যু ও আল্লাহর একজন ওলী মৃত্যুর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। নবী ও ওলীগণের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু নয় -স্থান পরিবর্তন মাত্র। তাঁরা এখান থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। দুনিয়ায় রেখে যান তাঁদের অমর কীর্তি। তাই মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর পথে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদেরকে মৃত বলোনা, বরং তাঁরা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারনা।" হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়েছে মহান মা'শূক্ব আল্লাহর কাছে ফিরে যাবার জন্য, আল্লাহর সান্নিধ্য পাবার জন্য।

হিজরি ৫৬১ হিজরি সনের রবীউল আওয়াল মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে লাগল। অবশেষে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন এবং ছাত্র, শিক্ষক, ভক্ত, মুরীদ সকলের নিকট থেকে বিদায় চাইতে লাগলেন। সর্বস্তরের ভক্ত-অনুরক্তগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আর হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সবাইকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। রবীউস সানী মাসের প্রথম শুক্রবার হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল। তাঁর বড় ছেলে সৈয়্যদ আবদুল ওয়াহ্হাব রহমাতুল্লাহি আলায়হি বললেন, আব্বাজান! আপনি আমাদেরকে কিছু অন্তিম আদেশ ও উপদেশ দান করুন। গাউসে আযম রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "বৎস! সর্বাপেক্ষা বড় উপদেশ হল তাওহীদ। মানুষের অন্তর যখন আল্লাহর সাথে মিলে যায়, তখন অন্য কিছু তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারেনা। সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করোনা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কাছে কিছু প্রার্থনা করবেনা। সর্বদা সৎপথে চলবে এবং ইবাদত-বন্দেগীতে কখনো শৈথিল্য প্রদর্শন করবে না।"

গাউসে পাক রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অন্য এক পুত্র জিজ্ঞেস করলেন, আব্বাজান! আপনার শরীরে কি কোন ব্যথা অনুভব করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেহ অবশ্যই যন্ত্রণা ভোগ করছে, কিন্তু অন্তর আল্লাহকে নিয়ে বেশ শান্তিতেই আছে। অন্য এক পুত্র জিজ্ঞেস করলেন, আব্বাজান! আপনি এখন কিরূপ অনুভব করছেন? হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি আল্লাহর জ্ঞানরাজ্যে পার্শ্ব পরিবর্তন করছি।

হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সকল সন্তানা ছাত্র ও মুরীদগণের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, "বৎসগণ! অস্থায়ী দুনিয়ার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আখিরাতের সম্বল সৎকার্যসমূহ বিসর্জন দিওনা এবং কখনো পাপপথে অগ্রসর হয়োনা। সহস্র বিপদে পড়লেও কখনো আল্লাহর কাজ করতে আলস্য করোনা। ভয় ও ভক্তির সাথে একাগ্রচিত্তে প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদা অধিক পরিমাণে নামায পড়ে নিজের জীবনের বিগত গুনাহ্সমূহের কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে করুণ কান্নার সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

ভাবনা-চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ, বিপদ-আপদ যা কিছুই আসুকনা কেন, অসীম ধৈর্যের সাথে তাকে আল্লাহর দান বলে নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। যত কঠিন বিপদই আসুকনা কেন, কোন অবস্থায় আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপন করবেনা বা অন্য কাউকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করবে না।

তাঁর অসুখের খবর ইতোমধ্যে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। দূর-দূরান্তর থেকে হাজার হাজার লোক তাঁকে দেখতে আসতে লাগল এবং অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল। তিনি সবাইকে বললেন, আমার সর্বাপেক্ষা বড় সান্ত্বনা এ যে, আমি দুনিয়ার মানুষ থেকে নির্ভয় হতে পেরেছিলাম, তেমনি মালাকুল মউত থেকেও আমি সম্পূর্ণ নির্ভয়।

রবীউস সানী মাসের ১০ তারিখ দিবাগত রাতে হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ছেলেদেরকে বললেন, আমাকে গোসল

করিয়ে দাও। সাহেবজাদারা তাঁকে গরমপানি দিয়ে গোসল করালেন। তারপর তিনি শুধু ওযু করে এশার নামায আদায়পূর্বক অনেক্ষণ পর্যন্ত সাজদায় পড়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পর সাজদা থেকে উঠে তিনি স্বীয় পরিবারবর্গ ছাত্র, মুরীদ ও ভক্তবৃন্দের জন্য দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে সুদীর্ঘ মুনাজাত করলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ! আপনি উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র গুনাহ্ মাফ করুন এবং তাদের উপর আপনার রহমত বর্ষণ করুন। অতঃপর তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, নবী ও ওলীগণের রূহ এবং অসংখ্য ফিরিশতা আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসছেন। আপনারা মাঝখানে তাঁদের জন্য কিছু স্থান ছেড়ে দিয়ে চারিদিকে বিশেষ আদবের সাথে বসে থাকুন এবং কেউ কোনরূপ বাক্যালাপ করবেন না। তিনি শুধু সালামের জবাব দিচ্ছেন, ওয়া আলায়কুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ। এভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর একজন আরবী যুবকের বেশে মালাকুল মউত এসে হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে সালাম জানিয়ে একখানা পত্র তাঁর হাতে দিলেন। এতে লিখা ছিল, "মিনাল মুহিব্বি ইলাল মাহবূবী, কুল্লু নাফসিন যা-ইকাতুল মাউত।" অর্থাৎ প্রেমাস্পদের তরফ থেকে প্রেমিকের প্রতি, প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হয়। হে আমার মাহবূব! বিচ্ছেদ হতে শান্তি লাভের জন্য এবং প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত হবার জন্য আগমন কর। পত্রখানা প্রদান করেই পত্রবাহক অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পত্রখানা পাঠ করে হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর চেহারা অপূর্ব আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি চক্ষুদ্বয় মুদিত করে কালেমাহ্-ই তৈয়্যব ও কালেমাহ্-ই শাহাদাত পাঠ করলেন; সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর আত্মা মহান মা'শূক্ব আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেল।

৫৬১ হিজরি সনের ১১ই রবীউস সানী সোমবার প্রাতঃকালে ৯১ বৎসর বয়সে ওলীকুল শিরমণি গাউসুল আযম হযরত আবদুল ক্বাদের জিলানী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সকলকে শোকসাগরে ভাসিয়ে পরপারে চলে গেলেন। বাগদাদের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, বাদশাহ্-ফকির সকলেই যোগদান করলেন হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জানাযায়। বড় সাহেবজাদা হযরত সৈয়্যদ আবদুল ওয়াহহাব রহমাতুল্লাহি আলায়হি জানাযায় ইমামতী করলেন। অতঃপর হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দেহ মুবারক তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসা-ই বাবুল আযীয' প্রাঙ্গণে লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে দাফন করা হয়। বর্তমানে ওই স্থান 'বাবুশ শায়খ' নামে পরিচিত। হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কারণে আজ বাগদাদ নগরী 'বাগদাদ শরীফ' নামে খ্যাত। হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বক্ষে ধারণ করার কারণে আজ বাগদাদ বিশ্বমুসলিমের অন্যতম মিলনতীর্থ। দেশ-বিদেশের কোটি কোটি মানুষ আজো তাঁর মাযার শরীফ যিয়ারত করে শান্তি পায়, মেটায় মনের ক্ষুধা। হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র ওফাত দিবসকে চিরস্মরণীয় রাখার জন্য সারা বিশ্বে প্রতি বৎসর ১১ই রবীউস সানী তারিখে পালিত হয় 'ফাতেহা-ই ইয়াদাহুম' শরীফ। বাগদাদ শরীফে এ দিনে লাখ লাখ লোকের সমাগম হয়। পাক ভারত উপমহাদেশে এ দিনে ফাতেহা-এ ইয়াযদাহুম ও ওরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। সরকারী কর্মচারীগণ যাতে ফাতেহা-এ ইয়াযদাহুম উদযাপন করতে পারে সে লক্ষ্যে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৯ সনে আইন পরিষদে ওইদিনকে ছুটির দিন ঘোষণা করে আইন পাশ করে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বর্তমানে বাংলাদেশে এ দিনে কোন সরকারি ছুটি নেই। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আমি সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এ ঐতিহাসিক ১১ তারিখকে অমর করে রাখার জন্য হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সকল ভক্ত-অনুরক্তগণ প্রতি চান্দ্রমাসের ১১ তারিখে গেয়ারভী শরীফ পালন করে থাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে। হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রূহ মুবারকে সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ১১ তারিখে গেয়ারভী শরীফ খতম ও মিলাদ শরীফ পাঠ করা হয়। হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী পর্যালোচনা করা হয়। এতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কারণ হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নের মাধ্যমে এ গেয়ারভী শরীফ হযরত বড়পীর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দান করেন। এ গেয়ারভী শরীফ পালনের বহু ফজীলত রয়েছে। এর মাধ্যমে বহু লোকের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং কিসমত বদলে গেছে।

উপসংহার

মহান রব্বুল আলামীন আমাদেরকে ওলীকুল শিরমণি বড়পীর গাউসুল আযম শায়খ মুহিউদ্দীন সায়্যিদ আবদুল কাদের জিলানী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র জীবনাদর্শ, রিয়াজত-সাধনা, স্বভাব-চরিত্র, কর্মকাণ্ড ইত্যাদির আলোকে শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগপূর্বক ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সর্বাধিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করার তাওফীক দান করুন। আমীন! বিহুরমাতি আউলিয়া-ইকাল কা-মিলীন।

হযরত আলী ও আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র মতানৈক্য ইজতিহাদী

মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

[হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মধ্যে মতবিরোধ এবং একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতবাদীদের জঘন্য মন্তব্যের কারণে নানা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। এ দু'জন মহামর্যাদাবান সাহাবীর মতানৈক্যের কারণ এবং এর সঠিক বিশ্লেষণ কী? তা জানতে চেয়েছেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার শিক্ষার্থী মুহাম্মদ শেখ সা'দী, নূর মুহাম্মদ, নজরুল ইসলাম ও মুহাম্মদ মামূনুর রশীদ। তাই এ বিষয়ে ফতোয়া আকারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশিষ্ট ফক্বীহ মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান]

ইসলামের ইতিহাসে মাওলা আলী শের-ই খোদা হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একাধারে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জামাতা, খোলাফা-ই রাশিদীনের অন্যতম বিশিষ্ট সাহাবী, বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, সুদক্ষ শাসক এবং সুনিপুণ রণকৌশলী।

আর হযরত আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন ওহী লিখক ও দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ বিশিষ্ট সাহাবী; ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতার বলে তিনি প্রায় ৪০ বছর একাধিক পদে ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের ছ'মাস পর তিনি মুসলিম জগতের একচ্ছত্র অধিপতি প্রথম সুলতান হিসেবে শাসনভার গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, এ ছ'মাস হযরত হাসান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর স্থলাভিষিক্ত হন। এরপর তিনি হযরত আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র অনুকূলে খিলাফতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। তখনকার জীবিত সাহাবী ও তাবেঈনদের মধ্যে কেউ তাঁর শাসনের বিরোধিতা করেননি।

কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, চৌদ্দশ' বছর পর শিয়া, রাফেজী, আবুল আ'লা মওদূদী ইত্যাদি ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী ও স্বার্থান্বেষী মহল হযরত মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহূ ও আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মধ্যে যে ইজতিহাদী মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তার যথাযথ ও সঠিক বিশ্লেষণ না করে সত্যের মাপকাঠি সাহাবা-ই কেরামের সমালোচনায় উঠে পড়ে লেগে যায়। ক্ষেত্র বিশেষে তারা এমন সব আষাঢ়ে গল্পের অবতারণা করে, যা বিবেকবান মানুষকেও নাড়া দেয়। ইতিহাসের বর্ণিল পাতায় হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে মতানৈক্য এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যার সঠিক সমাধান অনুসন্ধান করা ও জানা প্রত্যেকের জন্য জরুরি। প্রথমে সম্মানিত সাহাবা-ই কেরামের শান-মান ও মর্যাদা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যাক।

কোরআনের আলোকে সাহাবা-ই কেরামের মর্যাদা

মহান আল্লাহ পাক প্রিয়নবী রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রিয়সহচর সাহাবা-ই কেরামকে যে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তা সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। বহু আয়াত ও হাদীস শরীফ দ্বারা তাঁদের মর্যাদা প্রকাশ পায়। নিম্নে কতিপয় আয়াত উপস্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছি। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ط اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا ط وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط الآية

অর্থাৎ: তোমাদের মধ্যে সমান নয় ঐসব লোক, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জিহাদ করেছে, তারা মর্যাদায় ওইসব লোক অপেক্ষা বড়, যারা মক্কা বিজয়ের পর ব্যয় ও জিহাদ করেছে এবং তাদের সবার সাথে আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। [সূরা হাদীদ : ১০ আয়াত]

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ط اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ: যখন তাদেরকে বলা হয়, 'ঈমান আন, যেমন অপরাপর লোকেরা ঈমান এনেছে', তখন তারা বলেন, 'আমরা কি নির্বোধদের মত ঈমান আনব?' শুনছো! তারাই হল নির্বোধ, কিন্তু তারা জানেনা। [সূরা বাক্বারা : ১৩ আয়াত]

এ আয়াতে এটাই বলা হয়েছে যে, যার ঈমান সাহাবা-ই কেরামের ঈমানের মত নয়, সে মুনাফিক্ব এবং বড় বোকা। এ আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন সাহাবী ফাসিক বা কাফির হতে পারেন না এবং সকল সাহাবীর জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। এটাও প্রমাণিত হল যে, নেককার বান্দাদের মন্দ বলা মুনাফিক্বদের কুপ্রথা।

যেমন- রাফেযী (শিয়া) সম্প্রদায় সাহাবা-ই কেরামকে খারেজীগণ 'আহলে বায়ত'কে, গায়রে মুক্বাল্লিদগণ ইমাম আবূ হানীফাকে এবং ওহাবীগণ আল্লাহর প্রিয় ওলীদেরকে মন্দ বলে।

হাদীসের আলোকে সাহাবা-ই কেরামের মর্যাদা

সাহাবা-ই কেরামের ফজীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস শরীফ বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত হল-

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلاتَسُبُّوْا اَصْحَابِى فَلَوْ اَنَّ اَحَدُكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدِ ذَهْبًا مَابَلَغَ مُدَّ اَحَدهم وَلَانصيفه۔

(بخاری: جلد۱ صفحہ ۵۱۸، ترمذی: جلد۲ صفحہ ۲۲۵)

অর্থাৎ: হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমার কোন সাহাবীকে মন্দ বল না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বততুল্য স্বর্ণও খয়রাত করে, তাঁদের সোয়া সের যব সদকা করার সমানও হতে পারেনা; বরং এর অধের্কেরও বরাবর হতে পারেনা।"

[বুখারী : ১ম খণ্ড- ৫১৮ পৃষ্ঠা, তিরমিযী : ২য় খণ্ড- ২২৫ পৃষ্ঠা]

عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلْ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَللّٰه اَللّٰه فِىْ اَصْحَابِىْ لَاتَتَّخِذُوْاهُمْ غَرْضًا مِنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحبّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحبّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ۔

অর্থাৎ: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হুজূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, ওদের ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত কর না। যে আমার সাহাবীকে মহব্বত করল, সে আমার মহব্বতে তাদেরকে মহব্বত করল এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কারণে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল।" [তিরমিযী : ২য়/২২৫]

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِىْ فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللهِ عَلٰى شَرِّكُمْ

অর্থাৎ: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যখন তোমরা এ ধরনের লোক দেখবে, যারা আমার সাহাবীকে মন্দ বলে, তখন তাদের উদ্দেশে বলে দাও, 'তোমাদের অনিষ্টের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ হোক'।" [তিরমিযী, ২য় খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা]

হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম: 'আলী', উপনাম- 'আবুল হাসান', উপাধি- 'আসাদুল্লাহ্'। পিতা- 'আবূ তালেব'। বাল্যকাল থেকে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র তত্ত্বাবধানে বড় হন। সম্পর্কের দিক থেকে তিনি প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র চাচাতো ভাই এবং হুজূরের কন্যা হযরত ফাতিমা আয্-যাহ্‌রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহার স্বামী ছিলেন। তিনিই কিশোরদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাবুক অভিযান ব্যতীত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি বীরত্বের পরিচয় দেন। ৩৫ হিজরি সনের ২৪ যিলহজ্ব তিনি ইসলামের ৪র্থ খলীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাগর এবং বেলায়তের সম্রাট হিসেবে খ্যাত। আহলে বায়তের অন্যতম সদস্য হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহর এরশাদ করেন-

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا الاية

অর্থাৎ: "হে নবীর পরিবারবর্গ! আল্লাহ্ তো এটাই চান যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।"

এ প্রসঙ্গে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

لَايُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَايَبْغَضهُ مُؤْمِنٌ

অর্থাৎ: "মুনাফিক আলীকে ভালবাসবেনা এবং কোন মুমিন আলীকে ঘৃণা করতে পারেনা।" [মুসনাদে আহমদী]

গদীরে খুম-এ রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাওলা আলীর হাত তুলে ধরে এরশাদ করেন-

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلَاهُ

"আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা।"

[তিরমিযী : ২১৩,২১৪পৃ]

উল্লেখ্য, শিয়াগণ এ হাদীসের অপব্যাখ্যা করেও নানা বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। তারা এর অপব্যাখ্যার ভিত্তিতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান

রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম'র খিলাফতকে অস্বীকার করে। তারা 'মাওলা' মানে বলে আমীর, ইমাম বা খলীফা।' কিন্তু এটা তাদের মনগড়া ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত জঘন্য ভুল ব্যাখ্যা। এখানে 'মাওলা' মানে 'প্রিয়', 'সাহায্যকারী'।

[মাওয়াহিবে লুদুন্নিয়াহ ও আসাহহুস সিয়ার ইত্যাদি]

বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে "ঐতিহাসিক গদীর-ই খোম'র ঘটনা" নামক পুস্তিকায়, লিখেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান।

হযরত আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মর্যাদা

তাঁর নাম 'মু'আবিয়া', উপনাম 'আবূ আবদুর রহমান'। পিতা- হযরত আবূ সুফিয়ান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। মাতা- হযরত হিন্দা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা। পিতামাতা উভয়ের দিক থেকে তাঁর বংশধারা পঞ্চম পুরুষে হুযূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বংশের সাথে মিলে যায়। ঐতিহাসিকগণের নির্ভরযোগ্য সূত্রানুসারে হযরত আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবূ সুফিয়ানসহ পরিবারের অন্য সদস্যবৃন্দের সাথে ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম ধর্ম কবূল করেছেন। অপর বর্ণনা মতে, হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ৬ষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম কবূল করেছেন, তবে প্রকাশ করেছেন ৮ম হিজরি মক্কা বিজয়ের সময়। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে হযরত আবূ সুফিয়ান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হিন্দা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কখনো স্বয়ং রসূলে মাক্ববূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবী বা মু'মিনদের মর্যাদা থেকে খারিজ করেননি এবং কোন সাহাবীই তাঁদের শানে কটূক্তিও করেননি। বরং হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওহী লেখকগণের মধ্যে গণ্য করে এক বিরাট সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন।

[মাদারিজুন্নুবূয়ত কৃত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি]

ইমাম আহমদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু 'মুসনাদে আহমদ'-এ বর্ণনা করেছেন, রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র জন্য এভাবে পরম করুণাময়ের দরবারে ফরিয়াদ করেছেন-

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ رواه احمد في مسنده

অর্থাৎ: "হে আল্লাহ! মু'আবিয়াকে পবিত্র কোরআন ও অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান দান কর।"

[মুসনাদ আহমদ ও মু'আবিয়া আর্দ তারীখ আমীর মু'আবিয়া, কৃত: আল্লামা আবদুল আযীয,১৪৭]

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদীসে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র জন্য এভাবে দু'আ করেছেন-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًّا وَّاهْدِ بِهِ النَّاسَ

অর্থাৎ: "হে আল্লাহ! তুমি মু'আবিয়াকে হাদী এবং মাহদী বানিয়ে দাও এবং তাঁর মাধ্যমে মানুষকে হিদায়াত দান কর।"

এতদসত্ত্বেও তাঁর শানে 'তাঁকে সাহাবী ও একজন মু'মিনের মর্যাদাও দেয়া যায়না' মর্মে শিয়া-রাফেজী অনুসারীদের কটূক্তি করা সাহাবা-ই রসূলের প্রতি জঘন্যতম বেআদবীর শামিল।

উভয়ের মধ্যে মতানৈক্যের কারণ

হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মধ্যে মতানৈক্যের ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ি বিদ্রোহীরা ঘেরাও করেছিল। তিনদিন বা এর থেকে অধিক সময় পানি অবরোধ করে রেখেছিল, অতঃপর তাঁর ঘরে প্রবেশ করে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর এবং অপর তের জন বিদ্রোহী তাঁকে নির্দয়ভাবে শহীদ করে। তাঁর শাহাদাতের পর আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুহাজির ও আনসারগণের সর্বসম্মত রায়ে বরহক খলীফা মনোনীত হন। কিন্তু কয়েকটি কারণে হযরত ওসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন নি। এ খবর সিরিয়ায় আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কানে পৌঁছে। তিনি তখন সিরিয়া প্রদেশের গভর্নর। তিনি সংবাদ পাঠালেন যে, মুসলমানদের খলীফাকে স্বয়ং মদীনা শরীফে শহীদ করে দেয়াটা খুবই মারাত্মক ব্যাপার। সুতরাং সবার আগে হত্যাকারীদের উপর কিসাসের হুকুম কার্যকর করা হোক। কিন্তু কয়েকটি অপ্রতিরোধ্য অবস্থার কারণে তিনি হত্যার বদলা (কিসাস) নিতে পারেন নি। ওদিকে কুচক্রিমহল আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মনে এ ধারনাটি বদ্ধমূল করে দেয় যে, আলী মুরতাদ্বা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইচ্ছাকৃতভাবে কিসাস কার্যকর করতে গড়িমসি করছেন এবং সে হত্যাকাণ্ডে (নাঊযুবিল্লাহ) তাঁর হাত রয়েছে। আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর তরফ থেকে বারবার হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দাবি জানানো হয়। তখনও খিলাফতের অস্বীকার বা স্বীয় রাজত্ব পৃথক করার কোন খেয়াল তাঁর ছিলনা, কেবল উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র রক্তের প্রতিশোধের দাবীই ছিল।

শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা সৃষ্টি হল, হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু মনে করতে লাগলেন যে, আলী মুরতাদ্বা

Ygadri.blogspot.com

রদ্বিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের উপযুক্ত নন এবং তিনি খিলাফতের দায়দায়িত্ব পূর্ণভাবে আদায় করতে পারছেন না। কেননা, তিনি এতবড় একটি হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে পারলেন না, তিনি অন্য দায়িত্ব কীভাবে আদায় করতে পারবেন। মতবিরোধের মূল কারণ ছিল এটাই। অন্যান্য মতভেদ ছিল এ মূলেরই শাখা-প্রশাখা। অন্যদের বিরোধিতার কারণও ছিল এটাই।

হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু: কৃত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী।

এ হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সাহাবা-ই কেরাম তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন, তাঁরা কারো পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। যেমন- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ। একদল হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিপক্ষে যান, যেমন- হযরত আয়েশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা, হযরত তালহা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত জুবাইর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত মুহাম্মদ ইবনে তালহা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ। আর অবশিষ্ট সাহাবীগণ হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে ছিলেন।

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু তাঁর আপন ভাই হযরত আবদুর রহমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন। আবার স্বয়ং হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ভাই হযরত আকীল রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেই যুদ্ধের (জঙ্গ-ই জামাল) সময় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন এবং হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অনুমতি নিয়ে আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে মেহমান হয়ে থাকেন। অর্থাৎ তা ছিল হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর গবেষণাপ্রসূত ভুল, যা ইসলামের দৃষ্টিকোণে গুনাহ নয়ই, বরং এ ইজতিহাদগত ভুলের জন্যও একটি পুরস্কারের শুভসংবাদ বর্ণিত আছে। (শরহে মাওয়াকেফ, শরহে আক্বাইদে নাসাফী ও নিবরাস, হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-৬৬পৃষ্ঠা)

আমীর মু'আবিয়া'র বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি

হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এ পর্যন্ত যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তন্মধ্যে কতিপয় অভিযোগ এবং তার জবাব নিম্নে উপস্থাপিত হল-

১ম আপত্তি: জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার আবুল আলা মওদূদী শিয়া-রাফেযীদের ন্যায় সাহাবা-ই কেরামগণের সবচেয়ে বড় সমালোচক। তিনি তার বহুল বিতর্কিত خلافت و ملوکیت (খেলাফত ও মুলূকিয়াত) নামক পুস্তিকায় হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বিদ'আতী আখ্যা দিয়ে উল্লেখ করেন,

"হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং নিজে এবং তাঁর প্রাদেশিক গভর্নরগণ তাঁর আদেশক্রমে জুমু'আর খোতবায় মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দিত (নাঊযুবিল্লাহ)। এ ছাড়াও মসজিদে নববীতে মিম্বরে রসূলের উপর দাঁড়িয়ে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রিয়জনদের গালি দিত।"

খণ্ডন : এ ধরনের উক্তি শিয়া-রাফেজী ও আবুল আলা মওদূদীর পক্ষ থেকে হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি জঘন্য অপবাদের শামিল।

মিস্টার মওদূদী তার দাবীর সমর্থনে যে তিনটি কিতাবের রেফারেন্স উল্লেখ করেছেন (তাফসীরে তাবারী ৪র্থ খণ্ড ১৮৮পৃ, ইবনে আসীর ৩য় খণ্ড ২৩৪ পৃ, আল বেদায়া ওয়ান নিহায়া ৯ম খণ্ড ৮০ পৃ)। দেওবন্দী মাযহাবের অন্যতম পুরোধা ড.তকী ওসমানী সাহেব বলেছেন, আমি তার উল্লেখিত রেফারেন্সগুলো পর্যালোচনা করেছি গভীরভাবে। কিন্তু কোথাও এ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি যে, তিনি (হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নিজে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে গালি-গালাজ করতেন।

(আমীর মু'আবিয়া আওর তারীখী হাক্বাইক : ৮১পৃষ্ঠা)

উপরন্তু ঐতিহাসিকগণের নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মতভেদ থাকার পরও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। যেমন- হাফেয ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

لَمَّا جَآءَ خَبَرُ قَتْلِ عَلِى اِلٰى مُعَاوِيَةَ جَعَلَ يَبْكِىْ فَقَالَتْ لَهٗ اِمْرَاَتُهٗ اَتَبْكِيْهِ وَقَدْ قَاتَلْتَهٗ فَقَالَ وَيْحكِ اِنَّكِ لَاتَدْرِيْنَ مَافَقَدَ النَّاسُ مِنَ الْفَضْلِ وَالْفِقْهِ وَالْعِلْمِ-

অর্থাৎ: হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট যখন হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি কান্না করতে লাগলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনি কি আলীর শাহাদাতে ক্রন্দন করছেন? অথচ আপনি তাঁর সাথে লড়াই করেছেন। উত্তরে

হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি নিশ্চয় জাননা, আজ মানবসমাজ অসংখ্য কল্যাণ, ইলমে ফিক্বহ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

(আল বিদায়া : ৮ম খণ্ড : ১৩০ পৃষ্ঠা)

উল্লেখ্য, এখানে হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হয়েছে যে, "আপনি তাঁর সাথে জীবনে অগণিত যুদ্ধ করেছেন।" কিন্তু তিনি এ কথা বলেননি যে, "আপনি তাঁকে অনেকবার গালিগালাজ করেছেন, সুতরাং আজকে তাঁর শাহাদাতের সংবাদে কেন ক্রন্দন করছেন?"

২য় আপত্তি: একবার হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় কাঁধে ইয়াযীদকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা দেখে এরশাদ করলেন, "জাহান্নামীর উপর চড়ে জাহান্নামী যাচ্ছে।" এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ইয়াযীদও দোযখী এবং (না'উযু বিল্লাহ্) আমীর মু'আবিয়াও দোযখী।

খণ্ডন : এ আপত্তিটি একেবারেই ভিত্তিহীন। জামে ইবনে আসীর, কিতাবুন নাহিয়া ইত্যাদি ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, পাপিষ্ঠ ইয়াযীদ হযরত উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র যুগে আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কাঁধে ইয়াযীদের অবস্থান কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। (হযরত আমীর মু'আবিয়া : ৮১পৃষ্ঠা)

৩য় আপত্তি : হুযূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমরা মু'আবিয়াকে আমার মিম্বরের উপর দেখ, তখন তাঁকে হত্যা করে ফেল।" এ হাদীসটি ইমাম যাহাবী উদ্ধৃত করেছেন এবং বিশুদ্ধ বলেছেন। এতে বুঝা গেল যে, আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হত্যার উপযোগী ছিলেন।

খণ্ডন : 'মিথ্যাবাদীদের উপর খোদার অভিশাপ' এটা বলা ছাড়া এ আপত্তির আর কী জবাব দেয়া যায়? কোন এক মিথ্যাবাদী হুজূরের নামে মিথ্যা বলেছে এবং অপবাদটা ইমাম যাহাবীর উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সরকারে দু'জাহান সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যে আমার ব্যাপারে জেনেশুনে মিথ্যা বলে সে যেন দোযখকে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" আল্লাহকে ভয় করা দরকার। বস্তুত ইমাম যাহাবী তাদেরকে রদ করার জন্যই এ জাল হাদীসটি তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন মাত্র। আর ওখানে সাথে সাথে এও বলে দিয়েছেন যে, "এটি মওজূ' হাদীস, এর কোন ভিত্তি নেই।"

তদুপরি, হুজূরের এটা বলার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি তো নিজেই কতল করাতে পারতেন। আর এটাও কিভাবে হতে পারে যে, সমস্ত সাহাবী, তাবেঈন ও আহলে বায়ত এ হাদীস শুনলেন কিন্তু কেউ পাত্তা দিলেন না। বরং ইমাম হাসান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে খিলাফত থেকে ইস্তেফা দিয়ে আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য রসূলের মিম্বরকে একেবারে খালি করে দিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমীর মু'আবিয়ার ইলম ও আমলের প্রশংসা করলেন। তাঁকে দ্বীনের মুজতাহিদ আখ্যায়িত করলেন। ওনাদের কারো কাছে এ হাদীসটি পৌঁছলনা। চৌদ্দশ' বছর পরে এদের কাছে কীভাবে এ হাদীসটি পৌঁছে গেল? এ ছাড়াও আরো অসংখ্য বিভ্রান্তিকর আপত্তি করা হয়েছে কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তা এখানে আলোকপাত করা হল না।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ

হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। একদিন হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু দরবারে উপস্থিত সবাইকে বললেন, যে ব্যক্তি হযরত আলী'র প্রশংসায় যথাযোগ্য কবিতা আবৃত্তি করবে, আমি তাঁকে প্রতিটি কবিতার বিনিময়ে হাজার দিনার দান করব। উপস্থিত কবিগণ হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শানে কবিতা আবৃত্তি করে প্রচুর পুরস্কার লাভ করলেন। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রতিটি কবিতা ও ছন্দ শ্রবণ করার পর বলতেন عَلِيٌّ اَفْضَلُ مِنْهُ (আলীয়্যুন আফদ্বালুম মিনহু) অর্থাৎ "আলী এর চেয়েও অনেক উত্তম।" অতঃপর উক্ত মজলিসে আমর বিন আস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসায় এমন একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, যা হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পছন্দ হল, ফলে ওই কবিতার বিনিময়ে উক্ত কবিকে হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সাত হাজার দিনার পুরস্কার প্রদান করলেন।

হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সিফফীন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ইরশাদ করেন-

اَيُّهَا النَّاسُ لَاتَكْرَهُوْا اِمَارَةَ مُعَاوِيَةَ فَاِنَّكُمْ لَوْفَقَدْتُمُوْهُ
رَاَيْتُمُ الرُّءُوْسَ تَنْدُرُ عَنْ كَوَاهِلِهَا كَاَنَّمَا الْحَنْظَلُ

অর্থাৎ: "হে লোকসকল! তোমরা আমীর মু'আবিয়ার শাসন এবং নেতৃত্বকে অপছন্দ করোনা। যদি তোমরা তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দাও, তবে তোমরা দেখবে ধড় থেকে মাথা

Yqadri.blogspot.com

এমনভাবে কেটে পড়ছে, যেভাবে হানজাল (এক প্রকার তিক্ত ফল) গাছ থেকে পতিত হয়। (জাল-কিতাব : ৮ম খণ্ড, ১৩১পৃষ্ঠা)

বিশিষ্ট ইসলামী মনীষীদের অভিমত

হযরত আলী এবং হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে মতপার্থক্যের ব্যাপারে বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতামত প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে তন্মধ্যে কয়েকটি মতামত পেশ করা হল:

• ফারুক্-ই আ'যম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত

হযরত ফারুক্-ই আ'যম উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে লোক সকল! আমার পরে তোমরা গোত্রবিভেদ থেকে বেঁচে থাক। যদি তোমরা এমন করে থাক, তবে মনে রেখ! হযরত মু'আবিয়া সিরিয়ায় আছেন।

(হযরত আমীর মু'আবিয়া : ২৬৩ পৃষ্ঠা)

• গাউস-ই আ'যম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত

হুজুর গাউসে পাক শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'গুনিয়াতুত তালেবীন'র ১৭৫ পৃষ্ঠায় হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আলী মুরতাজা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে যুদ্ধ-বিদ্রোহ সম্পর্কে ইরশাদ করেন-

وَاَمَّا قِتَالُهُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ وَمُعَاوِيَةَ فَقَد نص الْاِمَامُ اَحْمَدُ عَلَى الامْسَاكِ عَنْ ذٰلِكَ وَجَمِيْعِ مَاشَجَرَ بَيْنَهُمْ مِّنْ مُنَازَعَةٍ وَمُنَافَرَةٍ وَخُصُوْمَةٍ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُزِيْلُ ذٰلِكَ مِنْ بَيْنِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَنَزَعْنَا الخ

অর্থাৎ: হযরত আলীর সাথে হযরত তালহা, যুবাইর, আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ ও আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম'র যুদ্ধ সম্পর্কে ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, সাহাবা-ই কেরামের মধ্যে পরস্পরের যুদ্ধের ব্যাপারে বাদানুবাদ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সমস্ত কালিমা কিয়ামতের দিন দূরীভূত করে দেবেন। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং ইরশাদ ফরমায়েছেন, আমি জান্নাতীদের অন্তর থেকে ঈর্ষা-বিদ্বেষ দূর করে দিব। আর এ জন্য যে, হযরত আলী মুরতাজা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ওসব সাহাবা-ই কেরামের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে হক্বের উপর ছিলেন এবং যাঁরা তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে, তাঁদের সাথে এ যুদ্ধ তাঁর দিক থেকে বৈধ হয়েছে। আর যে সব সম্মানিত ব্যক্তিগণ হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যেমন আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ তাঁরা হযরত ওসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রক্তের বদলা দাবি করেছিলেন। যিনি বরহক খলীফা ছিলেন এবং যাঁকে অন্যায়ভাবে শহীদ করা হয়েছে এবং উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীরা হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁদের দাবীও সঠিক ছিল। গাউস-ই আ'যম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে কটূক্তি করে স্বীয় ঈমান বিনষ্ট করবেনা।

• ইমাম-ই আ'যম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মতামত

ইমাম-ই আ'যম হযরত আবূ হানীফা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব 'ফিক্বহে আকবর'-এ সাহাবা-ই কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের আক্বীদা প্রসঙ্গে বলেন-

نتولاهم جَمِيْعًا وَلَانَذْكُرُ الصَّحَابَةَ اِلَّا بِخَيْرٍ

অর্থাৎ আমরা আহলে সুন্নাত সমস্ত সাহাবা-ই কেরামের প্রতি মহব্বত পোষণ করি এবং তাঁদেরকে প্রশংসার সাথে স্মরণ করি। এর ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী 'শরহে ফিক্বহে আকবর'-এ লিখেছেন-

وَاِنْ صدر مِنْ بَعْضِهِمْ بَعْض مَاصَدَرَ فِىْ صُوْرَةِ شر فَاِنَّه كَانَ عَنْ اِجْتِهَاد وَلَمْ يَكُنْ عَلٰى وَجْهِ فَسَاد

অর্থাৎ: "যদিও কোন সাহাবী থেকে কিছু বিষয় প্রকাশ পেয়েছে, যেগুলো বাহ্যত দেখতে মন্দ মনে হয়, কিন্তু ওগুলোর সবই ইজতিহাদী কারণ ছিল, ঝগড়া-বিবাদের কারণে নয়।"

অতএব ওই ব্যক্তির সম্পর্কে সহজেই অনুমেয় যে নিজেকে হানাফী বলে দাবী করে, অথচ হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বেলায় কটূক্তি করে; সে তো স্বয়ং স্বীয় ইমামেরই বিরোধিতা করল।

• মুজাদ্দিদ-ই আল্ফ-ই সানীর বাণীসমূহ

কুতবে রব্বানী মুজাদ্দিদ-ই আলফে সানী হযরত শায়খ আহমদ ফারুক্বী সারহিন্দি রহমাতুল্লাহি আলায়হি শীর্ষস্থানীয় আউলিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর রচিত মাকতূবাত শরীফের প্রথম খণ্ডের ৫৪ ও ৮৫ পৃষ্ঠায় শায়খ ফরীদ রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে লিখিত চিঠিতে বলেন- সমস্ত বিদ'আতী ফিরকার মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ফিরকা সেটা, যা হুজূরে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাহাবা-ই কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা সেই ফেরকাকে কাফির বলেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনুল করীমে এরশাদ ফরমান لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (যাতে কাফিরদের অন্তর্জালা

Ypdadh.blogspot.com

সৃষ্টি হয়)। কোরআন এবং শরীয়তের প্রচার সাহাবা-ই কেরামই করেছেন। যদি স্বয়ং সাহাবা-ই কেরাম ভর্ৎসনার পাত্র হন, তাহলে কোরআন ও শরীয়তের ভর্ৎসনা করা হবে। হযরত মুজাদ্দিদ-ই আলফে সানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি সেই মাকতূবাত শরীফে আরো এরশাদ করেন, সাহাবা-ই কেরামের মধ্যে যে ঝগড়া ও যুদ্ধসমূহ হয়েছে, সেটা মনোপ্রবৃত্তির কারণে ছিল না। কেননা সাহাবা-ই কেরামের আত্মাসমূহ হুজূরের সংশ্রবের বরকতে পবিত্রতর হয়ে গিয়েছিল। আমি এতটুকু জানি যে, ওইসব যুদ্ধে হযরত আলী হকের উপর ছিলেন এবং তাঁর বিরোধীতাকারীগণও ভুল ধারনায় ছিলেন। কিন্তু এটা ইজতিহাদী ভুল যা পাপের পর্যায়ে পড়েনা। তাছাড়া এখানে দোষারোপ করারও কোন অবকাশ নেই। কেননা মুজতাহিদ ভুলের জন্যও একটি সাওয়াব লাভ করেন।

হযরত মুজাদ্দিদ-ই আলফে সানী সেই মাকতূবাত শরীফের ২য় খণ্ডের ৭২ পৃষ্ঠায় খাজা মুহাম্মদ নক্বী রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে লিখিত চিঠিতে মাযহাবে আহলে সুন্নাতের হাক্বীক্বত সম্পর্কে লিখেছেন, সাহাবা-ই কেরাম কতেক ইজতিহাদী বিষয়ে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অভিমতের বিপরীত অভিমত দিতেন। তাঁদের এ অভিমত, না দূষণীয় ছিল, না নিন্দনীয়। তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ওহীও নাযিল হয়নি। তাহলে ইজতিহাদী বিষয়ে হযরত আলীর বিরোধিতা কি করে কুফরী হতে পারে এবং হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধিতাকারীগণের প্রতি ভর্ৎসনা এবং নিন্দাও কেন? হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে অনেকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। তাঁদের কাফির বলা বা নিন্দা করা যাবেনা।

সুতরাং হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে যে ইজতিহাদী মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, তার জন্য হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শানে আক্রমণ করা জঘন্যতম অপরাধ ও গোমরাহীর শামিল। কেননা হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একাধারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রিয় সাহাবী এবং কাতিব-ই ওহী।

শিয়া, রাফেজী ও আবুল আ'লা মওদূদী ব্যতীত এ যাবৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কোন ইমাম হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র শানে কটূক্তি করার দুঃসাহস দেখায়নি; দেখাবেনও কি করে? সাহাবা-ই কেরামের বিরোধীদের জাহান্নামের কুকুর বলে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন সকল মুসলমানের ঈমান-আক্বীদাকে হিফাযত করুন।

বিরুদ্ধবাদীদের আরো কিছু সংশয় ও সপ্রমাণ অপনোদন

প্রশ্ন: আবূ সুফিয়ান, হিন্দা, মু'আবিয়া, মারওয়ান চক্রকে সাহাবী বা মুমিনের মর্যাদা দেয়া যায়না। তারা দীর্ঘ তেইশ বৎসর ইসলামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? ঐতিহাসিক ও কোরআন-হাদীসের আলোকে মূল্যবান জবাবদানে ধন্য করবেন।

উত্তর: এ উক্তিটি না ইতিহাসবেত্তাগণের নিকট সমর্থিত, না আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের মতাদর্শের অনুরূপ। কারণ, হযরত আবূ সুফিয়ান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সর্বসম্মতভাবে সাহাবী। ঐতিহাসিকগণের নির্ভরযোগ্য বর্ণনানুযায়ী দেখা যায় যে, হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবূ সুফিয়ানসহ পরিবারের অন্য সদস্যবৃন্দের সাথে ৮ম হিজরি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম ধর্ম কবূল করেছেন।

[তারীখে ইসলাম: ১ম খণ্ড : ১৪৬ পৃষ্ঠা : মুফতী আমীমুল ইহসান রহমাতুল্লাহি আলায়হি]

অপর বর্ণনামতে, হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ৬ষ্ঠ হিজরি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম কবূল করেছেন, তবে প্রকাশ করেছেন, ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের সময় (তারীখুল খোলাফা)। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে হযরত আবূ সুফিয়ান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হিন্দা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কখনো স্বয়ং রসূলে মাক্ববূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবী ও মুমিনের মর্যাদা থেকে খারিজ করেননি এবং সিদ্দীক্ব-ই আকবর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, ফারূক্ব-ই আ'যম হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং আবূ সুফিয়ান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বেলায় এ ধরনের কটূক্তি তো দূরের কথা, বরং হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে রসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'ওহী' (ঐশীবাণী) লেখকগণের মধ্যে গণ্য করে এক বিরাট সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন। ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'মুসনাদে আহমদ'-এ বর্ণনা করেছেন যে, রসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এভাবে পরম করুণাময়ের দরবারে ফরিয়াদ করেছেন-

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ رواه احمد فى مسنده

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! মু'আবিয়াকে কোরআন ও অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান দান কর। [আন্নাহিয়া আন তা'য়ানে মু'আবিয়া পৃষ্ঠা-১৪

আল্লামা আবদুল আযীয ফরহারভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদীসে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এভাবে দু'আ করেছেন-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا وَّ مَهْدِيًّا بِهِ النَّاس

অর্থাৎ: হে আল্লাহ্! তুমি মু'আবিয়াকে হাদী এবং মাহ্দী বানিয়ে দাও এবং তাঁর মাধ্যমে মানুষকে হিদায়ত দান কর।

[মিশকাত শরীফ : ৫৭৯ পৃষ্ঠা]

তদুপরি, আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের সময় থেকে হযরত ওসমান গনী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল পর্যন্ত বিশ বছর হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর'র গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আনজাম দিয়েছেন। [তারীখুল খোলাফা : ১৩৮ পৃষ্ঠা, কৃত: ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী]

এতদসত্ত্বেও তাঁর শানে 'সাহাবী বা মুমিনের মর্যাদা দেয়া যায় না' বলে মন্তব্য করা সাহাবা-ই রসূল'র প্রতি জঘন্যতম বেআদবী বৈ আর কী? তবে মারোয়ান সাহাবী ছিলেন না।

[তারীখে ইসলাম : ১ম খণ্ড : মুফতী আমীমুল ইহসান]

ইমাম আবদুল আযীয ইবনে আহমদ ফারহারভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি মারওয়ান সম্পর্কে বলেন, ইতিহাসবেত্তাগণ মারওয়ানের সৎকর্ম ও অপকর্ম উভয়দিক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সৎকর্ম থেকে অপকর্মের সংখ্যা বেশি বলে ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন। তারপরও এ যাবৎ কোন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ফক্বীহ্ এবং কোন ইমাম মারওয়ানের বেলায় 'মুমিনের মর্যাদা দেয়া যাবেনা' মর্মে উক্তি করার দুঃসাহস দেখাননি। যদিও মারওয়ানকে প্রিয়নবীর সাহাবা-ই কেরামের মধ্যে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসীনে কেরাম গণ্য করেননি। [আন্নাহিয়া আন তা'য়ানে মু'আবিয়া : ৪৫-৪৬পৃষ্ঠা]

সুতরাং 'আবু সুফিয়ান, হিন্দা, মু'আবিয়া ও মারওয়ান চক্রকে সাহাবী বা মুমিনের মর্যাদা দেয়া যায়না' এ জাতীয় উক্তি করা দ্বীনধর্মকে হেয় করার সমতুল্য এবং সুস্পষ্ট সীমা লঙ্ঘন।

প্রশ্ন: ৪১হিজরিতে মু'আবিয়ার আদেশে মাওলা আলীকে জুমু'আর খোতবায় গালিগালাজ করার প্রথা চালু হয় -এ তথ্যটি ঠিক কিনা মন্তব্য করুন।

উত্তর: এ ধরনের উক্তি শিয়া- রাফেজী ও ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষ হতে বিকৃত করে হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অপবাদ দেয়া হয়েছে। বরং ঐতিহাসিকগণের নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় দেখা যায়, একদা হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে উপস্থিত সবাইকে বললেন, যে ব্যক্তি হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসায় যথাযোগ্য কবিতা আবৃত্তি করবে, আমি তাকে প্রতিটি কবিতার বিনিময়ে হাজার দিনার প্রদান করব। উপস্থিত কবিগণ হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শানে কবিতা আবৃত্তি করে প্রচুর পুরস্কার লাভ করল। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রতিটি কবিতা ও ছন্দ শ্রবণ করার পর বলতেন 'عَلِىٌّ اَفْضَلُ مِنْهُ' এ (কবিতা)'র চেয়েও আলী অনেক উত্তম'। অতঃপর উক্ত মজলিসে কবি আমর বিন আস হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসা সম্বলিত এমন একটি কবিতা রচনা করে আবৃত্তি করলেন যা হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট খুবই পছন্দ হল; ফলে উক্ত কবিতার বিনিময়ে উক্ত কবিকে হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সাত হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) পুরস্কার প্রদান করলেন।

[আন্নাহিয়া আন তায়ানে মু'আবিয়া : ২৯ পৃষ্ঠা, কৃত: হযরত আবদুল আযীয]

তবে ইমাম তাবারীর বর্ণনা মতে, হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশক্রমে মিম্বরে ও জনসম্মুখে মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধিতা করা ও মন্দ বলার প্রথা চালু হওয়ার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অথবা উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও ভুল বুঝাবুঝি। বিশেষত হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইজতিহাদী ভুলেরই কারণ। অর্থাৎ এটা ছিল হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতৃত্ব তাঁর অনুকূলে রাখার জন্য একটি কৌশল মাত্র। আসলে মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শান-মান ও অসাধারণ মর্যাদা-বুযুর্গীর ব্যাপারে হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আন্তরিক শ্রদ্ধা-বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র ফাঁক ছিলনা। যেমন বর্ণিত আছে যে, একদা মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর একনিষ্ঠ এক বন্ধুকে হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি আমাকে আলীর মহত্ব ও গুণাগুণ বর্ণনা কর। যখন তিনি মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শান-মান ও সুমহান মর্যাদাসমূহ বর্ণনা করে শুনালেন, হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু অনেক কাঁদলেন এবং বললেন, আল্লাহর রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক আবুল হাসান (হযরত আলী) এর উপর। আল্লাহর শপথ! তিনি এ রকমই ছিলেন।

[তারীখে ইসলাম : ১ম খণ্ড, কৃত: মুফতী আমীমুল ইহসান]

সুতরাং উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহের প্রতি দৃষ্টি না করে ঢালাওভাবে এ কথা বলা ''৪১ হিজরিতে মু'আবিয়ার আদেশে মাওলা আলীকে জুমু'আর খোতবায় গালি-গালাজ করার প্রথা চালু হয়'' -ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর অথবা হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রাজনৈতিক কৌশলকে

বিকৃত করে সাধারণ মুসলমানকে হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও সাহাবা-ই কেরামের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ছড়ানোর পাঁয়তারা ছাড়া কিছুই নয়।

প্রশ্ন: 'প্রিয়নবীজী ইসলামের বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করেই তাঁর তিরোধানের পর মুসলমানগণ যাতে বিপদগ্রস্ত না হয়, এবং মুনাফিকরা যাতে ইসলামের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে না পারে সে উদ্দেশ্যেই তিনি আল্লাহর হুকুমে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে গিয়েছিলেন। বিদায় হজ্বের পর মদীনা শরীফে ফেরার পথে 'গদীর-ই খোম' নামক স্থানে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার অনুসারীর সামনে রীতিমত অভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হযরত আলীকে 'মাওলা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং তাঁর অবর্তমানে মুসলমানদের ইমাম /খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দান করেছিলেন। 'গদীর-ই খোম'র ওসীয়তকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম লিখিতরূপে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাধার কারণে সম্ভব হয়নি। এখন প্রশ্ন হল- হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর অবর্তমানে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকেই মুসলমানদের ইমাম নির্বাচিত করা কি পরবর্তী খলীফাগণ মেনে নেননি? এ ব্যাপারে আপনার মতামত এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ইন্তিকালের পর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি বিস্তারিত বিবরণসহ পেশ করুন।

উত্তর: হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর অবর্তমানে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে মুসলমানদের ইমাম বা খলীফা নির্বাচন করেছিলেন কি না, এ ব্যাপারে স্বয়ং হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, হুজূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় সুস্পষ্টভাবে কাউকে খলীফা নির্বাচিত করেননি। বরং এ গুরুদায়িত্ব মুসলমানের রায় ও পরামর্শের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং আমিও তোমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছি। (বর্ণনায় ইমাম আহমদ ও বাজ্জাজ রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

যদি এ কথা কিছুক্ষণের জন্য ধরে নেয়া হয় যে, রসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় শিয়া-রাফেজীদের ভ্রান্ত মতানুযায়ী গদীর-ই খোম'র ভাষণে বা অন্য সময়ে মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য খিলাফত বা ইমামতকে নির্দিষ্ট করে যান, তবে তা কি হযরত আবূ বকর, ফারূক্ব-ই আযম, ওসমান গনী ও হযরত আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমসহ বিশিষ্ট সাহাবীগণের মধ্যে কারো জানা ছিল না? রসূলে করীমের ওফাত শরীফের পর খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে যখন আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে পরামর্শ শুরু হল, তখন হযরত আলী বা আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা উভয়ে প্রতিবাদ করলেন না কেন? জানের ভয়ে হক কথা লুকিয়ে রাখা বোবা শয়তানের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া কি মাওলা আলী'র শান হতে পারে? কখনো না। অথচ, হুজূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ওফাত শরীফের পর খেলাফতকে কেন্দ্র করে আনসার-মুহাজিরগণের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলেও পরিশেষে সবাই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। স্বয়ং মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইবনে হাব্বানের বর্ণনা মতে প্রথম পর্যায়ে, ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির বর্ণনা মতে ছ'মাস পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছেন।

(ফাতহুল বারী ও তারীখে ইসলাম ১ম-৮পৃ. কৃত: মুফতী আমীমুল ইহসান)

সুতরাং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের উপর উম্মতের ইজমা বা দৃঢ় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিধায় যারা সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ইন্তিকালের পর সিদ্দীক্ব-ই আকবর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকে অস্বীকার করে, আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের ইমামগণের মতে তারা কাফির ও বেঈমান হয়ে যাবে। (ফতহুল ক্বদীর ও হাশিয়ায়ে তাবয়ীন ও ফতোয়ায়ে রজভিয়া ৯ম-৩৯৩পৃ)

অতএব, এ ধরনের মন্তব্য করা, হযরত রসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর অবর্তমানে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা বা মুসলমানগণের নেতা হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন' -আসলে সিদ্দীক্ব-ই আকবর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকে অস্বীকার করা নয় কি? গদীর-ই খোমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ব্যাপারে বলেছেন-

"আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা" (বর্ণনায় তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ ইত্যাদি)। উক্ত হাদীস শরীফে 'মাওলা' আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শান ও ব্যাপক মর্যাদার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। গদীরে খোমের হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজর মক্কী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, যারা হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইয়ামেন গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন সাহাবী হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত বুরায়দা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে অন্তরে মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি বৈরিতা পোষণ করেছিলেন। তাদের এ সমস্ত অসন্তুষ্টি

প্রত্যাখ্যান করে মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাদের আন্তরিকতা ও প্রীতিবন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য গদীরে খোমে রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে 'মাওলা' উপাধীতে ভূষিত করেন। [সাওয়াইকে মুহ্‌রিকা ও আসাহহুস সিয়ার : পৃষ্ঠা ৫৪৯]

ওই হাদীস শরীফকে কোন সাহাবী এমনকি হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজেই প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পৃথিবী থেকে আড়াল হওয়ার পর খেলাফতের জন্য প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেননি। [শরহে মাওয়াকিফ : পৃষ্ঠা ৭৮]

গদীরে খোমের ওসীয়তকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম লিখিতরূপে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাধার কারণে সম্ভব হয়নি। এ ধরনের মন্তব্য হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অপব্যাখ্যার শামিল। আসলে হাদীস শরীফটি ছিল নিম্নরূপ:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجعه قَالَ اِيتُونِى بِكِتَاب اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَاتَضِلُّوْا بَعْدِه قَالَ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلِبَ الْوجع وَكِتَاب اللّٰه حَسْبُنَا فَاَخْتَلفُوْا وَ كثر اللغط قَالَ قُوْمُوْا عَنِّىْ وَلَا يَنْبَغِىْ عِنْدِىْ التَّنَازُع

অর্থাৎ: হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দরদ-ব্যাথা বেড়ে গেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার নিকট একখানা কাগজ নিয়ে আস, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিপিবদ্ধ করি, যার পর তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে না যাও। হযরত ওমর ফারূক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কষ্ট অত্যন্ত বেশি অনুভূত হচ্ছে। আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট। উপস্থিত সাহাবা-ই কেরাম মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে গেলেন এবং সেখানে তাঁদের আওয়াজ কিছু উঁচু হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমার নিকট হতে উঠে যাও, আমার পার্শ্বে মতবিরোধ সমীচীন নয়। [সহীহ বুখারী শরীফ : ১ম খণ্ড : ২২ পৃষ্ঠা]

উল্লিখিত হাদীসে পাকে কি বিষয়ে লেখার জন্য চেয়েছিলেন তা স্পষ্ট নয়। হাদীসের ব্যাখ্যাকারীগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ধর্মীয় অত্যন্ত জরুরী আহকাম ও বিষয়সমূহ লেখার জন্য চেয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওফাত শরীফের পর খলীফাগণের নামসমূহ লেখার জন্য চেয়েছিলেন, যাতে পরবর্তীতে মতানৈক্য সৃষ্টি না হয়। [ফাতহুল বারী কৃত: ইমাম ইবনে-হাজর আসকালানী]

সুতরাং ওই হাদীসকে নির্দিষ্ট করে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের জন্য প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হুজূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র হাদীস শরীফের মনগড়া অপব্যাখ্যা। অথচ মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, হযরত আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং আহলে বায়তে রসূলের কেউ উক্ত হাদীস শরীফকে মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের জন্য প্রমাণস্বরূপ বলে পেশ করেননি। [ফাতহুল বারী ওমদাতুল ক্বারী ও শরহে মাওয়াকিফ ইত্যাদি]

তাছাড়া ওই 'মাওলা' শব্দের অর্থ ইমাম বা খলীফা বলাও ভিত্তিহীন। এ অর্থটা শিয়াদের মনগড়া ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ হাদীসে 'মাওলা' মানে 'বন্ধু, প্রিয়জন, সাহায্যকারী' প্রভৃতি। [সাওয়াইকে মুহ্‌রিক্বাহ ও আসাহহুস সিয়ার ইত্যাদি]

প্রশ্ন: ''রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ওফাতের পর তাঁর পবিত্র দেহ মুবারকের দাফন না সেরেই নবীজীর আহলে বায়তকে বাদ দিয়ে উমাইয়ারা গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের প্রথম খলীফা নির্বাচন করেন।'' এ উক্তিটি কি ঠিক?

উত্তর: এ ধরনের উক্তি অবশ্যই ষড়যন্ত্রমূলক এবং সাহাবা-ই রসূল বিশেষতঃ আনসার ও মুহাজিরীনে কেরামের শানে অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিসীন ও ফুক্বাহা-ই কেরাম'র চূড়ান্ত মতানুযায়ী সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ওফাত শরীফের পর অধিকাংশ আনসার ও মুহাজিরীনের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত মুতাবেক প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নির্বাচিত হন। [তারীখে ইসলাম, তারীখুল খুলাফা ও আসাহহুস সিয়ার ইত্যাদি]

সুতরাং এ জাতীয় মন্তব্য করা সকল সাহাবা-ই কেরাম তথা আনসার মুহাজিরীনের মান-মর্যাদার প্রতি অবমাননা। বিশেষতঃ হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকে অস্বীকার করার নামান্তর, যা স্পষ্ট বেঈমানী ও গোমরাহী।

প্রশ্ন: মু'আবিয়াই হল ইসলামের মূল্যবোধ ধ্বংস করার, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বংশধরদের হত্যার নীলনকশা প্রদানকারী ও ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার এবং সর্বোপরি কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার মূল নায়ক।'' এ উক্তিটির ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তর: আসলে এ ধরনের উক্তি হযরত আমীর মু'আবিয়া

রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ষড়যন্ত্র ও কুচক্রীদের জঘন্যতম অপবাদস্বরূপ। খারেজী-রাফেজী ছাড়া এ যাবত আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের কোন ইমাম এ জাতীয় উক্তি কখনো উচ্চারণ করেননি। যদিও মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে এবং আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ওফাতের পূর্বেই ইয়াযীদের জন্য নেতৃত্ব চূড়ান্ত করেছেন। এটা ছিল তাঁর ইজতিহাদী ভুল। যেহেতু তিনি নিজেই একজন ফক্বীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। যেমন ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে জানতে চাইলে ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলেন, অবশ্যই তিনি (মু'আবিয়া) একজন ফক্বীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। [মিশকাত শরীফ : ১২২ পৃষ্ঠা]

এ কথা চিরসত্য যে, মুজতাহিদগণের ইজতিহাদীভুল ধর্তব্য নয়, বরং ইজতিহাদী ভুলেও মুজতাহিদীন-ই কেরাম একটা পুরস্কার পেয়ে থাকেন (নূরুল আনওয়ার)। সুতরাং এ ধরনের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শানে সামান্যতম কটূক্তি ও অশ্রদ্ধাবোধ করা যাবে না। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। [শরহে মাওয়াকিফ ও শরহে আক্বাইদে নাসাফী]

আল্লামা আবূ ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'নূরুল আইন ফী মাশহাদিল হুসাইন' কিতাবে বর্ণনা করেন- হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তিকালের পূর্বে ইয়াযীদ জিজ্ঞেস করল, আপনার পরে খলীফা কে হবে? আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তদুত্তরে বলেন- "তুমি হবে তবে আমার কিছু কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।' কোন কাজই ইমাম হুসাইনের পরামর্শ ছাড়া করবে না। ইমাম হুসাইনের খোজখবর প্রথম নম্বরে স্থান দিবে। ইমাম হুসাইন এবং তাঁর পরিবারবর্গের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।"

সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্কার হয়ে যায় যে, যেভাবে কেনান কাফেরের (হযরত নূহ আলায়হিস সালাম'র পুত্র) কারণে আল্লাহর পয়গম্বর হযরত নূহ আলায়হিস সালামকে দোষারোপ করা যাবেনা। তদ্রুপ নবী বংশধরের হত্যাকারী বিশেষত কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার মূলনায়ক পথভ্রষ্ট ইয়াযীদের কারণে হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র শানে আক্রমণ করা যাবে না। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের চূড়ান্ত ফায়সালা। আসলে উপরোক্ত উক্তিসমূহ শিয়া-রাফেজীদের মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আহলে বায়তে রসূলের প্রতি অধিকতর ভালবাসার নামে এক অশুভ ও ভ্রান্ত চক্রান্ত। সুতরাং এ ধরনের ভ্রান্ত চক্রান্তের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি আহ্বান রইল।

পরিশেষে, হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে যে ইজতিহাদী মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, তজ্জন্য নির্বিচারে আমীর মু'আবিয়ার প্রতি মন্দধারণা পোষণ করা, তাঁর প্রতি আশালীন মন্তব্য করা জঘন্যতম অপরাধ ও গোমরাহীর শামিল। ঈমানদার মাত্রই একথার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যে, হযরত আমীর মু'আবি'য়া একাধারে প্রিয়নবীর প্রিয় সাহাবী, কাতেবে ওহী, ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ও অগণিত অবদানের স্বাক্ষর স্থাপনকারী। খোদ আমীর মু'আবিয়ার ইজতিহাদ এ সত্যকে নির্দ্বিধায় মান্য করে সুন্নী মুসলমান আর প্রত্যাখ্যান করে মহাভ্রান্ত শিয়া ও তার দোসররা। আল্লাহ্ পাক সত্যের উপর অটল রাখুন; আমীন।

স্মৃতিতে অম্লান মাওলানা আবদুল মান্নান

মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

হালিশহরস্থ মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়ার সিনিয়র শিক্ষক, জামেয়ায় কামিল হাদীস বিভাগে অধ্যয়নকালীন আমার ছাত্র জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু শিক্ষকতার জীবনে সহকর্মী মাওলানা আবদুল মান্নান আজ আমাদের মাঝে নেই। একজন আদর্শবান সফল শিক্ষক হিসেবে দ্বীনের খেদমত করে তিনি জান্নাতবাসী হয়েছেন, গত ৫ এপ্রিল ২০০৭ (১৬ রবিউল আউয়াল ১৪২৮ হিজরী) বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় বন্দর থানাধীন কাস্টম হাউস সংলগ্ন শোভাবর্ধন গোল চত্বরের বাম পাশে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইল্লালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন) একইদিনে আছর নামায শেষে মাদরাসা ময়দানে মরহুমের প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরে ছাত্র শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধি দল এম্বুলেন্স যোগে মরহুমের কফিনসহ নারায়নগঞ্জ রওয়ানা হয়, রাত ২টায় জানাযা শেষে তার পারিবারিক কবরস্থানে তাকে শায়িত করা হয়।

তিনি ছিলেন আমাদের অকৃত্রিম সহকর্মী। ছাত্র-ছাত্রীদের জনপ্রিয় শিক্ষক মাদরাসা পরিচালনা পরিষদসহ পরিচিত জনদের নিকট তার সুনাম মর্যাদা সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রশংসনীয়। সেদিন তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ শ্রবণে মাদরাসা ক্যাম্পাসহ গোটা এলাকায় যে হৃদয়বিদারক শোকাহত পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তা চোখে না দেখে কল্পনা করা যায় না। তাঁর অকাল ও আকস্মিক ইন্তেকালে যে শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা কাঠিয়ে উঠা খুবই কষ্টসাধ্য হবে আমাদের জন্য,সর্বোপরি তাঁর এতিম সন্তান, বৃদ্ধা মা ও স্ত্রীসহ পরিবারের সকলের জন্য। বিধাতার অমোঘবিধান মৃত্যুর অনিবার্য পরিণতি হতে আত্মরক্ষার কোন সুযোগ নেই এবং পরকালের যাত্রা হতে পালাবারও কোন উপায় নেই। মানুষ মাত্রই মরণশীল। মাওলানা মান্নান ইহজগতে নেই কিন্তু সততা, ন্যায়নীতি, আদর্শ চরিত্র ইবাদত বন্দেগীতে তিনি অনুপম দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি ইলমে দ্বীনের আলো বিতরনে যে প্রদীপ জালিয়েছেন সে জ্ঞানের প্রদীপ কখনও নিভে যাবার নয়। আমাদের চিন্তা চেতনা, বোধ উপলব্ধি ও মানবিক উৎকর্ষের জন্য তাঁর স্মরণ বড় প্রয়োজন। তাঁর জীবন কর্মের স্মৃতিচারণ করে নিজেদের আলোকিত করার প্রেরণায় উজ্জীবিত হতে পারলে আমরাও উপকৃত হব নিঃসন্দেহে।

জন্ম ও শিক্ষা জীবন ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ১লা মার্চ ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার ব্রাহ্মণখালী ইউনিয়নের গুতিয়াব জাঙ্গীর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আবদুল জব্বার। আদর্শ পিতার যোগ্য সন্তান হিসেবে তাঁর আত্মাও পরিতৃপ্ত। তাঁর শিক্ষা জীবন কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি দেশের তিনটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অর্জন করেন। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জের কালাদী শাহাজ উদ্দীন জামেয়া-ই ইসলামীয়া আলীয়া মাদরাসা হতে দাখিল, আলিম সম্পন্ন করেন। অতঃপর ঢাকার মুহাম্মদপুরে জামেয়া কাদেরীয়া তৈয়্যবীয়া আলীয়া মাদরাসা হতে ফাযিল ডিগ্রী ও ১৯৯০ সনে জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া আলীয়া হতে কামিল হাদীস ডিগ্রী অর্জন করেন। ইলমে কেরাতে দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জনে মুজাব্বিদ মাহির পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ক্বারী সাহেব হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। সুমধুর কুরআনের বাণী সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াতের সুধা ছড়িয়েছেন তিনি শিক্ষার্থীদের মাঝে। মাদরাসার সালানা জলসায় হুযূর কেবলা আল্লামা তাহের শাহ মাদ্দাযিল্লুহুল আলীর উপস্থিতিতে তাঁর কেরাত ও আযান পরিবেশনা ছিলো হৃদয়গ্রাহী। ১লা জুন ১৯৯৪ হতে ইন্তেকালের পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি সফলতার সাথে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি ইসলামের মহান খিদমতের মানসে তিনি বন্দর মাইলের মাথায় অবস্থিত মাদরাসা এ তৈয়বিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়ার পরিচালনা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সামশুল আলম প্রতিষ্ঠিত তৈয়্যবিয়া আলহাজ্ব সামশুল আলম জামে মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। কথা ও কাজের সমন্বয় ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী, মিষ্ঠভাষী ও নিরহংকারী। হালাল উপায়ে সীমিত আয় উপার্জন সত্ত্বেও পোশাক পরিচ্ছদে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটি থাকতেন। সরলতা ও আন্তরিকতায় দীপ্যমান এ আদর্শবান ব্যক্তি জীবনে যা বিশ্বাস করতেন, তা পালনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতেন। কেউ তাঁর প্রতি অবিচার করলেও নীরবে তাঁকে সহ্য করে যেতেন। সবরের দামান ছিল তাঁর নিয়ামক শক্তি। তাঁর অসহায় পরিবারের প্রতি সহায়তা ও আর্থিক সহযোগিতার লক্ষ্যে শিক্ষকমন্ডলীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় "কল্যান তহবিল" গঠিত হয়েছে। মাদরাসা পরিচালনা পরিষদের কর্মকর্তাসহ শিক্ষকমন্ডলী, ছাত্র-ছাত্রী,

অভিভাবক, শুভাকাঙ্ক্ষিমহলও এগিয়ে এসেছেন। সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন মাদরাসা পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান এস এ গ্রুপের ডাইরেক্টর জনাব মুহাম্মদ মনজুর আলম মঞ্জু, আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা, রেযা ইসলামিক একাডেমীসহ বিভিন্ন দ্বীনি সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ। এ অবস্থায় মরহুমের অসহায় পরিবারের পূর্ণবাসন ও কল্যাণে কিঞ্চিৎ অবদান রাখতে পারলে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন অর্থবহ হবে। তাঁর বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে।

গত ২৯ এপ্রিল ০৭ রবিবার মরহুমের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মাইক্রোযোগে আমরা ১২ জন শিক্ষক কর্মচারী মাদরাসা হতে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে মরহুমের বাড়ীতে গমন করি। জোহরের নামায আদায়ের পর আমরা মরহুমের কবর যিয়ারত করি। এরপর মরহুমের ১ ছেলে ২ মেয়েসহ শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানাই। পরে সংক্ষিপ্ত দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দুপুরে মরহুমের শশুরালয়ের আয়োজনে আথিতিয়তা গ্রহণ, মরহুমের পিত্রালয় ও শশুরালয় পরিদর্শন এবং শিক্ষকমন্ডলীর উপস্থিতিতে পরিবারের প্রতি কল্যাণ তহবিলের অর্থ হস্তান্তর করা হয়। শেষে কালাদী মাদরাসার সুযোগ্য প্রিন্সিপাল প্রবীন সুন্নী আলেমে দ্বীন পীরে তরিকত প্রফেসর হাকীম মাওলানা আবদুল হাই ছাহেবের অনুরোধে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশাল মাদরাসা পরিদর্শনে যাই। মরহুমের বাড়ি হতে ফিরার পথে আমরা মরহুম আলহাজ্ব মাওলানা বাকী বিল্লাহ প্রতিষ্ঠিত আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া পরিচালিত নারায়ণগঞ্জের বন্দরস্থ কবরস্থান রোড়ে অবস্থিত জামেয়া গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদরাসায় যাত্রা বিরতি করি। মাদরাসার সহকোষাধ্যক্ষ মীর মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন যাবার পথেই নারায়ণগঞ্জে আমাদের বরণ করে নেন। আমরা যখন বাকীবিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র স্মৃতি বিজড়িত মাদরাসায় পৌঁছি তখন সময় সন্ধ্যা ৬. ২০ মিনিট। সেখানে মাগরিবের নামায আদায় করি। নামায শেষে মাদরাসার সুযোগ্য সুপার মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন এর পরিচালনায় সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় সভায় সবাই স্ব-স্ব অনুভূতি প্রকাশ করেন। বারবার আল্লামা খাজা বাকী বিল্লাহর নাম স্মরণ পড়ে। যাকে গত ২২ মে ০৪ এক মর্মান্তিক লঞ্চ ডুবিতে আমরা হারিয়েছি। তাঁর অকাল মৃত্যুতে সুন্নী সমাজের যে ক্ষতি হয়েছে তাও অপূরণীয়। সেখান থেকে যাত্রা করে আমরা যখন চট্টগ্রাম পৌছি তখন রাত ২টা। সফরের শুভ সমাপ্তি আল্লাহ কবুল করুন। মহান আল্লাহর দরবারে আমরা মাওলানা আবদুল মান্নানের মাগফিরাত কামান করি। তার পরিবার, পরিজন, আত্মীয়স্বজন, গুণগ্রাহীদের প্রতি জানাই সমবেদনা আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চাসন নসীব করুন আমিন।

অধ্যক্ষ, মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল। হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম।

মেসার্স মোহাম্মদ আজিজুল হক চৌধুরী এন্ড কোং

সকল প্রকার দেশীয় তাঁতের কাপড় ও উন্নতমানের বিয়ের শাড়ী কাপড় বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এখানে সুলভমূল্যে যাকাতের কাপড় পাওয়া যায়।

২৬ বক্সিরহাট রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ২৮৫১৫৭৪, ২৮৫০১৫৩ বাসা ঃ ২৫৫০৪৫৮

প্রশ্নোত্তর

দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব

উত্তর দিচ্ছেন

আলহাজ্ব মুফ্তী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

এক সাথে দু'টির বেশী প্রশ্ন গৃহীত হবে না। প্রশ্ন সাদা কাগজের পূর্ণ এক পৃষ্ঠায় লিখে নিচে স্পষ্টভাবে প্রশ্নকারীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে। প্রশ্নের উত্তর প্রকাশের জন্য উত্তরদাতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা ঃ প্রশ্নোত্তর বিভাগ, মাসিক তরজুমান, ৩২১, দিদার মার্কেট (২য় তলা), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০।

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

প্রশ্ন ঃ আমাদের গ্রামে মাইকের মাধ্যমে ইবাদতের বিরোধী এক শ্রেণীর লোক রয়েছে। তাদের একজন আলিম কোরআনের এই আয়াত وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا দিয়ে প্রমাণ করছে যে, মাইক দিয়ে কোরআন তিলাওয়াত, ওয়ায-নসীহত, দুরূদ-সালাম, মিলাদ-ক্বিয়াম ইত্যাদি করা শিরক। প্রশ্ন হল- মাইক দিয়ে ক্বিয়াম, দুরূদ-সালাম ইত্যাদি করা যাবে কিনা কোরআন-হাদীসের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর ঃ লাউড স্পিকার ও মাইক যা বক্তার আওয়াজকে উঁচু করার উদ্দেশে আবিস্কৃত, তা মূলত আল্লাহ্ তা'আলার এক বড় নি'মাত। যেমন বৈদ্যুতিক পাখা, যা বাতাস অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়; তা মহা নি'মাত। কোরআন করীমে উল্লেখ আছে-

هُوَالَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

অর্থাৎ: "আল্লাহ্ তা'আলা এমন সত্তা যিনি তোমাদের উপকারের জন্য যমীনের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।" আরো এরশাদ হয়েছে-

وَسَخَّرَلَكُمْ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

অর্থাৎ: "আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবগুলোকে মহান আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন।"

অতঃপর উল্লিখিত দু'আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তুর ব্যবহারে শরঈ নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত তা হালাল ও জায়েয হিসেবেই বিবেচিত হবে। যেমন আবূ দাউদ শরীফে উল্লেখ আছে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সালমান ফারসী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

اَلْحَلَالُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ وَالْحَرَامُ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

অর্থাৎ: "হালাল ওই বস্তু যা আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাবে হালাল করেছেন এবং হারাম ওই বস্তু যা আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবে হারাম করেছেন এবং যে সম্পর্কে মহান আল্লাহর কিতাবে প্রকাশ্য উল্লেখ নেই, তা ক্ষমাযোগ্য।"

তদুপরি হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে-

مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ

অর্থাৎ: "যা মুসলমানগণ ভাল হিসেবে দেখে, তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছেও ভাল।"

তদুপরি কোরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত বাস্তবসম্মত কানূন হল اَصْلُ الْاَشْيَاءِ الْاِبَاحَةُ (প্রত্যেক বস্তুর মূল বৈধ)। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তু নিষেধ হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল কায়েম না হয় ততক্ষণ তা বৈধ। যেহেতু লাউড স্পীকার ও মাইকের ব্যবহারে কোরআন-হাদীসে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই এবং এটার ব্যবহার ভাল হওয়াকে বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের সমর্থণ রয়েছে আর মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ইবাদত-বন্দেগীতে মাইকের ব্যবহার প্রচলিত। তাই মাইক দিয়ে কোরআন তিলাওয়াত, ওয়ায-নসীহত, দুরূদ-সালাম ও ক্বিয়াম করা বৈধ, শরীয়ত সম্মত ও সর্বোপরি মুসতাহসান তথা উত্তম। ইবাদত-বন্দেগী ও জুমু'আ জামা'আতে মাইকের ব্যবহারকে শিরক বা হারাম ও গুনাহ্ বলা অজ্ঞতারই পরিচায়ক। তারা মাইক ব্যবহার নাজায়েয ও শিরক হওয়ার ব্যাপারে যে দলীল কোরআন থেকে পেশ করে থাকে তা তাদের জ্ঞানশূন্যতারই প্রমাণ বহন করে। যেহেতু প্রশ্নে উল্লিখিত আয়াতে মাইক বা লাউড স্পীকার সম্পর্কিত কোন কথাই উল্লেখ নেই। বরং উক্ত আয়াতে এরশাদ হয়েছে "তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর আর তাঁর সাথে কিছুকে শরীক করিওনা।" তাই উক্ত আয়াত থেকে ইবাদত-বন্দেগীতে মাইকের ব্যবহারকে শিরক ও হারাম বলাটা কোরআনের অপব্যাখ্যা করারই নামান্তর। আর কোরআন অপব্যাখ্যাকারীর ব্যাপারে শরঈ ফায়সালা হল- তার ঠিকানা জাহান্নাম। প্রিয়নবী সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-
مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
অর্থাৎ: "যে পবিত্র কোরআনের মনগড়া (নিজের ইচ্ছেমত) ব্যাখ্যা করবে তার জন্য উচিত সে যেন জাহান্নামে স্বীয় ঠিকানা বানিয়ে নেয়। [মিশকাত ও সুনানি ইবনে মাজাহ]

তবে হ্যাঁ, নামাযের জামা'আত ছোট হলে এবং মাইকের ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন না হলে তখন নামাযে মাইকের ব্যবহার হতে বিরত থাকবে আর জামা'আত বড় হলে মুসল্লীদের ইমামের অনুসরণে ব্যাঘাত হলে, তখন আযান ও ওয়ায-নসীহতের মত নামাযের বড় জামা'আতেও মাইকের ব্যবহার কোন অসুবিধা নাই।

অবশ্য, মাইক ব্যবহার করা হলেও নামাযের জামা'আতে মুকাব্বিরও নিয়োজিত থাকা দরকার, যাতে মুকাব্বির বানানোর সুন্নাতও জারী থাকে এবং নামাযরত অবস্থায় বিদ্যুৎ চলে গেলে কিংবা মাইকে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে মুসল্লীদের ইমামের অনুসরণে অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। সর্বোপরি, মাইকবিরোধীদের পক্ষ থেকে মুকাব্বির বানানোর সুন্নাত উঠে যাচ্ছে মর্মে যে আপত্তি উত্থাপন করা হয়, তাও দূরীভূত হয়ে যায়।

- এ বিষয়ে মাসিক তরজুমান ১৪২৫ হিজরির রজব সংখ্যার ৩০পৃষ্ঠায় দেখুন।

✍মুহাম্মদ ফারূকুল ইসলাম
আইলা, সরোয়াতলী, চট্টগ্রাম

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে ফুল ব্যবহার করা হয় তাতে শুধু শোভা বর্ধিত হয়। অন্য কোন উপকারে আসে না- এ সম্পর্কে শরীয়তের বক্তব্য কীরূপ।

উত্তর ঃ আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবগুলো মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্ট; তদুপরি প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিহিত আছে। তাই প্রতিটি বস্তুই স্বীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। অতএব আল্লাহ তা'আলা ফুলকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে একটা উদ্দেশ্য হল শোভাবর্ধনে ব্যবহার করা এবং ফুলের সুবাস ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়া। এটা এক প্রকার উপকার ও কল্যাণ। যেমন- ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরের সৃষ্টোদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-
اَلْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً الاية
অর্থাৎ: "ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার সৃষ্টির পেছনে উদ্দেশ্য হল যাতে তোমরা এগুলোকে সাওয়ারীর (আরোহণের) কাজে এবং শোভা বর্ধনের জন্য ব্যবহার কর।"

তদুপরি ফুল ও গাছ-পালা, তরু-লতা যতক্ষণ তাজা থাকে ততক্ষণ তা আল্লাহ তা'আলার যিকর-আযকারে রত থাকার বিবরণ হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। তাই খেজুরের তাজা ডাল-পাতা ও তাজা ফুল মুসলমানের কবরে বরকতের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়। যাতে এগুলো কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার যিকরের মাধ্যমে মুসলমান কবরবাসীগণ শান্তি পায়। আর ঈমানদারের অন্তররাজ্য মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রসূলের যিকর-আযকার'র মাধ্যমেই শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে। পরম করুণাময় এরশাদ করেন- اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
অর্থাৎ:"আল্লাহর যিকর দ্বারা অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।"

সুতরাং 'অনুষ্ঠানমালাতে ফুলের ব্যবহার কোন উপকারে আসেনা' এ ধরনের মন্তব্য করা সঠিক নয়। মোদ্দাকথা হল, ভাল ও মঙ্গলময় অনুষ্ঠানে ফুলের ব্যবহার ভাল, পক্ষান্তরে মন্দ ও অশ্লীলতাপূর্ণ অনুষ্ঠানে ভাল ও সাওয়াবের আশা করাটাই জঘন্যতম বেআদবী ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের শামিল। যা অনেক ক্ষেত্রে ঈমান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটাই শরীয়ত ও ইসলামী ফিক্বহের মূলধারা ও ফায়সালা। নূরুল আনওয়ার, মুসাল্লামুস সুবূত ও কিতাবুল আশবাহ ওয়ান নাযাইর (ফন্নে আউয়াল) ইত্যাদিতে আরো বিস্তারিতভাবে এ মাসআলাটি আলোচিত হয়েছে।

✍মুহাম্মদ ইউসুফ
গণ্ডামারা, বড়ঘোনা, বাঁশখালী

প্রশ্ন ঃ একজন লোক আমাকে বলেছে, তোমরা 'ইয়া নবী সালামু আলায়কা' বলে সালাম দাও -এটা কতটুকু যুক্তিপূর্ণ? আরো বলেছে যে, তুমি কি মক্তবে পড়নি 'আগে সালাম পরে কালাম'? তাই এ প্রশ্নের উত্তর দলীলসহকারে জানালে উপকৃত হব। 'মুনীর সালাম' এ রকম বললেও কি সালাম হবে?

উত্তর ঃ রসূলপ্রেমিক মু'মিনগণ প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দুরূদ-সালাম ও মিলাদ-ক্বিয়ামের মুহূর্তে 'ইয়া নবী সালামুন আলাইকা, ইয়া রসূল সালামুন আলাইকা, ইয়া হাবীব সালামুন আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা' সম্বোধনসূচক শব্দ যুক্ত করে সালাম পেশ করে থাকেন। এটা সম্পূর্ণ কোরআন হাদীস তথা শরীয়ত সম্মত। যেমন- নামাযী ব্যক্তি নামায আদায়কালে যখন 'তাশাহহুদ' (আত্তাহিয়্যাতু) পাঠ করেন তখন বলেন 'আস সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবীয়্যু' এটা মূলতঃ 'ইয়া নবী সালামুন আলাইকা'র সাদৃশ রূপ। (আত্তাহিয়্যাতু) যা নামাযে পাঠ করা ওয়াজিব এবং নামাযে ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে নামায নষ্ট হবে এবং অনিচ্ছাকৃত ছেড়ে

দিলে সাহূ সাজদা ওয়াজিব হবে। অতএব, বুঝা গেল, যে নিয়মের সালাম নবীজীর ব্যাপারে নামাযে প্রদান করার বিধান রয়েছে সে রকমের সালাম নামাযের বাইরে অবৈধ হওয়ার মন্তব্য করা অজ্ঞতা ও নবীবিদ্বেষীর নামান্তর। তদুপরি সালাত-সালাম পাঠকালে সম্বোধনসূচক শব্দ দ্বারা নবীজীকে সালাম দেওয়া অতীব গুরুত্ববহ ও ফজীলতময়। যেহেতু এ পদ্ধতির সালাম দ্বারা নবীপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং প্রিয়নবীর প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। দেখুন- মিলাদুন্নবী কৃত: গায্যালিয়ে যামান আল্লামা সৈয়দ আহমদ সা'ঈদ কাযেমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

✍মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ
সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত), গাউসিয়া কমিটি চন্দনাইশ পৌরসভা

প্রশ্ন ঃ রসূলে করীম রঊফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা'র পূর্ণাঙ্গ জীবনী ও সঠিক তথ্য সম্বলিত বাংলাভাষায় প্রকাশিত কয়েকটি বইয়ের নাম জানতে চাই।

উত্তর ঃ রসূলে করীম রঊফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পূর্ণাঙ্গ জীবনী এক বিশাল ব্যাপার। মহানবীর আদর্শ জীবনের প্রতিটি বিষয়ের উপর আলোচনা করতে পারেন বিজ্ঞ সুন্নী ওলামা-ই কেরাম। আরবী ও উর্দূ ভাষায় এমন পূর্ণাঙ্গ বহু পুস্তক রচিত হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এ বিষয়ের উপর লেখা হয়নি তা নয়। তবে কিছু অসুন্নী লেখকের কিছু কিছু আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্যও সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। কোন বক্তব্যে সংশয় দেখা দিলে তা কোন সুন্নী বিজ্ঞ আলিমের নিকট যাচাই করে নেওয়া নিরাপদ। তবুও কিছু বইয়ের নাম উল্লেখ করলাম-

১. 'বিশ্বনবী' : লেখক- কবি গোলাম মুস্তফা
২. 'নূরুন্নবী' : অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলীল
৩. 'হযরত রসূলে করীম'র জীবন ও শিক্ষা' : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত।
৪. 'সীরাতুন্নবী' : আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম মু'আফিরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক বাংলায় অনূদিত।

প্রশ্ন ঃ প্রিয়নবী হুজূরে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রিয়দৌহিত্র হজরত ইমাম হাসান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করলে বাধিত হব। বিশেষতঃ তার ইন্তিকাল সম্পর্কিত ঘটনাবলী, ইন্তিকালের তারিখ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

উত্তর ঃ হুজূরে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রিয় দৌহিত্রের নাম 'হাসান', উপনাম- 'আবূ মুহাম্মদ', পিতা: শের-ই খোদা হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, মাতা: হযরত ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা, দাদা: আবূ তালেব। জন্মকাল: তৃতীয় হিজরির ১৫ই রমজানুল মুবারক। জন্মস্থান: মদীনা মুনাওয়ারা। তিনি বিশ্বজাহানের ও জান্নাতের মহিলাদের সর্দার হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহার প্রথম পুত্র। বেহেশতের যুবকদের অন্যতম সর্দার প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনকে জান্নাতের ফুল বলেছেন এবং নবীজীর নূরানী দেহ মুবারকের উপরিভাগের সাথে ইমাম হাসান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাদৃশ ছিল মর্মে পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে।

তিনি ছিলেন সহনশীল, দানবীর, খোদাভীরু, স্থির, ভাবগাম্ভির্য সম্পন্ন, মর্যাদাবান, দুনিয়া বিমুখ বিশাল জ্ঞান ভান্ডারের অধিকারী ও বড় আবিদ। তিনি ফিতনা ও রক্তপাত থেকে অনেক অনেক দূরে থাকতেন। দানে তুলনাহীন ছিলেন। অধিকাংশ সময়ে একেকব্যক্তিকে লক্ষ লক্ষ দেরহাম দান করতেন। তিনি পঁচিশ বার মদীনা শরীফ থেকে পায়ে হেঁটে হজ্বব্রত পালন করেছিলেন। তিনি মিষ্টভাষী ছিলেন, মুখ দিয়ে কোন সময় অশ্লীল কথা বের হয়নি। শের-ই খোদা হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর তিনি ছ'মাস যাবত খেলাফতের আসনে আসীন ছিলেন। তারপর বিভিন্ন শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহর প্রিয় রসূলের উম্মতকে রক্তপাত থেকে হিফাযতের নিমিত্তে খেলাফতের জিম্মাদারী হযরত আমীর-ই মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অর্পণ করেন। 'তারীখে খোলাফা'র বর্ণনা মুতাবেক তাঁর স্ত্রী 'জান্দা বিনতে আশআস' ষড়যন্ত্র করে ইয়াযীদের কুপরামর্শে তাঁকে বিষ পান করিয়েছেন। ফলে তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন। ঐ বিষপানের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ঊনপঞ্চাশ হিজরির ৫ রবীউল আউওয়াল। ঐ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর ৬ মাস কয়েক দিন। বিষ পান করানোর পেছনে কার ষড়যন্ত্র ছিল এ ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে হযরত ইমাম হুসাইন রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জিজ্ঞাসার জবাবে ইমাম হাসান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্পষ্টভাবে কারো নাম উল্লেখ করেননি। এ বিষয়ে ফায়সালা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করেছেন এবং তিনি ধৈর্যের সবক দিয়েছেন। বিস্তারিত দেখুন ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি রচিত 'তারীখুল খুলাফা' ও সদরুল

আফাজিল মুফতী সৈয়দ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি কর্তৃক রচিত 'সাওয়ানেহে কারবালা' ইত্যাদি।

মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন
বড়দিঘীর পাড়, চট্টগ্রাম

প্রশ্ন ঃ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাতেল ইমামের পেছনে নামায পড়তে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে- এ নামায কি আদায় হবে নাকি পুনরায় আদায় করে নিতে হবে?

উত্তর ঃ বাতেল আকিদা সম্পন্ন ইমামের পেছনে জেনে শুনে নামায পড়লে গুনাহগার হবে। পড়লে পরবর্তীতে ঐ নামায পুনরায় অবশ্যই আদায় করে দিতে হবে।

ফতহুল কদীর শরহে হিদায়া কিতাবে ইমাম কামালুদ্দীন ইবনে হুম্মাম হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম-ই আ'যম হযরত আবূ হানিফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে শাইবানী রহমাতুল্লাহি আলায়হিম এ তিনজন মহান ইমামের বরাতে উল্লেখ করেছেন

لَاتَجُوْزُ الصَّلٰوةُ خَلْفَ اَهْلِ الْاَهْوَاءِ

(বদ-দ্বীন তথা বদমাযহাবীর পেছনে নামায বৈধ নয়)

আ'লা হযরত ইমাম শাহ্ আহমদ রেযা খান ব্রেলভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'ফতোয়ায়ে রেজভিয়া'র ৩য় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন, "ওহাবী তথা বাতিল আকীদা সম্পন্ন ইমামের পেছনে নামায বাতেল। ওই নামায মোটেই আদায় হবে না।"

অতএব সুন্নী ইমাম পাওয়া না গেলে নামায একাকী পড়বে। কোন ওহাবী, মওদূদী, খারেজী আকীদা সম্পন্ন ইমামের পেছনে নামায পড়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। না জেনে কোন বাতিল ইমামের পেছনে নামায আদায় করার পর পরবর্তীতে তার বদ আকীদা সম্পর্কে জ্ঞাত হলে অবশ্যই উক্ত নামায পুনরায় পড়ে নিবে। (ফতহুল কদীর ও ফতোয়ায়ে রেজভিয়া)

প্রশ্ন ঃ বিয়ে, আক্বীক্বাহ, জন্মদিবস, খতনা এ জাতীয় অনুষ্ঠানে উপহার সামগ্রী দেয়া ইসলাম সমর্থন করে কিনা?

উত্তর ঃ উপহার তথা হাদিয়া-তোহফা আদান প্রদান করা সুন্নাত তথা কোরআন হাদীস সম্মত। প্রিয়নবীজী নিজেই হাদিয়া কবূল করেছেন এবং অপরকে প্রদান করেছেন। তিনি সাহাবা-ই কেরাম তথা নিজের উম্মতকে হাদিয়া আদান-প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন তোমরা পরস্পর হাদিয়া আদান-প্রদান কর, যা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হয়। অন্য হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন তোমরা পরস্পর হাদিয়া আদান-প্রদান কর। এর ফলে পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়।

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল, সমাজে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য হাদিয়া আদান -প্রদান করা ভাল ও মঙ্গলময়। তাই আমাদের দেশে বিয়ে, আক্বীক্বাহ, জন্ম দিবস ও খতনা এ জাতীয় ভাল অনুষ্ঠানে উপহার সামগ্রী দেওয়া মূলত প্রিয়নবীর এরশাদের প্রতিফলন মাত্র। অবশ্য এটা একমাত্র রাজী-রগবতের ভিত্তিতেই দেয়া হয়। এতে দোষের কিছু নেই। তবে বিয়ে-শাদী, খতনা- মুসলমানী ও আক্বীক্বাহ অনুষ্ঠানের মত পুণ্যময় অনুষ্ঠানে দাবি করে যৌতুক আদায় করা বা গরু-ছাগল ইত্যাদি জোরপূর্বক নেয়া না দিলে বা দিতে অক্ষম হলে আত্মীয়তার মধ্যে সুসম্পর্ক নষ্ট করা অবশ্যই যুলমের শামিল। যা কখনো শরীয়ত সম্মত হতে পারেনা।

গাযী আহমদ শফী
বিবিরহাট, ফটিকছড়ি

প্রশ্ন ঃ আমাদের মসজিদে আজ হতে প্রায় ৭/৮ বছর পর্যন্ত একজন মুয়াজ্জিন থাকেন। তিনি কোরআন শরীফ পড়তে জানেন এবং কয়েকটি সূরাও মুখস্ত জানেন। কিন্তু তার প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া নাই। আর ঘড়িতে ক'টা বাজে তাও চিনেনা, কানেও কম শুনেন। তিনি নামায আদায় করার সময় সাজদায় গেলে মাটিতে তার কপাল লাগায় কিন্তু নাক লাগান না এবং সাজদায় তার পা একটা তুলে ফেলে, কোন সময় উভয় পা মাটিতে লাগান না। তার ইমামতিতে মুক্বতাদীদের নামায আদায় হবে কিনা জানাতে অনুরোধ রইল।

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি ক্বিরআত শুদ্ধ করে পড়তে জানেনা, রুকূ'-সাজদাহ্ ঠিকভাবে আদায় করতে জানেনা, নামাযের নিয়ম-কানূন সম্পর্কে অজ্ঞ, তার জন্য নামাযে ইমামতি করা হারাম ও গুনাহ্। আর তার পেছনে জেনে-শুনে ইক্বতিদা করাও গুনাহ্ এবং এটা মূলত নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয ইবাদতকে হালকা ও তুচ্ছ মনে করার নামান্তর, যা কোন প্রকৃত ঈমানদারের জন্য কল্পনাও করা যায়না। আরো উল্লেখ্য যে, নামাযের সাজদা অবস্থায় উভয় পায়ের দশটি আঙ্গুলের পেট যমীনে লাগানো সুন্নাত আর উভয় পায়ের তিন আঙ্গুলের পেট যমীনে লাগানো ওয়াজিব আর একটি করে আঙ্গুলির পেট যমীনে লাগানো শর্ত ও

ফরজ। যদি একটি আঙ্গুলের পেটও না লাগে এবং উভয় পা সাজদা অবস্থায় যমীন হতে আলগা হয়ে যায় তাহলে নামায ফাসিদ বা নষ্ট হয়ে যাবে। উক্ত নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। অথচ এ ব্যাপারে অনেক ইমাম এবং মুসল্লী উদাসীন। এতটুকু জরুরী মাসআলা যে জানেনা তার জন্য ইমামতী করা এবং তার পেছনে নামায আদায় করা মারাত্মক অপরাধ ও গুনাহ। এ বিষয়ে রদ্দুল মুহতার ও ফতোয়ায়ে রজভিয়ায় বিস্তারিত বর্ণিত রয়েছে।

✍মুহাম্মদ ইউসুফ
বারখাইন জামেয়া জমহুরিয়া মাদরাসা

প্রশ্ন ঃ নাবালেগ নারী বা পুরুষ মারা গেলে যদি তাঁর আক্বীক্বাহ দেওয়া না হয়, তাহলে ওই নাবালেগ ছেলেমেয়েরা কি ক্বিয়ামতের দিন তাঁদের মাতাপিতার জন্য সুপারিশ করতে পারবে? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর ঃ সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার শোকরিয়ায় যে হালাল জানোয়ার যবেহ করা হয় তাকে আক্বীক্বাহ বলে। ওই আক্বীক্বাহ হানাফী মাযহাবে মুস্তাহাব তথা সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ। যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র বাণী ও কর্ম দ্বারা প্রমাণিত। তাই একজন মুসলিমের আর্থিক সচ্ছলতা থাকলে আক্বীক্বাহ ছেড়ে দেওয়া অকৃতজ্ঞতার পরিচয়। তবে কোন ছেলেমেয়ের আক্বীক্বাহ করা না হলে আর উক্ত শিশু নাবালেগ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ক্বিয়ামতের দিন পিতামাতা উক্ত ছেলেমেয়ের সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে এটা বলা যাবেনা। কেননা ক্বিয়ামতের দিবসে নাবালেগ ছেলেমেয়ের পিতামাতার জন্য সুপারিশ করার সাথে আক্বীক্বাহ করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে ছেলেমেয়ের আক্বীক্বাহ করা না হলে অবশ্যই আক্বীক্বার ফজীলত ও নেকী হতে পিতামাতা বঞ্চিত হবে। আর আক্বীক্বার দ্বারা নবজাত ছেলেমেয়েরা অনেক বালা-মুসীবত ও দুঃখ-দুর্দশা হতে মুক্তি পায়। সুতরাং সামর্থবানদের জন্য আক্বীক্বাহ'র ফজীলতপূর্ণ নেক আমল ও সুন্নাতকে বাদ দেয়া অবশ্যই দুঃখজনক ও অমঙ্গলময়।

[আশি আতুল লুম'আত, মেরাত ও মিরকাত শরহে মিশকাত ইত্যাদি দেখুন।]

✍মুহাম্মদ আবুল কাসেম
উত্তর ধুবনী, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট

প্রশ্ন ঃ 'ফতোয়ায়ে রশিদিয়া'য় আছে হুজূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জন্য 'রহমাতুল্লিল আলামীন' খাস নয়। অন্যান্য নবী, আউলিয়া ও আলিমদেরকেও রহমাতুল্লিল আলামীন বলা জায়েয আছে। এই কথা লেখা ও বিশ্বাস করা গোমরাহী। রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীর উক্ত কথাটি কতটুকু গোমরাহীপূর্ণ বুঝিয়ে বলবেন।

উত্তর ঃ সুলতানুল আরিফীন মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় রচিত কিতাব 'খাসাইসে কুবরা' শরীফে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' এই গুণটি মহানবী সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জন্য খাস হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং উক্ত বর্ণনার শিরোনামে লিখেছেন-

باب اختصاصه ﷺ بانه بعث رحمة للعٰلمين

অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে রহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে, এটা তাঁর খাস বৈশিষ্ট্য। আর 'বাহারে শরীয়ত' গ্রন্থে হযরত আমজাদ আলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি عقائد متعلقہ بنبوت পরিচ্ছেদে নবীদের সম্পর্কে আক্বীদার দীর্ঘ বর্ণনার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বিশেষত্বের বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে তিনি লিখেছেন-

عقیدہ: حضور اقدس ملائکہ انس وجن وحور وغلمان
وحیوانات وجمادات غرض تمام عالم کیلئے 'رحمت' ہیں

অর্থাৎ: "হুজূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফিরিশতা, জিন, হূর, গিলমান প্রাণীজগত ও জড়পদার্থ তথা সমগ্র জাহানের জন্যই 'রহমত'।"

তদুপরি মহান আল্লাহ্ স্বীয় জাত সম্পর্কে 'রব্বুল আলামীন' বলেছেন এবং প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' বলেছেন। সুতরাং দ্বিপ্রহরের সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যেভাবে মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য 'রব্বুল আলামীন' বলা প্রযোজ্য হতে পারেনা, সেভাবে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর হাবীব ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টির জন্য 'রহমাতুল্লিল আলামীন' প্রযোজ্য নয়।

সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বিশেষত্বকে অস্বীকার করে আরো অনেকেই রহমাতুল্লিল আলামীন হতে পারে বলে আক্বীদা পোষণ করা নবীবিদ্বেষী ও মহানবীর মর্যাদা ক্ষুন্ন করার নামান্তর। দেখুন: আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি রচিত 'খাসাইসে কুবরা' ইত্যাদি।

✍মুহাম্মদ আবদুল করীম
স্নাতক (সম্মান) শেষবর্ষ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশ্ন ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে মুয়াজ্জিন ও ইমাম/খতীবের

যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করার নিবেদন করছি, যাতে আমার মত অনেকেই এ বিষয়ে জ্ঞাত হতে পারে।

উত্তর ঃ একজন মুয়াজ্জিনের যোগ্যতা অর্জনে শরীয়তের কিছু বিধিমালা রয়েছে। তা বিদ্যমান থাকলে তাকে যোগ্য মুয়াজ্জিন বলা শুদ্ধ হবে। যেমন- ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

اهلية الاذان تعتمد بمعرفة القبلة والعلم بمواقيت الصلوٰة وينبغى ان يكون المؤذن رجلا عاقلا صالحا تقيا عالما بالسنة۔

অর্থাৎ আযান দেওয়ার যোগ্যতা নামাযের সময়সমূহের সাথে জ্ঞান থাকা এবং কেবলার দিক সম্পর্কে পরিচিতি থাকার উপর নির্ভরশীল এবং মুয়াজ্জিন পুরুষ, বুদ্ধিমান, নেককার, পরহেযগার এবং সুন্নাত সম্পর্কে আলিম হওয়া উচিত। উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যার কাছে সূর্য বা ঘড়ি দেখে নামাযের সময় নির্ধারণ করার ক্ষমতা নাই, সে মুয়াজ্জিন হওয়ার যোগ্য নন এবং যে সুন্নাত তথা মাসাইলে তাহারাত, আযান ও নামায সম্পর্কে জ্ঞানী নয় সে মুয়াজ্জিনের যোগ্য নয়।

আর ফতোয়ায়ে রেজভিয়ার বর্ণনানুযায়ী ইমামতি শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইমাম সাহেব সুন্নী, সঠিক আক্বীদাসম্পন্ন, বিশুদ্ধ ক্বিরআত পাঠকারী, মাসাইলে তাহারাত ও নামায সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হওয়া এবং তাঁর মধ্যে এমন মন্দ বিষয় না থাকা জরুরী যা দ্বারা মুসল্লীগণ তাকে ঘৃণা করবে। উল্লিখিত গুণাবলী একজন ইমামের জন্য অপরিহার্য। অতএব যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিন হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা তার ইমামতি করা আদৌ শুদ্ধ নয়। সাজদা করা অবস্থায় কপালের সাথে নাক ও সাজদার স্থান স্পর্শ করা দরকার এবং উভয় পায়ের দশ আঙ্গুলের পেট নামাযের স্থানের সাথে লাগানো সুন্নাত এবং কমপক্ষে উভয় পায়ের তিনটি করে ছ'আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগানো ওয়াজিব অন্তত একটি করে পায়ের আঙ্গুলির পেট মাটি স্পর্শ করা ফরজ। সুতরাং কেউ যদি সাজদা করা অবস্থায় স্থান হতে এক বা উভয় পা উপরে তুলে ফেলে বা কোন আঙ্গুলের পেট মাটিতে না লাগায় তাহলে নামায শুদ্ধ হবেনা। ওই নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। এ সব বিষয়ে একজন মুয়াজ্জিন, ইমাম ও খতীব সম্পূর্ণ অবগত হতে হবে। (এসব ব্যাপারে বিশেষতঃ মুয়াজ্জিন ও ইমামের যোগ্যতা সম্পর্কে ইমাম আ'লা হযরত শাহ্ আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি রচিত 'ফতোয়ায়ে রেজভিয়া'য় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

Millions of global business professionals are now getting a good night's sleep.

Supply chain is like the nervous system. A company's customer reach and revenue directly depends on it. A drop in liner connection by a day, or a sorting mistake occurring from a miscalculation can result into missing opportunities to reach the market fast enough. We understand this, by our heart and soul. The very fact that six of the world's top ten retail chains and three of the top ten global brands have entrusted their supply chain responsibilities to us tells you our expertise. For years we have developed ourselves as one of the bests in supply chain solutions management. And helped countless business professionals worldwide stop seeing nightmares.

MGH
GROUP

Business Beyond Boundaries

MGH Group. Jahangir Tower (5th floor), 10 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215. www.mghgroup.com

Other core investments : International Transportation / Lines Shipping Agency / Media and Entertainment / Information Technology / Computerized Reservation Systems / Nationwide Consumer Products Distribution Network / Commercial Banking / Multi-unit Branded Food & Beverage Chain.

ক্রোধ জীবন ধ্বংসকারী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে মুসলমানেরা! যদি তোমাদের মধ্যে কাহারো ক্রোধ আসে, তাহলে তার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে চুপ হয়ে যাওয়া জরুরি। [মাআরেফুল হাদীস] যে ব্যক্তি শক্তিশালী নয় যে লোকদেরকে দাবিয়ে রেখে পরাজিত করে বরং শক্তিশালী ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফস (প্রবৃত্তি) কে দমন এবং পরাজিত করতে পারে। [মাআরেফুল হাদীস]

মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ ক্রোদের ব্যাপারে যে অনুসন্ধান চালিয়েছেন তা পাঠকদের জন্য উল্লেখ করছি। ক্রোধ সমাজের সে সব মারাত্মক অন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠিত জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। এতে মানুষ সর্বদা সে সকল অবস্থার সম্মুখীন হয় যার ফলে তার শিরাতন্ত্র এবং ইন্দ্রিয় সমূহ কুঁকড়ে যায়। এতে তার স্মরণশক্তিও প্রভাবিত না হয়ে পারে না। মূলত ক্রোধ, ইন্দ্রিয় এবং শিরাতন্ত্রের ভাব প্রকাশক। আর একথাটি প্রকাশ করে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সহন শক্তিকম এবং সিদ্ধান্ত নেয় তাড়াহুড়া করে এমনকি এ ধরনের লোকেরা সর্বদা লজ্জা ও অপমানকর অবস্থার সম্মুখীন হয়।

আমেরিকার ডিউক ইউনিভার্সিটির একজন বিজ্ঞানী ভাষার রেড ফোর্ড বি ভিলমজের মতে ক্রোধ সম্পন্ন ও হিংসাপোষণকারী ব্যক্তিরা তাড়াতাড়ি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। তাদের মতে এগুলো দ্বারা মানুষ ঐ পরিমাণই ক্ষতিগ্রস্থ হয় যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ হয় ধূমপান এবং হাই ব্লাড প্রেসারের কারণে। আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানী সাহিত্যিকদের সেমিনারে বক্তৃতা দানকালে তিনি বলেন অনেক লোক শুধুমাত্র হিংসা বিদ্বেষে কঠিনভাবে আবেগতাড়িত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যায়। ক্রোধ এবং হিংসা হৃদয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি। এমনিভাবে লোভ লালসায় লিপ্ত ব্যক্তি, অস্থির ও অধৈর্য লোক আশা আকাঙ্খার হাতে নিজের জীবন বাতি নিভিয়ে দেয়। সুতরাং ক্রোধ একটি প্রাণ নাশক জিনিস, মুসলমানদের প্রতি এ নির্দেশ রয়েছে যে, ক্রোধ আসা অবস্থা যদি দাঁড়ানো থাকে তাহলে বসে যাও। বসা থাকলে শুয়ে পড়। যদি এতে ক্রোধ ঠান্ডা না হয় তবে পানি পান করে নাও। ধর্মপ্রচারকদের মতেও ক্রোধ এবং লোভের কারণে জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়।

মুহাম্মদ আলী আছগর
সরকারী সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

'আবদুস সামাদ' ২১ বছর পর 'হুসনে আরা বেগম'

সুদীর্ঘ ২১টি বছর ধরে ছেলে অবস্থায় জীবন যাপন করার পর ১৯৭৫ সালে এক অপারেশনের পর বগুড়ার ঠেঙ্গামারা গ্রামের আবদুস সামাদ হয়ে উঠেন এক পরিপূর্ণ নারী। তার পুরুষ নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ হয় হুসনে আরা বেগম। নারীর পূর্ণতা পেয়ে অখুশী নন হুসনে আরা। দেশ তথা সমাজের নারীদের প্রতিষ্ঠা করতে ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করার ব্রত নিয়ে হোসনে আরা ঠেঙ্গামারা গ্রামে গড়ে তুলেন একটি সমিতি। তার নাম ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ। সংক্ষেপে টি.এম এস. এস। গত ২০ এপ্রিল সংগ্রামী এ নারী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরে আসেন দু'দিনের জন্য। অতি কাছ থেকে দেখে যান পার্বত্য আদিবাসীদের জীবন যাত্রা সংস্কৃতি কৃষ্টি। পার্বত্য আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা এ সংগ্রামী নারীকে "দরিদ্র মাতা" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। খাগড়াছড়িতে সংগ্রামী এ নারী সাংবাদিকদের সাথে একান্ত আলাপে তার পুরুষ থেকে নারীতে পরিণত হওয়া ও তার সংগ্রামী জীবনে নানা দিক তুলে ধরেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি পুরুষ থেকে নারী হিসেবে কত সালে রূপান্তর হন।

হুসনে আরা ঃ ১৯৭৫ সালে আমার পেটে এক জটিল অপারেশন হয়। অপারেশনের আগে ডাক্তার বলেছিলেন (হুসনে আরা) বেঁচে থাকলে মেয়ে হিসাবেই পরবর্তীতে বাঁচবে। সে থেকেই আমি নারী।

প্রশ্ন ঃ আপনি পুরুষ হিসেবে ২১টি বছর কাটালেন। তাই নারী না পুরুষ হিসাবে সাচ্ছন্দ বোধ করেন।

হুসনে আরা ঃ নারী জীবনেই আমি বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি।

প্রশ্ন ঃ আপনি একজন সরকারি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষকতা জীবন ছেড়ে এখন (টি.এম.এস.এস) এর বর্তমানে নির্বাহী পরিচালক। কিভাবে এ সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন?

হুসনে আরা ঃ '৮০এর দশকে ভিখারীরা (মহিলা) এক মুঠো চাল জমা করে। তা দিয়ে টি.এম.এস.এস এর একটি ক্ষুদ্র সমিতি করি। বর্তমানে নারী-পুরুষ সকলে মিলে দু'যুগ ধরে এ সমিতির কাজ করে চলেছে। বর্তমানে এ সংস্কার কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিচ্ছি। পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলায়ও সকল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আমরা কাজ করতে চাই।

প্রশ্ন ঃ আপনার কয় ছেলে মেয়ে।

হুসনে আরা ঃ আমার একটি মাত্র ছেলে। তার নাম টি.এম. আলী।

মুহাম্মদ জহুরুল আলম।
খাগড়াছড়ি

'বেলজিয়ামে ৫০টি সেরা তালিকায় বাংলাদেশী রেস্তোরাঁ

বেলজিয়ামের ৫০টি সেরা রেস্তোরাঁর তালিকায় বাংলাদেশী একটি রেস্তোরাঁ স্থান পেয়েছে এপ্রিল মাসের শুরুতে বিষয়টি ঘোষিত হওয়ার পর এই রেস্তোরাঁয় সুস্বাদু বাংলাদেশী খাবারের জন্য লোকজন ভিড় করছে।

গত আশির দশকে বেলজিয়ামে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাওয়া চট্টগ্রামের এক যুবক ২০০৩ সালে স্যাফরন নামে এক রেস্তোরাঁ চালু করেন। রেস্তোরাঁটি চালুর মাত্র চার বছরের মধ্যে এ সাফল্য অর্জন করেছে। বেলজিয়াম ম্যাগাজিন এ্যানাক আয়োজিত প্রতিযোগিতার মধ্যদিয়ে স্যাফরন রেস্তোরাঁ এই গৌরব অর্জন করে। রেস্তোরাঁর মালিক ও প্রধান শেফ মাশুক রহমান জানান, অনটুইপের ১৫ জিওজোনস্ট্রিট স্ট্রিটে অবস্থিত এ রেস্তোরাঁয় ব্যাপকভাবে আগত অতিথিদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগের বেশি অতিথিকে আমরা একই সময়ে আপ্যায়ন করতে পারি না। এই সাফল্যের গোপন রহস্য সম্পর্কে মাশুক রহমান বলেন, মশলার ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে কিভাবে মজাদার খাবার তৈরি করতে হয় অধিকাংশ শেফই তা জানে না। এই কৌশল যিনি রপ্ত করতে পারেন সাফল্য তার হাতে সহজেই ধরা দেবে। চট্টগ্রামের সমুদ্র সৈকত পতেঙ্গার ছেলে মাশুক জানান, বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে তিনি ইউরোপীয় বন্ধুদের জন্য নানা ধরণের খাবার তৈরি করতেন। এসব খাবার খেয়ে তার বন্ধুরা তাকে রেস্টুরেন্ট খোলার ব্যাপারে উৎসাহিত করে। ফলে কারিগরি পেশা ছেড়ে দিয়ে তিনি রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় নেমে পড়েন। রেস্টুরেন্ট প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বন্ধুরা আমার বাড়িতে বাংলা খাবার খেতে খুব পছন্দ করতো এবং তারা বেশিসংখ্যক বেলজীয়কে বাংলাদেশী খাবার খাওয়ানোর লক্ষ্যে রেস্টুরেন্ট খোলার জন্য চাপ দিতে থাকে। মাশুক এবং অনুক উভয়ই এই রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করেন এবং বর্তমানে তারা বেলজিয়ামের অন্যান্য নগরীরর পাশাপাশি ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে এ রেস্তোরাঁর শাকা বিস্তারের পরিকল্পনা করছেন। এসব স্থানে তাদের রেস্টুরেন্টের খাবারের বিপুল চাহিদা রয়েছে। বেলজিয়ামের অন্যান্য নগরীতে এ পর্যন্ত আরো ১০/১২টি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট রয়েছে। মাশুক বাংলা খাবার বিষয়ে 'গরম মসলা' নামে একটি বই প্রণয়ন করেন, যা গত মাসে ইউরোপেই প্রকাশিত হয়। গত ২৯ তারিখে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি এক সপ্তাহের মধ্যে প্রচুর বিক্রি হয়েছে।

সংগ্রহে ঃ সাঈদুল মুস্তাফা নক্বী
কুলগাঁও, জালালাবাদ, চট্টগ্রামক।

গরমে ফলের রস

প্রচণ্ড গরমে তাপের প্রভাব থেকে শরীরকে রক্ষা করার জন্যই ঘামের উৎপত্তি, ঘাম নির্গমন মানেই শরীরের একটি বড় অংশের পানি দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া, যা পূরণ করা না গেলে দেখা দেবে পানি শূন্যতা। কাজেই এ সময় বেশি বেশি পানীয় পান করা উচিত। যেহেতু ঘামের সাথে প্রচুর পরিমাণ লবণ বেরিয়ে যায় সেহেতু আমাদের উচিত এমন পানীয় পান করা যা সেই বেরিয়ে যাওয়া লবণের ঘাটতি পূরণ করে। এক্ষেত্রে ফলের রসের ভূমিকা অপরিসীম। পুষ্টি বিজ্ঞানী সৈয়দা শারমিন আখতার বলেন, সাধারণত একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক ৮-১০ গ্লাস পানি পান করা উচিত। তবে এ গরমে ১০-১২ গ্লাস পানি পান করা খুবই জরুরি। আর এ পরিমাণের যদি অর্ধেকটাই আসে ফলের রস থেকে তাহলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। মনে রাখা উচিত বাইরের কোনো জুস বা শরবতের চেয়ে ঘরে বানানো জুস বেশি উপকারী। শুধু ত্বক বা চুলই নয়, শরীরের জন্যও অত্যন্ত উপকারী এ ফলের রস, এ সময়ের দৈনিক তিন রকমের ফল বা ফলের তৈরি শরবত পান করা উচিত, ঋতুকালীন ফলতো আছেই, এছাড়া যেসব ফল সারা বছর পাওয়া যায় সেগুলো দিয়েও জুস বানানো সম্ভব। শরবতের স্বাদ বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করুন পুদিনাপাতা, সাদা গোলমরিচ, বিট, লবণ, জিরা ইত্যাদি। চিনির পরিমাণ তুলনামূলক কম থাকলে তা বেশি উপকারী। তবে বাইরের কোটার জুস এড়িয়ে চলা উচিত।

সংগ্রহে ঃ মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম নিজামী।
চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গুনীয়া.

মাশরুম : ডায়বেটিস রোগীর জন্য উপকারী

* বহুমূত্র ও ডায়বেটিস রোগী জন্য মাশরুম বিশেষ উপকারী। ডায়বেটিস বা হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য শর্করা ও ফ্যাট জাতীয় খাবার খেতে বাধা থাকে বলে মাশরুম নিয়মিতভাবে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

* উচ্চ রক্তচাপ (হাইব্লাডপ্রেসার) জনিত রোগ আক্রান্ত রোগীর পক্ষে মাশরুম আদর্শ খাদ্য হিসেবে কাজ করতে পারে। মাশরুমে ভিটামিন বি.সি এবং ডি থাকায় হৃদরোগ হওয়ার ঝুঁকি যাদের থাকে তারা নিয়মিত সবজি সালাদ বা অন্য উপায়ে মাশরুম খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন।

* যারা ওজন কমাতে আগ্রহী বা মোটা হওয়ার প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকতে চান

তাদের নিয়মিত মাশরুম খাওয়া উচিত।

* মাশরুম ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমীক্ষায় দেখা গেছে মাশরুমের মধ্যে এমন সব গুণাগুণ আছে যা ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে।

* শরীরে অ্যানিমিয়া বা রক্তশূন্যতা দেখা দিলে নিয়মিত মাশরুম খাওয়া উচিত, কারণ মাশরুমে মাংসের সমতুল্য ফোলিক অ্যাসিড থাকায় শরীরে রক্তের গুণাগুণ যেমন সঠিক রাখতে পারে তেমনি রক্তশূন্যতা রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি জোগাতে পারে।

* মাশরুমে প্রচুর পরিমাণে এলজাইম বা উৎসেচক বিশেষক ট্রিপসিন এবং অগ্নাশয় থেকে নির্গত জারকস আছে বলে মাশরুম খাদ্য পরিপাক ও হজম শক্তি বৃদ্ধি করে এবং কোষ্টকাঠিন্য প্রতিরোধ করে।

* সাদা বোতাম মাশরুম এবং ঝিনুক মাশরুমে পর্যাপ্ত পরিমাণ রেটেনি আছে বলে নিয়মিত কেলে টিউমার প্রতিরোধ করার শক্তি রাখে।

* চর্মরোগ প্রতিরোধে মাশরুম বিশেষভাবে উপকারী। ঝিনুক মাশরুমের নির্যাস থেকে খুশকি প্রতিরোধকারী ওষুধ তৈরি করা হয়।

* মাশরুমে কিছুটা নিয়াসিন এবং প্যান্টোথ্যানিক অ্যাসিড থাকায় যে সমস্ত রোগী হাত-পায়ে জ্বালা অনুভব করেন তাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মাশরুম রাখা উচিত।

* মাশরুমের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস আছে বলে হাড় ও দাঁতের অবস্থানকে সুদৃঢ় রাখতে মাশরুম কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

সোলাম কিবরিয়া, ঢাকা

কেন হয় সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ

আমাদের এই পৃথিবীর সব শক্তির উৎস সূর্য। পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ সূর্যের বলেই বলীয়ান। সূর্যের দীপ্তিতে দীপ্ত। এই সূর্যের উপস্থিতির জন্যই দিন আলোকিত হয়। আর সূর্য অনুপস্থিতির কারণে রাত বা অন্ধকার নেমে আসে। কিন্তু অনেক সময় মেঘমুক্ত আলোকোজ্জল দিনে আকাশে সূর্য থাকা সত্ত্বেও কিছু সময়ের জন্য নেমে আসে অন্ধকার, মনে হয় কে যেন গ্রাস করেছে সূর্যকে। এর নাম সূর্যগ্রহণ। সূর্যগ্রহণ নিয়ে আমাদের বিশ্বাস ও প্রচলিত ধর্মগুলোতে বিভিন্ন ধরনের উপকথা রয়েছে। কেউ মনে করেন বিশাল ড্রাগল গিলে ফেলে সূর্যকে এবং এ রকম আরো আরো ভিত্তিহীন গুজব। প্রকৃতপক্ষে এটি সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবীর পারস্পরিক প্রদক্ষিণের ফসল বৈ কিছু নয়। চাঁদ প্রদক্ষিণ করে তার গ্রহ পৃথিবীকে এবং প্রদক্ষিণরত চাঁদসহ পৃথিবী ঘোরে সূর্যকে ঘিরে। এ পারস্পরিক প্রদক্ষিণের সময় সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী থাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থানে। মাঝে মধ্যে এ তিনটি অবস্থান করে একই সরলরেখায়। এমন কোন অবস্থায় চাঁদের অবস্থান যদি হয় পৃথিবী ও সূর্যের ঠিক মাঝে বরাবর, তাহলে সূর্য থেকে পৃথিবীতে সরাসরি আলোক আসতে গিয়ে চাঁদে বাধাপ্রাপ্ত হবে। তখন পৃথিবী থেকে সূর্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে একটি অন্ধকার বৃত্ত ঢেকে ফেলছে সূর্যকে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতেও নেমে আসবে বেশ অন্ধকার। চাঁদ যদি থাকে পৃথিবী ও সূর্যের ঠিক মাঝ বরাবর তাহলে হবে সূর্য গ্রহণ এবং চাঁদের অবস্থান আংশিক আশপাশে থাকলে হবে অর্ধ গ্রহণ বা আংশিক গ্রহণ। চন্দ্রগ্রহণ প্রায় একই প্রক্রিয়ার ফল, রাতে আমরা চাঁদের যে দীপ্ত দেখি যা মূলত সূর্যের আলো। সূর্যের আলো চাঁদে গিয়ে পড়ার ফলেই একে পৃথিবী থেকে এমন উজ্জ্বল দেখায়। এখন সূর্য থেকে চাঁদ বরাবর আলো যাওয়ার পথের মাঝে যদি পৃথিবী এসে দাড়ায় তবে হঠাৎ করেই পৃথিবীর ছায়ায় ঢেকে যায় চাঁদের দীপ্ত। এর নামই চন্দ্র গ্রহণ। পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিকগতিসহ চাঁদ ও সূর্যের গতির উপর নির্ভর করেই নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কয়েক বছর পরপর সূর্যগ্রহণ এবং বছরে একাধিকবার চন্দ্রগ্রহণ। সুতরাং সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে স্রেফ একটি স্বাভাবিক জাগতিক ঘটনা। ওসব রাহু বা ড্রাগন গ্রাস-টাস কিছুই নয়।

সংগ্রহে ঃ মুহাম্মদ এসকান্দর হোসেন আকাশ
উত্তর সর্তা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

বিভিন্নভাবে ১১ শব্দটির মিল

ইংরেজিতে নিউইয়র্ক সিটি শব্দটি লিখতে মোট ১১টি অক্ষর প্রয়োজন হয়। ইংরেজিতে আফগানিস্তান শব্দটি লিখতেও একইভাবে ১১টি অক্ষর লাগে। রামসিন ইউসেব নামের সন্ত্রাসী যে ১৯৯৩ সালে সর্ব প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের হুমকি দেয়, তার নাম ইংরেজিতে লিখতেও মোট ১১টি অক্ষর লাগে। একইভাবে জর্জ ডব্লিউ বুশ লিখতেও ১১টি শব্দের প্রয়োজন। বিষয়টি খুবই কাকতালীয় মনে হচ্ছে, কিন্তু যখন জানা যায় নিউইউর্ক সিটি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশ ক্রমতালিকার অন্তর্ভুক্ত ১১তম প্রদেশ তখন একটু অবাক হতে হয়। টুইন বিল্ডিংয়ের উত্তর টাওয়ারে যে বিমানটি প্রথম আঘাত করে সেটির প্লাইট নম্বরও ছিল ১১। এ বিমানে মোট যাত্রী সংখ্যা ছিল ৯২ জন (৯+২=১১)। দক্ষিণ টাওয়ারে আঘাত করা দ্বিতীয় বিমানটির যাত্রী সংখ্যা ছিল ৬৫ জন (৬+৫=১১)। সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশে এ দিনটি ৯/১১ নামে

পরিচিতি। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জরুরি কলের নাম্বারও ৯১১। খুবই কাকতালীয়ভাবে এ সংখ্যাগুলোকে যোগ করলেও যোগফল হয় ১১ (৯+১+১=১১)।

১১ সেপ্টেম্বরের সমগ্র সন্ত্রাসী হামলায় ছিনতাইকৃত বিমানগুলোর মোট যাত্রী সংখ্যা ছিল ২৫৪। সংখ্যাগুলো যোগ করলেও ফলাফল ১১ হয়। (২+৫+৪=১১) পঞ্জিকা অনুযায়ী ৩৬৫ দিনে এক বছর। সেই হিসাবে ১১ সেপ্টেম্বর হচ্ছে বছরের ২৫৪ তম দিবস। দিবসটির সংখ্যাগুলোকে একত্রে যোগ করলেও ফলাফল ১১ হয়। (২+৫+৪=১১) পরবর্তীতে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে ধারাবাহিকভাবে যে সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয় তার তারিখ ছিল ০৩-১১-২০০৪। সংখ্যাগুলো কে যোগ করলেও ১১ হয়। (৩+১+১+২+৪=১১)।

সংগ্রহেঃ জাবের হোসেন ইমরান
আহলা, সারোয়াতলী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

হাস্যরস

❑ পেনশনের টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ছেন এক বৃদ্ধ-

ছিনতাইকারী ঃ ঝটপট বলেন, প্রাণ দেবেন নাকি টাকা?

বৃদ্ধা ঃ পেনশনের টাকাটা নিলে এই বুড়ো বয়সে পরিবারের সবাইকে নিয়ে না খেয়ে কষ্ট করে মরতে হবে। তার চেয়ে তুমি প্রাণটাই নাও!

❑ শিক্ষক ও ছাত্র পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছেন।

শিক্ষক ঃ তুমি কি আমাকে ওই ডাব গাছ থেকে একটা ডাব পেড়ে খাওয়াবে?

ছাত্র ঃ স্যার আপনি আমার গুরুজন। আপনার মাথার উপর ওঠে ডাব আনাটা ঠিক হবে না স্যার।

শিক্ষক ঃ একথা শুনে মনে মনে খুশি হয়ে ভাবলেন যাক, ছেলেটি আদব-কায়দা শিখেছে। অতঃপর নিজেই গাছে ওঠে ডাব পেড়ে আনলেন। শিক্ষক, তুমি কি ডাব খাবে?

ছাত্র ঃ স্যার, একটু আগে আপনার কথা অমান্য করে গুনাহগার হয়ে ছিলাম। এখন আর আপনার কথা অমান্য করে জাহান্নামে যেতে চাই না।

সংগ্রহে ঃ এস.এম জাবের হোসাইন
আহলা, সরোয়াতলী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

আকারে সবচেয়ে বড় বই

আকারের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় বইটির নাম ANATOMICAL ATLAS বইটির প্রতিটি পাতার দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি, প্রস্থ ৩ ফুট। বইটি ছাপাতে সময় লেগেছিল ৫ বছর। ১৮২৫- ১৮৩০ পর্যন্ত ছাপানোর কার্যক্রম চলে। বইটি ভিয়েনার স্টেট টেকনিক্যাল স্কুলে সংরক্ষিত। বইটি খাড়া করে সামনে একজন লম্বা লোককে দাঁড় করালে লোকটির চেয়ে বইটি বেশি উঁচু হবে।

সংগ্রহে ঃ মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

হাস্যরস

❑ ক্রেতা ঃ ছাগলের দাম কত?

বিক্রেতা ঃ ১০ হাজার টাকা।

ক্রেতা ঃ এইটুকু ছাগল এত দাম!

ক্রেতা ঃ আরে ভাই, আমার ছাগল ইংরেজি মাসের নাম জানে!

ক্রেতা ঃ দেখি বলতে বলুন তো।

বিক্রেতা ঃ এপ্রিল এর পরের মাস কি?

ছাগল ঃ মেঁ মেঁ।

বিক্রেতা ঃ জুন মাসের আগের মাস কি?

ছাগল ঃ মেঁ মেঁ।

❑ ছাত্র ঃ জুন আই কাম ইন স্যার?

শিক্ষক ঃ সেকি! তুমি এই অদ্ভুত ইংরেজী কোথায় থেকে আমদানি করলে?

ছাত্র ঃ কেন স্যার, গত মাসে আপনিই তো ক্লাসে শিখিয়ে ছিলেন।

শিক্ষক ঃ আমি তো শিখিয়েছিলাম মে আই কাম ইন স্যার?

ছাত্র ঃ কিন্তু স্যার, মে মাসতো শেষ এখন জুন মাস।

সংগ্রহে ঃ মুহাম্মদ মোরশেদ আলম
বহদ্দারপাড়া, পূর্ব গোমদন্ডী, বোয়ালখালী।

হাস্যরস

❑ স্কুল পরিদর্শক এক বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে গেলেন। প্রথমে তিনি ঢুকলেন নবম শ্রেণীতে। তখন ভূগোল ক্লাস চলছিল। পরিদর্শক এক ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন, 'বলোতো পৃথিবী দেখতে কেমন? ছাত্রটি বলতে পারল না। হেড মাস্টার এ অবস্থা দেখে পরিদর্শকের আড়ালে থেকে জানালা দিয়ে ছাত্রটিকে তার জর্দ্দার কৌটা দেখালেন। ছাত্রটি যাতে তার জর্দ্দার কৌটা দেখে বলতে পারে যে, পৃথিবী গোল। তবুও ছেলেটি বলতে পারলনা। তখন পেছন থেকে অন্য এক ছাত্র বলল, 'স্যার আমি পারব' পরিদর্শক বললেন, 'ঠিক আছে বলো' ছাত্রটি বলল, ' স্যার পৃথিবী দেখতে আমাদের হেডমাস্টার স্যারের জর্দ্দার কৌটার মত কালো।''

সংগ্রহে ঃ মুহাম্মদ দিদার হোসেন খান
অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ।

ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দাপ্রথা

আলহাজ্ব এম এ ওহাব

আরবী হিজাব শব্দের বাংলা ও উর্দূ প্রতিশব্দ হল পর্দা। সাধারণ অর্থে পর্দা বলতে আড়াল বুঝায়। ইসলামী পরিভাষায় পর্দা বলতে বুঝায় বেগানা স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর থেকে আড়াল থাকা বা একজন অপরের সামনে না আসা। এ পর্দা করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুনির্দিষ্ট বিধান দিয়েছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে যুক্তি প্রদানের জন্য অন্য কোন বক্তব্য উপস্থাপন করা নিষ্প্রয়োজন ও ধৃষ্টতার নামান্তর। তবুও বিষয়টির অনুধাবন যথাসম্ভব সহজতর করার লক্ষ্যে যৎসামান্য আলোচনা করা হল। পবিত্র কোরআনের সংশ্লিষ্ট বাণী ও হাদীসে রসূলের উদ্ধৃতি প্রদানের মধ্যেই এতদসংক্রান্ত আলোচনা সীমিত রাখা হয়েছে। আশা করা যায়, সুধী পাঠক-পাঠিকাগণ তা থেকেই পর্দা করার অপরিহার্যতা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

পর্দা সম্পর্কিত পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে উম্মুল মুমিনীন হজরত জয়নাব বিনতে জাহাশ রদ্বিয়াল্লাহু আনহার শুভ বিবাহের পর সাহাবা-ই কেরামের ওলীমায় দা'ওয়াত করা হয়। আহারান্তে সকলে গল্পগুজব করতে থাকেন। এত দীর্ঘ আলাপ ও অনাবশ্যক সময়ক্ষেপণ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মনপূত হচ্ছিল না। কিন্তু তিনি কাউকে কিছু বলছেন না। অবশেষে তিনি ওঠে দাঁড়ালে অধিকাংশ সাহাবা বিদায় নেন। কিন্তু সাহাবা হজরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আরো দু'জন সাহাবার সাথে গল্প করতে করতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে বিবি জয়নব রদ্বিয়াল্লাহু আনহার গৃহে প্রবেশ করেন। এতে বিবি জয়নব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু লজ্জায় দেয়ালের পাশে বসে পড়েন। এ ব্যাপারটা আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জতের নিকট এতই অপছন্দনীয় হয় যে, তখনই হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম'র মারফত সর্বপ্রথম পর্দার আয়াত নাযিল হয়। ওই আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ডাকা না হলে কখনো পয়গম্বরের গৃহে প্রবেশ করোনা। কিন্তু আহার করার জন্য ডাকা হলে আহারান্তে সঠিক সময়ে চলে আসবে। তখন কোন গাল-গল্পে প্রবৃত্ত হয়োনা কারণ তাতে পয়গম্বরকে কষ্টই দেয়া হয়। পয়গম্বর তোমাদের প্রতি লজ্জাবোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তা করেন না। আর যখন তোমরা পয়গম্বরের স্ত্রীর নিকট কোন জিনিস চাইবে, তা পর্দার আড়াল থেকেই চাইবে।

পর্দাপ্রথা চালুর ইতিবৃত্ত ওপরে বর্ণিত হল। কোন রাজা-বাদশাহ্ বা সরকার কিংবা কোন সমাজ-সংস্কারক আমাদের জন্য পর্দা করা সম্পর্কিত বিধি-বিধান প্রবর্তণ করেননি। যদি তাই হত তবে এটা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতে পারত, এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ থাকত, সুবিধা মনে করলে আমরা পর্দা করতাম আবার অসুবিধা মনে করলে করতামনা বা প্রয়োজনবোধে এতদসংক্রান্ত আদেশ-নির্দেশ পরিবর্তন করা যেত। কিন্তু তা কিছুতেই হবার নয়। কারণ মহানপ্রভু আল্লাহ্ স্বয়ং পর্দা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত এ নির্দেশের কোন পরিবর্তন হবেনা।

আমাদের আধুনিক সমাজে নারী-পুরুষ সকলে আল্লাহর এ বিধান কতটা মেনে চলছে তা পথেঘাটে বেরুলেই বুঝা যায়। প্রকাশ্য রাজপথে, সিনেমা-থিয়েটারে, হাটে-বাজারে, ক্লাবে-রেস্তোরায়, যানবাহনে, আমাদের এক শ্রেণীর মা-বোনেরা যেভাবে চলাফের করছেন তার যথাযথ বর্ণনা প্রদান এ ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে এদের একা দোষ দিয়ে কি লাভ? তাদের মা-বাবা আছেন, আছেন স্বামী বা অন্যান্য অভিভাবক। তাঁরা অনুমোদন না করলে এদের পক্ষে এমনভাবে আল্লাহর হুকুমবিরোধী বেপর্দা-বেপরোয়া চলাফেরা করা কিছুতেই সম্ভব হত না। এর পরিণামে সমাজে চারিত্রিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে এবং গোটা সমাজ ব্যবস্থা হয়ে পড়েছে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থায় যেসব অনাচার ও শালীনতাবিরোধী কার্যকলাপ সমাজপতিরা বর্জনের ডাক দিয়েছেন, আমাদের সমাজে সেগুলো আধুনিকতার নামে দিনদিন ব্যাপকতা লাভ করছে। এ সবের অনুশীলন না করলে বা উৎসাহ না দিলে নাকি গ্রাম্যতা প্রকাশ পায়, যা শিক্ষিত ও ধনাঢ্য শ্রেণীর লোকদের জন্য একান্তই বেমানান। আল্লাহ্ এ সর্বনাশা মনোবিকার থেকে আমাদের রক্ষা করুন। পবিত্র কোরআনের সূরা নূরে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এরশাদ করেন, "হে হাবীব! আপনি ঈমানদার স্ত্রীলোকগণকে বলে দিন, তারা

যেন নিজ নিজ চক্ষুকে হারাম দৃষ্টি হতে ফিরিয়ে রাখে ও নিজ নিজ লজ্জাস্থানকে কুকার্য থেকে রক্ষা করে, আর নিজেদের সৌন্দর্য অন্য কোন পুরুষকে না দেখায়।"

সূরা আহযাবে এরশাদ হয়েছে, "স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কারাদি পরে গুপ্ত সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য যেন জমিনের উপর দিয়ে পা আছড়িয়ে না চলে।" পুরুষদের জন্য এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ এ রকমই- "হে হাবীব! আপনি ঈমানদার পুরুষগণকে বলে দিন, তারা যেন আপন চক্ষুকে খারাপ দৃষ্টি থেকে ফিরিয়ে রাখে আর তাদের লজ্জাস্থানকে হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে। এটা তাদের পক্ষে বিশেষ ভাল।"

মহান আল্লাহ পর্দা করা বা আব্রু রক্ষার ব্যাপারে কতটা গুরুত্বারোপ করেছেন তা নিম্নোদ্ধৃত নির্দেশ থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়; আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ডানহস্ত যাদের অধিকার করেছে এবং যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা তোমাদের নিকট যেতে হলে তিন সময়ে তাদের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে; ওগুলো হল- ১. ফজরের নামাযের পূর্বে, ২. গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে যখন তোমরা পরিধেয় বস্ত্র শিথিল করে শয়ন কর এবং ৩. এশার নামাযের পরে। এ তিনটি সময় তোমাদের গুপ্ত সময়। এ ক্ষেত্রে অন্যসময়ে পরস্পরের নিকট যাতায়াতে পাপ নেই।" আব্রু রক্ষার কাজে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রাসঙ্গিক নির্দেশও এখানে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবূ সাঈদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বর্ণনা মতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "কোন লোক কোন লোকের গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেনা এবং কোন স্ত্রীলোক কোন স্ত্রীলোকের গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেনা। কোন লোক একই বস্ত্রের নিচে অন্য লোকের সাথে শয়ন করবেনা এবং কোন স্ত্রীলোক একই বস্ত্রের নিচে অন্য স্ত্রীলোকের সাথে শয়ন করবে না।"

হযরত ওকবাহ্ বিন আমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বর্ণনা মতে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "স্ত্রীলোকের নিকট আগমন ত্যাগ করবে। উপস্থিত একজন প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রসূল! স্বামীর আত্মীয়গণ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? তিনি বলেন, স্বামীর আত্মীয়গণ মৃত্যুসদৃশ।" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "স্ত্রীলোকগণ গুপ্তাঙ্গস্বরূপ, সে যখন বের হয়, শয়তান তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে।"

আমাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক আছেন, যারা নামায-কালাম পড়েন, কেউ কেউ পবিত্র হজ্বব্রতও পালন করেছেন, গরীব-মিসকীনকে যখন-তখন সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন, মাদরাসা-মক্তবে মুক্তহস্তে দান-খয়রাত করে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা নিজেদের মা-বোন, স্ত্রী-কন্যাদের পর্দা করতে বলেন না। এদের কারো কারো স্ত্রী-কন্যা, সভা-সমিতিতে, নাট্যমঞ্চে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, সিনেমা-টেলিভিশনে গান-বাজনা করেন, নৃত্যের তালে তালে উদ্ভিগ্ন যৌবন নানা আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে তুলে ধরেন, হাজার হাজার পুরুষের লোলুপদৃষ্টি তাদের প্রতি। এরা প্রগতিবাদী, সংস্কৃতিবান, উদারনৈতিক এবং মুক্তবুদ্ধির লোক বলে সমাজের বিশেষ শ্রেণীতে সমাদৃত। সমাজের এ শ্রেণীর পিতা যুবতী কন্যার নাচ দেখে প্রশংসা করেন। কতেক স্বামী তার স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে চলচ্চিত্র বা নাটকে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের দৃশ্য ধারণ করার ব্যাপারগুলোতে আপত্তি করেননা; বরং স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়। একজনের স্ত্রী আরেকজনের স্বামীর সাথে সিনেমায়, সমুদ্র সৈকতে, হোটেল-রেস্তোঁরায় যান। অথচ তাদের সম্পর্কে আল্লাহর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সুস্পষ্ট ঘোষণা হল- "দাইয়ূস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা।" উল্লেখ্য, দাইয়ূস ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ব্যক্তির জ্ঞাতসারে তার স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে বদকাজে লিপ্ত, অথচ সে তাকে বাধা দেয়না। আর যে স্ত্রী পর্দা মানেনা এবং স্বামীও তার এ ধরনের আচার-আচরণে সন্তুষ্ট বা বাধা দেয়না, সেও দাইয়ূস। সে ব্যক্তিও দাইয়ূস যে নিজের নিয়ন্ত্রণাধী মহিলাদের (যেমন মা, বোন, কন্যা, স্ত্রী ইত্যাদি সবাইকে) পর্দার সাথে থাকতে আদেশ করেনা এবং বেপর্দার সাথে চলতে উৎসাহিত করেনা বা ওরকম কাজে সম্মত থাকে।

পর্দা করা সম্পর্কে হাবীব-ই খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরেকটি নির্দেশের বিবরণ এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে। হজরত উম্মে সালমা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, একদা তিনি ও হজরত মায়মূনাহ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় উম্মে মাকতূমের পুত্র এসে তাঁর নিকট যায়। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেন, "এর থেকে পর্দা কর।" উম্মে সালমা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করেন, "সে কি অন্ধ নয়?" জবাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাওনা?"

আল্লাহর নির্দেশ অমান্য না করে স্ত্রীলোকেরা যাদের দেখা দিতে পারবে অর্থাৎ যাদের সাথে পর্দা করার প্রয়োজন নেই

তারা হল: ১. স্বামী, ২. স্বামীর বাবা-দাদা ও উর্ধ্বতন পুরুষ, ৩. নিজ পিতা, দাদা ও উর্ধ্বতন পুরুষ, ৪. নিজভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, বৈপিত্রেয় ভাই, ৫. সতিনের পুত্র, ৬. আপন মামা, ৭. আপন চাচা, ৮. নিজ সন্তান, ৯. আপন ভাইয়ের ছেলে, ১০. আপন বোনের ছেলে, ১১. নাবালেগ ছেলে, ১২. খরীদা গোলাম, ১৩. ঈমানদার স্ত্রীলোক এবং ১৪. সঙ্গমক্ষমতা নেই এমন ব্যক্তি। উপরোল্লিখিত ১৪ জন ব্যতীত স্ত্রীলোকেরা অন্য কাউকে দেখা দিতে পারবে না।

মুহরিম (অর্থাৎ যাদেরকে বিয়ে করা জায়েয) ও গায়রে মুহরিম (যাদেরকে বিয়ে করা নিষেধ) পুরুষদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে চলার জন্য আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ প্রদান করেছেন। মুহরিম পুরুষদের সামনে চলাফেরার ব্যাপারে বিশেষ শর্তারোপ করা হয়েছে। তারা (স্ত্রীলোকগণ) বেরুবার আগে যেন কাপড়ের আঁচল/চাদর দ্বারা তাদের মাথা আবৃত করে নেয় এবং নিজেদের সতর ঢেকে রাখে। সতর সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "মহিলাদের সতর হচ্ছে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ও পায়ের পাতা ব্যতীত পুরো দেহ।"

FARIDA FASHION SWEATER LTD

100% EXPORT ORIENTED SWEATER INDUSTRY

6606 (P) Islam Mansion, EPZ Road, Bander, Chittagong, Bangladesh.

☎801051-2(Office), 740829(Res), Fax: +88-031-741633, Mobile: 01819-310103

Advising Chairman: **Hajee Nur Islam**

মেসার্স আজমীর ট্রেডিং সেন্টার

গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারে নিয়োজিত ফিশিং ট্রলারের সকল প্রকার মালামাল আমদানী ও সরবরাহের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

এলাহী কমপ্লেক্স, ২৭৪, জুবলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬১২৬৯৬ (অফিস), ৬২২৮৩৩ (বাসা) মোবাইল ঃ ০১৭১১৭৫০১৫৫

প্রোপ্রাইটর ঃ আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ

মুকুলের আসর

আসহাবে কাহাফ : ঘুম থেকে জাগল ৩ শ বছর পর

সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাসুম
সদস্য: খ-৩৩

অনেকদিন আগের কথা। একদেশে ছিল যালিম বাদশাহ। নাম তার দাকিয়ানুস। বাদশাহ ছিল মূর্তিপূজারী, প্রজারাও তাই। সবাই পুতুল তৈরি করে তার পূজা করত। আর মূর্তি পূজারী ছাড়া কাউকে তারা দেখতে পারতো না। একদা এমন কিছু লোকের সন্ধান মিলে যারা প্রতিমা পূজারী নয় কিন্তু হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম এর অনুসারী। তারা একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদত করত।

বাদশাহ দাকিয়ানুসের কানে এ খবর পৌছল। সে বলল "ধরে নিয়ে এসো তাদের" আমার রাজ্যে বাস করে অথচ আমার দেবতাকে মানে না, এত বড় সাহস! দেখি তারা কারা। তাঁরা সংখ্যায় ছিল মাত্র সাতজন। তাঁরা ভাবল, সর্বনাশ, বাদশাহর কানে গেছে, আর কি রক্ষা আছে আমাদের? ভয়ে তাঁরা আল্লাহর নাম নিয়ে সেদিনই বেড়িয়ে পড়লেন রাতের আঁধারে। ঠিক করলেন জঙ্গলে কিংবা কোন পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিবেন। পরে সুযোগমত অন্য দেশে চলে যাবেন। চলার পথে দেখলেন, একটি কুকুরও তাঁদের পিছু নিয়েছে। এ আবার কোন আপদ! যা ভাগ। তাঁরা কুকুরটিকে তাড়ানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু কুকুরটা যায় না। আল্লাহর কি কুদরত! হঠাৎ কুকুরটা কথা বলে উঠল। বলল, যারা আল্লাহকে ভালবাসে আমিও তাঁদের ভালবাসি। আপনারা ওই রাক্বীম নামক উপত্যাকার গুহায় নিশ্চিন্তে ঘুমান, আমি পাহারা দিচ্ছি।" তাঁরা তখন ভাবলেন, যে কুকুর কথা বলে, সেতো সামান্য কুকুর নয়। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন। নিশ্চিন্তে তাঁরা উপত্যাকার গুহায় প্রবেশ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। আর কুকুরটি গুহায় প্রবেশদ্বারে শুয়ে তাঁদের পাহাড়া দিতে লাগল। এক সময় কুকুরটাও ঘুমিয়ে পড়ল। রাত পেরিয়ে গেল, সকাল হল। কিন্তু আর্শ্চয! না লোকগুলোর ঘুম ভাঙ্গল না, কুকুরটির এভাবে দিন গেল সপ্তাহ গেল, মাস গেল, বছর গেল, শতাব্দী গেল কিন্তু তাঁরা সেখানে ঘুমিয়ে আছেন তো আছেনই, ভুল করে কেউ যদি সে পাহাড়ের কাছে যেত, অদ্ভুত কোন জীব মনে করে ভয়ে দৌড়ে পালাত।

অবশেষে একদিন সত্যিই তাদের ঘুম ভাঙ্গল। ছোট্ট বন্ধুরা! কতদিন পরে জান? তিন শতাব্দি পরে। যখন তাঁদের ঘুম ভাঙ্গল তখন যোহরের সময়। একে অপরকে সালাম করে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হলেন। নামায শেষে পরস্পর বলাবলি করেন, আমরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছি ভাই? একজন বললেন, একদিন, আরেকজন দেড় দিন, অন্যজন বলল না না দু'দিন। তারপর যখন নিজেদের শরীরের দিকে নজর পড়ল, তখন দেখে আজব কাণ্ড। হাত পায়ের নখ হয়েছে অনেক লম্বা, মাথার চুল পড়েছে কোমরে এবং দাঁড়ি-গোঁফ ঝুলছে হাটু পর্যন্ত। তখন একজন বলে উঠল, আল্লাহ জানেন আমরা কতদিন ঘুমিয়েছি একজন বলল, বড্ড খিদে পেয়েছে। ভাই টাকা দাও, শহরে গিয়ে কিছু খাবার নিয়ে আসি। টাকা দিয়ে তাঁরা বললেন, সাবধানে যেও। বাদশাহর লোকের শুকুনের চোখ। দেখলেই ধরে নিযে যাবে। তখন হয় ধর্ম যাবে, নয় প্রাণ।

বন্ধুগণ! তারপর কি হয়েছে জান! খাবার কিনে লোকটা যখন টাকা দিচ্ছেন, তখন দোকানদার বলল, তুমি এ টাকা কোথায় পেয়েছ? এ টাকায় তো বাদশা দাকিয়ানুসের নাম খোদাই আছে, নিশ্চয় তুমি কোন গুপ্তধন পেয়েছ। একথা বলে দোকানদার তাঁকে বাদশাহর দরবারে নিয়ে গেল। তখন আগের অত্যাচার বাদশাহ নেই। রাজ্য পরিচালনায় ন্যায়পরায়ন বাদশাহ। ওই বাদশাহ বায়দরুস তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? আর এ টাকা কোথায় পেয়েছেন? তখন লোকটি বাদশাহর নিকট সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। বললেন আজই আমাদের ঘুম ভেঙ্গেছে। আমার বাকী ছয় সঙ্গী গুহায় আছে। চলুন! তাঁদের সাক্ষাৎ করে দিই। ওই গুহার নিকট গেলেন এবং সকলে আলিঙ্গন করলেন। তাঁরা বললেন, "আমরা আপনাকে আল্লাহর কাছে সোর্পদ করলাম, আল্লাহ আপনাকে ও আপনার রাজ্যকে রক্ষা করুন। আর জ্বিন ও মানব জাতির অনিষ্ঠ থেকে হিফাজত করুন।"

বাদশাহ দণ্ডায়মান রইলেন আর এ ৭ জন আল্লাহর প্রিয় বান্দা তাদের নিদ্রাস্থলে ফিরে গিলেন এবং পুনরায় নিদ্রায় মগ্ন হলেন। এ অবস্থায় আল্লাহ তাঁদের ওফাত দিলেন। বাদশাহ তখন সেখানে তাঁদের সাতজনের চারদিকে গিরে স্মৃতি সৌধ তৈরি করে দিলেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। আর একটি খুশির দিন নির্ধারণ করলেন, যেন প্রত্যেকে সেদিন সেখানে উপস্থিত হয়।

বন্ধুরা! এরা কারা জান? এদেরকেই বলা হয় "আসহাবে কাহাফ"

বুশের প্রতি যুদ্ধাহত এক ইরাকি বালকের চিঠি

লুৎফর রহমান রিটন

আমি একটা ছোট্ট অবুঝ বালক
বয়েস আমার ধরো দশ কি বারো,
যুদ্ধ-টুদ্ধ বুঝি না ছাই আমি
তুবও তুমি আমায় কেনো মারো?

তুমি আমায় মারলে কেনো বোমা?
আমি তোমার কী করেছি ক্ষতি?
(জাতিসংঘের কোফি আনান দেখো-
নিরপরাধ শিশুর পরিণতি!)

হাসপাতালে আমার আর্তনাদে
সাংবাদিকরা তুললো কতো ছবি,
আমার তাতে কী আসে যায় বলো?
ব্যথায় চোখে ঝাপসা দেখি সবই!

আমার শরীর বোমায় ঝলসে গেছে
আমার শরীর রক্ত দিয়ে ধোয়া,
পাশের বেড়েই পিচ্চি আমার বোন
সেও আহত, কাঁদছে ওঁয়া ওঁয়া!

দানব তুমি? নাকি তুমি উন্মাদ?
অন্ধ বধির তোমার কি নেই হুঁশ?
আর কতোজন শিশুর জীবন নেবে?
ও প্রেসিডেন্টে জর্জ ডব্লিউ বুশ?

মনে করো মার্কিনি নও তুমি
জন্মসূত্রে তুমি ইরাক ছিলে,
মার্কিনিরা তোমার নিজের দেশে
লাগতো কেমন এমনি হানা দিলে?

মনে করো ইরাকি নই আমি
মনে করো আমি তোমার ছেলে,
মারতো আমায় মার্কিনিরা যদি
ঠিক এভাবেই, এমনি বোমা ফেলে-

তখন তোমার লাগতো কেমন বাবু?
তখন তুমি দাঁড়াতে না রুখে?
পাল্টা আঘাত করতে না কি তুমি?
এমন হাসি থাকতো তোমার মুখে?

তোমার সঙ্গে জুটেছে এক টনি
তাকেও আমরা কিচ্ছু করিনি তো!
তার ছেলেকে মারলে তুমি বোমা
সে তোমাকে ভাবছো ছেড়ে দিতো?

তুমি আমায় মারতে চাইছো কেনো?
তেলের খনি লুট করতে চাও?
ও বুশ তোমার মেয়ের দোহাই লাগে
তোমার সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

সৈন্য তোমার অনেক মারা যাবে
আমরা কি কম যোদ্ধা ওদের চেয়ে?
মরলে ওরা কাঁদবে ওদের ছেলে
কাঁদবে ওদের মা বাবা আর মেয়ে....।

সৈন্য তোমার ফিরিয়ে না নাও যদি
ফিরবে ওদের কফিনে মোড়া লাশ,
আমার মায়ের মতোই তোমার দেশে
বিধবারা ফেলবে দীর্ঘশ্বাস:..।

ও বুশ তুমি হামলা থামাও আজই
তোমার সৈন্য ফিরিয়ে নেবে কীনা??
মানবতার শত্রু নাম্বার ওয়ান
তোমার প্রতি বিশ্বশিশুর ঘৃণা!!

হয়নি দুখু নত

মুহাম্মদ আবদুর রহিম

(সদস্য-১২)

দুখু নামে একটি ছেলে
জন্মে ছিল চুরুলিয়ায়
সব মানুষকে বেঁধে নেয়
স্নেহ মায়া মমতায়।

দুখুর জীবন দুখে ভরা
শুকনো পাতার ফুল,
লেখায় ছিল দ্রোহ তার
হয়না যাহার তুল।

নানান রকম বিপর্যয়ে
হয়নি দুখু নত,
শির উঁচু সকল তরে
চলতো অবিরত।

তার সূরেতে মুগ্ধ সব
তুলতো নতুন সুর,
নদ-নদীর কলতান
বইত অনেক দূর।

দুখুর মনে সুখ পাখিটা
দেয়নি কভু ধরা
তবু লিখেন দুহাত খুলে
যেন সঞ্জিবনী সুরা

দুখু তুমি বেঁচে আছো
হাজার লেখার মাঝে,
শ্রদ্ধা সালাম ভক্তি জানাই
সকাল দুপুর সাজে।

গ্রীষ্মের ছড়া

মুহাম্মদ মোরশেদ আলম

(সদস্য: খ-২১৫)

বসন্ত শেষে গ্রীস্ম হেসে
এল বাংলা জুড়ে,
নদীর তীরে ছেলে মেয়ে
দস্যিপনা করে।

ভর দুপুরে ধুলো উড়ে
হালকা হাওয়ার পর
ক্ষণিক পরে গর্জন করে
কাল বৈশাখী ঝড়।

খোকা হাসে খুকী হাসে
হৃদয় উজাড় করে,
কৃষ্ণচূড়া আর বেতের ফুল
কুড়ায় প্রাণভরে।

আম কুড়ায় জাম কুড়ায়
শিশু-কিশোর দল
এ দিক সেদিক ঘুরে তারা
খুশীতে উচ্ছল।

খোকার ছড়া

এম. জসীম উদ্দীন

খোকন সোনা ভরদুপুরে
মায়ের কোলে ঘুম
নিদ্রা দেবী আস্তে এসে
দেয় কপালে চুম॥

ঘুমের ঘোরে খোকন সোনা
দেখে নানান স্বপ্ন
দীঘির জলে শাপলা তুলে
আনতে সে মগ্ন॥

ঘোর কাটে খোকন সোনা
নেই কোন জড়তা
মায়ের বুকে জড়িয়ে থেকে
নেয় শুধু মমতা।

বিভিন্নস্থানে ফাতেহা এয়াজদাহুম পালিত

গাউসে পাক (রহ.) আদর্শ অনুসরণ করার তাগিদ

পবিত্র ফাতেহা ইয়াজদাহুম পালন উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন মাহফিলে বক্তারা বলেন- গাউসুল আযম দস্তগীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি দ্বীন ইসলামের পুণর্জীবন দানকারী। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পাঁচশ' বছর পর ইসলামের নামে আবির্ভূত বিভিন্ন বাতিল ফেরকার অপতৎপরতায় মুসলমানগণ যখন সঠিক দ্বীন ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছিল। ঠিক এমন এক সন্ধিক্ষণে মুমূর্ষু দ্বীনকে পুণর্জীবন দান করতে মহান আল্লাহ তাঁকে দুনিয়াতে পাঠান। তাঁর প্রবর্তিত কাদেরিয়া তরিকা অনুসরণের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত অগুণিত মুসলিম সমাজ সত্যের দিশা লাভ সক্ষম হবে। গাউসুল আযম দস্তগীরের অন্যতম উত্তরসূরি হিসেবে পেশোওয়ায়ে আহলে সুন্নাত আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তৎপরবর্তী মোর্শেদে বরহক আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ও তৎপরবর্তী মোর্শেদে বরহক আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ ম.জি.আ. কাদেরিয়া তরিকার সিলসিলার খেদমতে আনজাম দিয়ে যাচ্ছেন। বক্তারা বর্তমান সময়ের বিভিন্ন বাতিল আক্বিদার ধোঁকা থেকে মুসলমানদের ঈমান রক্ষার জন্যে গাউসে পাকের জীবন দর্শন ও তরিকায়ে কাদেরিয়ায় যথার্থ অনুসরণের আহবান জানান।

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া : গত ২৯ এপ্রিল ২০০৭ নগরীর ষোলশহরস্থ আলমগীর খানকা-এ- কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়ায় আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার ব্যবস্থাপনায় হযরত গাউসুল আযম দস্তগীর রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর পবিত্র ফাতেহা-ই ইয়াজদাহুম উদযাপন উপলক্ষ্যে মাহফিলে বক্তব্য রাখেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দিন আলকাদেরী, শায়খুল হাদীস মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী। এতে আনজুমানের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টে আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারি আলহাজ্ব মুহাম্মদ সামশুদ্দিন, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী আরহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, ফাইন্যান্স সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ রশিদ-উল-হক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি জনাব মুহাম্মদ ওসমান গনিসহ উত্তর জেলা ও দক্ষিণ জেলার সর্বস্তরের কর্মকর্তা-সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পূর্বাহ্নে খতমে কোরআন পাক, খতমে মাজমূআহ-এ সালাওয়াতে রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, খতমে গাউসিয়া শরীফ, মিলাদ এবং পরিশেষে দেশ, জাতি ও সমগ্র মুসলিম উম্মার শান্তি কামনা করে মুনাজাত করা হয় এবং বাদ-এ নামাযে যোহর তবাররক বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

টাঙ্গাইল জেলা গাউসিয়া কমিটি : গাউসিয়া কমিটি টাঙ্গাইল জেলা শাখার উদ্যোগে গত ২৮ এপ্রিল বাদ আছর বাঘিল খানকা-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়ায় পবিত্র ফাতেহা ইয়াজদাহুম উপলক্ষে এক সেমিনার ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, মাওলানা হুমায়ূন কবির। প্রধান অতিথি ছিলেন, এম.এ আলী সরকারী কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এর প্রধান মাওলানা হুমায়ূন কবির আল-কাদেরী। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুল হাই, মুহাম্মদ আনোয়ার খান, মুহাম্মদ আবদুল মজিদ, মাওলানা নজরুল ইসলাম, হাফেজ লিয়াকত আলী। এতে ওভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সেক্রেটারী মুহাম্মদ জুলহাস উদ্দীন।

গাউসিয়া কমিটি চন্দনাইশ পৌরসভা শাখা : গাউসিয়া কমিটি চন্দনাইশ পৌরসভা শাখার উদ্যোগে "ফাতিহা-এ ইয়াজদাহুম" উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা হযরত আমিন উল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি জামে মসজিদে মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুচের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ড.কর্ণেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম। তিনি গাউছে পাক (রা.) এর পবিত্র জীবনী আলোচনা করে আউলিয়ায়ে কেরামের পথ অনুসরণ পূর্বক আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

এতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মুহাম্মদ আনিছুর রহমান, আলহাজ্ব জাহাঙ্গীর মুহাম্মদ আবদুর রহমান, মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন, মাওলানা আবদুর রহমান, মিয়া জসীম উদ্দীন, মুহাম্মদ আব্দুস সবুর, হাজী ওয়াহিদুল আলম, মাওলানা ছৈয়দুল হক, হাফেজ আবু ছাদেক প্রমুখ।

হাজী নছুমালুম মসজিদ কমিটি : পূর্ব মাদারবাড়ী হাজী নছুমালুম মসজিদ কমিটির উদ্যোগে ফাতেহা ইয়াজদাহুম উপলক্ষে আয়োজিত মাহফিলে সভাপতি করেন মসজিদ কমিটির সভাপতি সাবেক কমিশনার আলহাজ্ব আবু জাফর। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা নুর মুহাম্মদ ছিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি ছিলেন নছুমালুম মসজিদের খতিব ও পেশ ইমাম আলহাজ্ব মাওলানা ক্বারী আনোয়ার। অন্যান্যরে মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নছুমালুম মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা জনাব জাফর, উপদেষ্টা আলহাজ্ব আবদুল মান্নান কন্ট্রাক্টর, অর্থ সম্পাদক হাজী মুহাম্মদ শাহজাহান প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি কদলপুর শাখা : গাউসিয়া কমিটি কদলপুর ইউনিয়ন শাখার ব্যবস্থাপনায় গত ৩০ এপ্রিল ০৭, কদলপুর খানকা-এ কাদেরিয়া ছৈয়দীয়া তৈয়্যবিয়া কমপ্লেক্সে কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা ইলিয়াছ নূরীর সভাপতিত্বে সেক্রেটারী কাজী মুহাম্মদ আবু তাহেরের পরিচালনায় পবিত্র ফাতেহা-এ এয়াজদাহুম পালিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ মুছা, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল গনি চৌধুরী, মাওলানা মুহাম্মদ ইছমাইল, কাজী মুহাম্মদ নুরুল আজম রোকন, হাজী গোলাম কাদের তালুকদার, মুহাম্মদ সায়েম উদ্দীন, মাওলানা আবুল হাছান হারকানী বাবু, মুহাম্মদ ইকবাল করিম, মুহাম্মদ জাগির হোসেন সওদাগর, ছুফী বজল আহমদ সওদাগর, ছুফী বদিউল আলম, মুহাম্মদ আনোয়ার মিয়া কালু, মাওলানা আবদুস ছবুর, ছুফী আবু মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি পূর্ব মাদারবাড়ী ওয়ার্ড শাখা : গাউসিয়া কমিটি পূর্ব মাদারবাড়ী ওয়ার্ডস্থ উত্তর নালাপাড়া খানকায় ফাতেহা ইয়াজদাহুম উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন হাজী মুহাম্মদ শাহজাহান এবং প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ। মিলাদ পরিচালনা করেন মাওলানা মাহবুবুল আলম। এতে আরো বক্তব্য রাখেন ফয়েজুর রহমান, মুহাম্মদ হারুনুর রহিম, মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, মুহাম্মদ ইউনুছ, মুহাম্মদ ওয়ারিশ খান, কামরুল হাসান, মুহাম্মদ আতাউর রহমান, ইমরুল ইসলাম, জসিম উদ্দিন, রেজাউল করিম বাবুল প্রমুখ।

জাহানপুর জামে মসজিদ গাউসিয়া কমিটি : আতুরার ডিপোস্থ পূর্বজাহানপুর জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও গাউসিয়া কমিটির যৌথ উদ্যোগে পীরানে পীর দস্তগীর গাউছুল আযম হযরত শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর স্মরণে এক মাহফিল আলহাজ্ব বশির আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান ও বিশেষ আলোচক ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইউসুফ আলকাদেরী, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল হক মুনিরী ও মাওলানা নিজাম উদ্দীন মুনিরী। ছালেহ আহমদের

পরিচালনায় মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাফেজ মুহাম্মদ শাহজাহান, শেখ মুহাম্মদ আরিফুর রহমান, মনির আহম্মদ, মুহাম্মদ আবছার, মুহাম্মদ বাবুল, মুহাম্মদ ইকবাল, মুহাম্মদ আজম, মুহাম্মদ জাহেদ, সরওয়ার কামাল, জোনাইদ, মুহাম্মদ জনি, মুহাম্মদ এয়াকুব প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি কৈয়গ্রাম শাখা

গত ২৯ এপ্রিল কৈয়গ্রাম ভেল্লাগাযী মসজিদে গাউসিয়া কমিটির ব্যবস্থাপনায় ফাতেহা-ই ইয়াযদাহুম উপলক্ষে মাহফিলে বক্তা ছিলেন মাওলানা নাছির উদ্দীন আলকাদেরী, মাওলানা নুরুল ইসলাম, আবদুল্লাহ আল হারুন, মুহাম্মদ ফুরকান, মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, আবুল হাশেম, মুহাম্মদ বেলাল, আবু সুফিয়ান, দিদারুল ইসলাম, শফিউল আযম বাদশা ও নুরুচ্ছফা ভূট্টো প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি হাজী পাড়া ইউনিট শাখা

গাউসিয়া কমিটি রাউজান হাজী পাড়া ইউনিট শাখার উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) ও ফাতেহা ইয়াজদাহুম পালনোপলক্ষে মাহফিল গত ২০ এপ্রিল স্থানীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে কমিটির সভাপতি জনাব মুহাম্মদ ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা মাহমুদ আবুল কাশেম নুরী, প্রধান বক্তা ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান। বিশেষ বক্তা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ সেকান্দর হোসাইন আলকাদেরী। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া কমিটি রাউজান উপজেলা (উ.) শাখার সভাপতি আহজাজ্ব আনোয়ারুল আজিম চৌধুরী, মুহাম্মদ মসিউদ্ দৌলা, আবুল কাশেম, আলহাজ্ব আবু জাফর, সিরাজুল ইসলাম সিদ্দিকী, ইয়াছিন হোসাইন হায়দরী, মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন, মঈনুদ্দীন, আবদুল আউয়াল, শহিদ উল্লাহ বদরু, হাফেজ মনির, শাহাআলম প্রমুখ। মাহফিল পরিচালনা করেন এইচ.এম আবুল কাশেম।

আবু বকর শাহ স্মৃতি সংসদ পাঠাগার

ফাতেহায়ে ইয়াজদাহুম ও খলিফায়ে সিরিকোট আল্লামা আবু বকর শাহ (রহ.)'র ১২ তম বার্ষিক ওরশ উপলক্ষে আল্লামা আবু বকর শাহ (রহ.) স্মৃতি সংসদ পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচিতে ছিল খতমে গাউসিয়া শরিফ, মিলাদ মাহফিল, মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, আখেরী মুনাজাত ও তাবারুক বিতরন। পাঠাগারের সভাপতি মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে মাষ্টার জমির উদ্দীন, মাওলানা আবদুর রহমান, মাওলানা ইয়াহিয়া চৌধুরী, মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ (পাঠানদভী), মুহাম্মদ সরোয়ার সওদাগর, মুহাম্মদ. শাহজাহান প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। মাহফিলের সভাপতি তাঁর বক্তব্যে গাউসুল আজম দস্তগীর হযরত মুহাম্মদ (দ.)এর অনুসৃত পথে জীবন গঠন করে দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ অর্জনে এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেন, আল্লামা আবু বকর শাহ (রহ.) ছিলেন তরীকরতের একনিষ্ট খাদেম ও মানবতার সেবায় উৎসর্গিত একজন অনুকণীয় ব্যক্তিত্ব।

গাউসিয়া কমিটি সৈয়দ আমিরপাড়া শাখা

গাউসিয়া কমিটি চন্দনাইশস্থ উত্তর জোয়ারা সৈয়দ আমীর কুলাল পাড়া শাখার উদ্যোগে পবিত্র ফাতেহায়ে ইয়াজদাহুম উপলক্ষে মাহফিল স্থানীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পীরে কামেল মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক্কের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান ওয়ায়েজ ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে আল্লামা কাজী মুঈনুদ্দীন আশরাফী, আলহাজ্ব মাওলানা এম এ রহিম আনছারী। মাহফিলে তাকরীর করেন, মাওলানা ফেরদাউস উল আলম খাঁন, মাওলানা আবুল কাসেম আনছারী, মাওলানা সিরাজুল হক, মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ইউনুচ, মাওলানা সানাউল্লাহ শিবলী, হাফেজ মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি রাউজান (উঃ) শাখা

গাউসিয়া কমিটি রাউজান (উত্তর) শাখার উদ্যোগে পবিত্র ফাতেহা ইয়াজদাহুম উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা গত ১১ মে অধ্যাপক মাওলানা হাফেজ জাফর আহমদের সভাপতিত্বে সংগঠন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান আলোচক ছিলেন জসিম উদ্দিন হিরু, বক্তব্য রাখেন মাওলানা রফিক রিজভী, মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন, মাওলানা এম এ মতিন। মুহাম্মদ নুরুল আমিন সওদাগর, মামুনুর রশীদ, মাওলানা আনোয়ার, মাহবুবুল আলম, মঈনদ্দীন আলহাসানী প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি নোয়াপাড়া মহিলা শাখা

গাউসিয়া কমিটি রাউজান নোয়াপাড়া মহিলা শাখার উদ্যোগে ফাতেহা ইয়াজদাহুম গত ১১ মে সকাল ৮টায় গাউসিয়া কমিটির নিজস্ব কার্যালয়ে কিমিটির সভাপতি মোছাম্মৎ ইয়াসমিন আক্তার (মিনা) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ১৩নং নোয়াপাড়া ইউপি সদস্যা মুছাম্মৎ জারিয়া বেগম। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুছাম্মৎ আলেয়া ইয়াসমিন (মনু), ফাতেমা আক্তার ও মুক্তা। কমিটির মহিলা সম্পাদিকা যোহরা বেগমের পরিচালনায় গাউছে পাক বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)এর জীবনীর উপর আলোচনা এবং উম্মুল খায়ের মা ফাতেমা (রা.)এর কর্মময় জীবনের উপর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন- যথাক্রমে জারিয়া বেগম, মনু আক্তার, শিমু আক্তার, মর্জিনা আক্তার, শাহিদা আক্তার, তানজু, লাকী, সাথি ও মিনাজাফর প্রমুখ। আলোচনা শেষে পবিত্র খতমে গাউসিয়া শরীফ অনুষ্ঠিত হয়।

বায়তুল আমান জামে মসজিদ শাখা

গাউসিয়া কমিটি রাউজান নোয়াপাড়াস্থ বায়তুল আমান জামে মসজিদ ইউনিট শাখা ও মসজিদ কমিটির যৌথ উদ্যোগে গত ৭ মে পবিত্র ফাতেহা ইয়াজদাহুম ও মিলাদ মাহফিল মুহাম্মদ এখলাছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মুফতি আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি নোয়াপাড়া ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মুহাম্মদ আবু বকর সওদাগর, সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুক, সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল উদ্দীন, মুহাম্মদ জাফর ইকবাল মাষ্টার, জাহেদুল হক, আবুল হাশেম, মুহাম্মদ ইউনুছ, আবদুল মান্নান, খোরশেদ আলম, আবু জাহেদ, কায়ছার, শাহজাহান, গিয়াস উদ্দীন, ডা. মহিউদ্দীন মুহাম্মদ আলমগীর, আকতার, ইসকান্দর, তছলিম, বদিউল আলম, ও মাওলানা মুহাম্মদ হাসান প্রমুখ। তাক্বরীর করেন বায়তুল আমান মসজিদের খতীব মাওলানা আবূ তাহের আলকাদেরী, মাওলানা আবদুস সালীম রেজভী প্রমুখ।

শহিদনগর গাউসিয়া কমিটি

গাউছিয়া কমিটি শহীদ নগর শাখার উদ্যোগে শহীদ নগর গাউসিয়া জামে মসজিদে গাউছে পাকের স্মরণে আয়োজিত গত ২৮, ২৯ এপ্রিল ২ দিন ব্যাপী মাহফিলের ১ম দিনে প্রধান অতিথি ছিলেন আল্লামা আবুল কাসেম নুরী। মাওলানা মুহাম্মদ মুহসিন মুনিরীর পরিচালনায় মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ আলকাদেরী। মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব রফিক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন কোম্পানী, বায়েজিদ থানা গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব সেকান্দর সর্দার, শহীদনগর শাখার সভাপতি আলহাজ্ব কাজী ইউসুফ, সেক্রেটারি মুহাম্মদ ফজলুল কাদের চৌধুরী, মাওলানা ইয়াছিন আনছারী, মাওলানা দেলোয়ার হোসেন, শেখ মুহাম্মদ আরিফুর রহমান। ২য় দিবসে প্রধানবক্তা ছিলেন আল্লামা আবুল কালাম বয়ানী।

গাউসিয়া কমিটি ১ কি.মি. ইউনিট শাখা

গাউসিয়া কমিটি ৬নং পূর্বষোলশহর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ১ কিলোমিটার ইউনিট শাখার উদ্যোগে ফাতেহা ইয়াজদাহুম উপলক্ষে আলোচনা সভা হাজী ইসমাঈল সওদাগর জামে মসজিদে সম্প্রতি মুহাম্মদ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চাঁন্দগাঁও থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ জানে আলম। আলোচনায় অংশ নেন যথাক্রমে এস.এম. নুরুল আলম, মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, মুহাম্মদ বাহাদুর, আবদুল মজিদ, মাওলানা মুহাম্মদ মবিনুল হক

জেহাদী, মাওলানা মুহাম্মদ আজগর আলী, এস.এম. জামাল উদ্দীন, কাইছারুল ইসলাম বনি, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম কন্ট্রাক্টর, মুহাম্মদ লিটন, মুহাম্মদ হাসান, মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম, জসিম উদ্দীন, মোয়াজ্জেম হোসেন, মুহাম্মদ আবুল বশর, মুহাম্মদ ফারুক সওদাগর, মুহাম্মদ জমির উদ্দীন।

গাউসিয়া কমিটি মতিয়ারপুল ইউনিট শাখা

গাউসিয়া কমিটি মতিয়ারপুল ইউনিট ও ২৩নং ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে পবিত্র ফাতেহা ইয়াজদাহুম মাহফিল মতিয়ারপুল বায়তুল হামদ জামে মসজিদে আবুল হাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব এয়াকুব আলী, মুহাম্মদ ইসলাম, হাজী শাহজাহান, মুহাম্মদ পারভেজ আহমদ, মুহাম্মদ সুলতান আহমদ, মুহাম্মদ রাজু, মোস্তাফিজুর রহমান, মুহাম্মদ রমজান হোসেন, বুলবুল আহমদ, মুহাম্মদ ইমরান, মুজিব উদ্দীন খয়রাত, মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, জসিম উদ্দীন, জাহাঙ্গীর আমীর, সালাউল্লাহ, মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক (দিদার) দুলাল, প্রমুখ।

রামু ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা

পবিত্র ফাতেহা ইয়াজদাহুম উপলক্ষে রামু রাজারকুল ঘোনারপাড়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুফতি আবদুর রশিদ হক্কানী নক্সবন্দীর সভাপতিত্বে মিলাদ মাহফিল সম্প্রতি মাদরাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন খোদ্দামুল মুসলেমীন মক্কা মোকররমা শাখা সদস্য আলহাজ্ব মাওলানা আবদুচ্ছালাম নক্সবন্দী। এতে কেরাত, হামদ, নাত ও শানে গাউছে পাকের গজল পাঠ করেন অত্র মাদরাসার ছাত্র মুশাররফ, আবদুর রহিম, আব্দুশ শাকুর, খাজা মুহাম্মদ বাকিবিল্লাহ ও খাজা মুহাম্মদ ছফি উল্লাহ।

এতে গাউছে পাকের জীবনী আলোচনা করেন মাওলানা রেজাউল করিম, মাওলানা রমিজ আহমদ, মাওলানা এস.এম. জামাল উদ্দীন আনচারী, মাওলানা হাফেজ জামাল উদ্দীন, মাওলানা রশিদুল কাদের ও মাওলানা সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তাগণ বড়পীর হযরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) এর বিভিন্ন কারামাত বর্ণনা করেন।

গাউসিয়া কমিটি ঘাসিয়া পাড়া শাখা

৬নং পূর্বষোলশহরস্থ ঘাসিয়ার পাড়া ইউনিট শাখার উদ্যোগে ফাতেহা ইয়াজদাহুম পালনোপলক্ষে আলোচনাসভা সংগঠনের কার্যালয়ে শামসুল আলম সওদাগরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চাঁদগাও থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ জানে আলম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন এস.এম. নুরুল আলম, এস.এম. জামাল উদ্দীন, সেকান্দর বাদশা, মুহাম্মদ লোকমান, মুহাম্মদ নুরু, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, নুর মুহাম্মদ নুর, মুহাম্মদ নুরুল আবছার, মুহাম্মদ আবদুল শুক্কুর, মুহাম্মদ এসকান্দর, আজগর আলী, মুহাম্মদ জানে আলম, মুহাম্মদ আকবর হোসেন, মুহাম্মদ আইয়ুব আলী, এস.এম জসিম উদ্দীন প্রমুখ।

সুলতানপুর গাউসিয়া কমিটি

রাউজান সুলতানপুর উত্তর শাখা গাউসিয়া কমিটির উদ্যোগে পবিত্র খতমে গাউসিয়া শরীফ, মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা রাউজান উপজেলা সদর জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে হাজী মুহাম্মদ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন থানা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আনোয়ারুল আজীম চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মেজবাহ উদ্দীন আকবর চৌধুরী, জসিম উদ্দীন হিরু, অধ্যাপক জাফর আহমদ, মাওলানা ইয়াসীন হুসাইন হায়দারী, ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাস্টার জানে আলম শরীফের উপস্থাপনায় আরো বক্তব্য রাখেন মাওলানা এম এ মতিন, মাষ্টার মামুনুর রশীদ, মাওলানা শামসুল আলম হেলালী, আবদুল্লাহেল কাফী, হাজী আনোয়ার সওদাগর, মাহফিলে প্রধান বক্তা ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা আবুল কালাম বয়ানী।

গাউসিয়া কমিটির নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্বগ্রহণ

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ'র দায়িত্বগ্রহণ উপলক্ষে একসভা ১৬মে বুধবার দিদার মার্কেটস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিদায়ী চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক, ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন মামুন, সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ মাহবুব ইলাহী সিকদার, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সদস্য মুহাম্মদ আবদুল হামিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিদায়ী চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক সংগঠনের দায়িত্ব পালনকালে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনে সকলের সহযোগিতা ও দু'আ কামনা করেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ গাউসিয়া কমিটির কার্যক্রম আরো বিস্তৃত ও গতিশীল করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এতে গাউসিয়া কমিটির প্রথম চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম সারোয়ারের ইন্তিকালে গভীর শোকপ্রকাশ ও তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় মহাসচিব মুহাম্মদ সাহজাদ ইবনে দিদারের আশু রোগমুক্তি কামনা করে সভায় বিশেষ মুনাজাত পরিচালনা করেন বিদায়ী চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক।

নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রতি অভিনন্দন

গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি, আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদকে কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান, মুহাম্মদ ওসমান গনীকে চট্টগ্রাম মহানগর গাউসিয়া কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করায় গাউসিয়া কমিটি পশ্চিম পটিয়া শাখার নেতৃবৃন্দ, চান্দগাঁও থানা শাখার নেতৃবৃন্দ, ৬নম্বর ষোলশহর ওয়ার্ড শাখার নেতৃবৃন্দ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং তাঁদের নেতৃত্বের আগামী দিনে সংগঠনের কার্যক্রম আরো সুচারু ও গতিশীল হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মুসলিম হলে গাউসুল আযম কনফারেন্সে বক্তারা
আউলিয়া কেরামের প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক চেতনায় মানবতার মুক্তি নিহিত

মদীনা ইসলামী মিশন বাংলাদেশ এর উদ্যোগে গত ১৫ মে নগরীর মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত ইমামুল আউলিয়া গাউসুল আজম কনফারেন্স পীরে তরিকত এডভোকেট মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে মাওলানা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে প্রধান অতিথি ছিলেন ভারতের কাছওয়াসা দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন আল্লামা সৈয়দ নঈম আশরাফ আশরাফী আল জিলানী (ম.জি.আ.)। বিশেষ অতিথি ছিলেন আল্লামা শাহ সৈয়দ কাহীম আশরাফ আশরাফী আলজিলানী, অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ জালালুদ্দিন আলকাদেরী, শাহজাদা মুহাম্মদ ফৌজুল আলী খান, ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা এম এ মতিন, শাহজাদা মাওলানা সৈয়দ সাইফুদ্দিন আহমদ আলহাসানী।

কনফারেন্সে প্রধান বক্তা ছিলেন শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনফারেন্স উদযাপন কমিটির আহবায়ক শিল্পপতি আলহাজ্ব ফেরদৌস খান আলমগীর। আলোচনায় অংশ নেন পীরে তরিকত আল্লামা ছাদেকুর রহমান হাশেমী, আল্লামা কাজী সালেকুর রহমান আলকাদেরী, সালাহউদ্দীন আশরাফী, ড. মঈন উদ্দিন আহমদ খান, গাউসিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, আলহাজ্ব মুহাম্মদ নবী দোভাষ প্রমুখ।

আনজুমান কর্মকর্তা গোলাম সরওয়ার আর নেই

আনজুমান-এ- রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার এ্যাসিসটেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ গোলাম সারোয়ার ১৫ মে ২০০৭ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮ টায় স্থানীয় একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে....রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি ২ ছেলে, ১ মেয়ে, স্ত্রীসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। ঐদিন বাদ-এ নামাযে আছর মরহুমের নামাযে জানাযা চট্টগ্রাম ষোলশহরস্থ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জানাযা শেষে তাঁকে জামেয়া মাদরাসা সংলগ্ন ওয়রস্থানে দাফন করা হয়। আনজুমান-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন ও সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এক বিবৃতিতে বলেন- মরহুমের জীবন-কর্ম বিশেষতঃ আনজুমান ও জামেয়ার জন্য তাঁর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। তিনি গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রথম সভাপতি ও মাসিক তরজুমান'র প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও, তিনি নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জে নিজ গ্রামে একটি মাদরাসা ও একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আনজুমান ও জামেয়ার খেদমতদার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, তিনি আওলাদে রাসুল, রাহনুমায়ে শরিয়ত ও ত্বরিকত, হাফেজ ক্বারী হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) এর মুরিদ, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কেবিনেট সদস্য ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এছাড়া তিনি হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহ.) এর খলিফা মরহুম ওয়াজির আলী সওদাগর আলকাদেরী ও আনজুমান'র ফাইন্যান্স সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক'র জামাতা, এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ সামশুদ্দিন'র ভগ্নিপতি। আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার কেবিনেট নেতৃবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র নেতৃবৃন্দ ও মাসিক তরজুমান এর কর্মকর্তারা তার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তারা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

বিভিন্ন সংগঠনের শোক

আলহাজ্ব গোলাম সরোয়ারের ইন্তিকালে গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক যথাক্রমে ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ্ব আমিনুর রহমান, আলহাজ্ব মাহবুব এলাহী সিকদার ও মাওলানা ইয়াসিন হোসাইন হায়দরী এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। গাউসিয়া কমিটি চান্দগাঁও থানা সভাপতি মুহাম্মদ ওসমান গণি, সেক্রেটারী জাহাঙ্গীর আলম কোম্পানী এক বিবৃতিতে তাঁর ইনতিকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন ও তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

গাউসিয়া কমিটি ৬নং পূর্বষোলশহর ওয়ার্ড সভাপতি মুহাম্মদ সামশুল আলম সওদাগর, সেক্রেটারী মুহাম্মদ জানে আলম অনুরূপ শোক প্রকাশ করেন। আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা (ওএসি) সভাপতি আল্লামা মুফতি সৈয়দ অছিয়র রহমান, সেক্রেটারী আল্লামা কাজী মুঈন উদ্দীন আশরাফী, উপদেষ্টা শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী এক যুক্ত বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করেন ও তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। ওএসি নেতৃবৃন্দ বলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও বৃহত দ্বীনি প্রতিষ্ঠান আনজুমান পরিচালিত সুন্নী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সেবায় তিনি আজীবন নিরলস খেদমত করে গেছেন। আনজুমান, জামেয়া ও সুন্নী প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়নে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর ইন্তেকালে জাতি একজন নিবেদিত প্রাণ, তরিকতের একনিষ্ঠ সেবককে হারালো বলে ওএসি নেতৃবৃন্দ মন্তব্য করেন। রাউজান দারুল ইসলাম ফাযিল মাদরাসার ভাইস চেয়ারম্যান ও আনজুমান -এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার নির্বাহী সদস্য প্রফেসর কাজী শামসুর রহমান ও অধ্যক্ষ আবুল হোসাইন ফারুকী আনজুমানের এ্যাসিসটেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব গোলাম সরওয়ার ও নির্বাহী সদস্য বিশিষ্ট দানবীর আলহাজ্ব ইউনুচ কোম্পানীর (আবদুল জব্বার) ইন্তেকালে গভীর শোক জ্ঞাপন করে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতি দাতাগণ মরহুমদ্বয়ের আত্মার মাগফিরাত ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

স্মরণ সভায় বক্তারা

মুরিদদের কাছে গোলাম সরোয়ার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন

আনজুমান-এ- রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার এ্যাসিসটেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ গোলাম সরোয়ারের স্মরণসভায় বক্তারা বলেন কর্মগুণে যে ক'জন মানুষ স্মরণীয় হয়েছেন তাদের মধ্যে গোলাম সরোয়ার অন্যতম। গোলাম সরোয়ার একাধারে মুরিদ ও মুরাদের পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। একজন সত্যিকার খেদমতগারের মডেল হিসেবে তিনি কাদেরীয়া সিলসিলার মুরিদ ও খেদমত গারদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। আনজুমান-এ- রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার ব্যবস্থাপনায় নগরীর ষোলশহরস্থ আলমগীর খানকাহ শরীফে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় আনজুমানের সিনিয়র ভাইস প্রসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন বলেন জনাব সরোয়ার নিজে যেমন কাজের প্রতি নিবিষ্ট থাকতেন তেমনি অন্যদেরকে কাজ করার সুযোগ করে দিতেন। আনজুমানের সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন বলেন জনাব সরোয়ার আপাদ মস্তক আনজুমানের নিরেট খাদেম ছিলেন। স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। আলোচক ছিলেন আলহাজ্ব মুহাম্মদ শামসুদ্দিন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ, আলহাজ্ব আনোয়ারুল হক, আলহাজ্ব মাহবুবুল আলম, আলহাজ্ব মাহবুব এলাহী সিকদার, এম শওকত আলী চৌধুরী প্রমুখ।

সমাজসেবী ও আনজুমান সদস্য ইউনুচ কোম্পানির ইন্তেকাল

গাউসে জমান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) এর মুরীদ, আনজুমান-এ- রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার সদস্য, হাটহাজারী থানার মধ্যম মার্দাশা নিবাসী আলহাজ্ব আবদুল জব্বার প্রকাশ ইউনুছ কোম্পানী গত ২ মে বেলা দেড়টায় ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ৬ ছেলে, ২ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

ষোলশহরস্থ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া ময়দানে ঐদিন বাদে আসর মরহুমের নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন আল্লামা মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী। পরদিন বাদে জোহর মাদার্শাস্থ আকবর শাহ মসজিদে ২য় নামাযে জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। সমাজ সেবক ও শিক্ষানুরাগী ইউনুছ কোম্পানির ইন্তেকালে আনজুমানের সি. ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশে'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ প্রাক্তন কমিশনার জামেয়ার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন।

গাউসিয়া কমিটি দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়ন শাখার উপদেষ্টা এবং আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার সদস্য, বিশিষ্ট দানবীর আলহাজ্ব ইউনুছ কোম্পানীর ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি হাটহাজারী (পূর্ব) থানা শাখার সভাপতি গাজী মুহাম্মদ লোকমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সেকান্দর হোসেন, গাউসিয়া কমিটি ১৩নং দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়ন শাখার সভাপতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ মিয়া সওদাগর, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন চৌধুরী এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। নেতৃবৃন্দ মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের

প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মাদার্শায় ইউনুছ কোম্পানীর স্মরণ সভা : আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার সদস্য ও গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়ন শাখার উপদেষ্টা আলহাজ্ব গাজী মুহাম্মদ ইউনুছ কোম্পানীর ইনতেকালে ১৩নং দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির উদ্যোগে এক বিশাল স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল গত ১০ মে ০৭ স্থানীয় আবদুল নবী চৌধুরী মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে গাউসিয়া কমিটির সভাপতি সৈয়দ মুহাম্মদ মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন শায়খুল হাদীস, শেরে মিল্লাত মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী, বিশেষ আলোচক ছিলেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিশিষ্ট লেখক এ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দীন বখতেয়ার, মাসিক তরজুমানের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, উত্তর জেলা গাউসিয়া কমিটির নির্বাহী সদস্য এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, হাটহাজারী (পূর্ব) থানা শাখার উপদেষ্টা বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, পূর্ব থানার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে গাজী মুহাম্মদ লোকমান এবং মুহাম্মদ সেকান্দর মাষ্টার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আতাউর রহমান নঈমী, মাওলানা হারুন রশিদ, মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন চৌধুরী, মরহুম ইউনুছ কোম্পানীর পুত্র খাজা মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন ও খাজা মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন, মাওলানা মনির আহমদ রেজভী, মাওলানা হাসান, ফরিদুল আলম (মিন্টু), সাহেদ চৌধুরী, ইলিয়াছ সওদাগর, লোকমান হাকিম সওদাগর, মাওলানা ইব্রাহীম, মামুন চৌধুরী, এস,এম সাইফুল আলম, মামুন রশিদ, আরশাদ চৌধুরী, দিদার চৌধুরী, আবুল কাশেম, সেলিম উদ্দিন, সাইফুর রহমান, মাওলানা আবু হানিফ প্রমুখ।

বক্তাগণ মরহুম ইউনুছ কোম্পানীর বিভিন্ন অবদানের কথা বিশেষ করে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রসুল ত্রিশ পারা দরূদ শরীফ উর্দুতে ছাপানোর কথা স্মরণ করেন। বক্তারা বলেন তিনি ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একজন মুজাহিদ তিনি কোনদিন বাতিলের সাথে আপোষ করেননি।

আরব আমিরাতে গাউসিয়া কমিটির তৎপরতা

সংযুক্ত আরব আমিরাতে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন ও অভিষেক সম্পন্ন : আনজুমান-এ- রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার অঙ্গ সংগঠন এবং অরাজনৈতিক ও তরিকত ভিত্তিক সংগঠন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত কেন্দ্রীয় এর নিম্নোক্ত কমিটি অনুমোদিত হয়।

আলহাজ্ব মুহাম্মদ আইয়ুব (আবু ধাবী, মোছাফফা) সভাপতি, আলহাজ্ব মুহাম্মদ নুরুল আবছার (দুবাই) সিনিয়র সহ-সভাপতি, আলহাজ্ব মাওলানা লোকমান হাকিম (দুবাই) সহ-সভাপতি, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাহবুব (দুবাই) সহ-সভাপতি, আলহাজ্ব মুহাম্মদ জানে আলম (আবু ধাবী, মুছাফফা) সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ ইয়াছিন (শারজাহ) সহ-সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন (শারজাহ) সহ-সাধারণ সম্পাদক, মাওলানা আবু ছালেহ (শারজাহ) সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মদ জসিম (আজমান) সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, হাজী মুহাম্মদ ইয়াকুব (দুবাই) সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল আলম, (শারজাহ) কোষাধ্যক্ষ, আলহাজ্ব মুহাম্মদ সরোয়ার (দুবাই,হাত্তা) সহ-কোষাধ্যক্ষ, মুহাম্মদ আবদুল গাফফার (শারজাহ) সহ-কোষাধ্যক্ষ, মুহাম্মদ আবুল কাসেম (আল-আইন) দপ্তর সম্পাদক, মুহাম্মদ হাফেজ সিরাজুল হক (দুবাই, আবির) সহ-দপ্তর সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ আবু জাফর (দুবাই, আবির), মুহাম্মদ মাহবুব, প্রচার সম্পাদক, আহম্মদ শফি (দুবাই, আল হায়ের) সহ-প্রচার সম্পাদক, মুহাম্মদ হাফেজ এয়াকুব (দুবাই) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ মাসুদ (দুবাই) সহ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক, মুহাম্মদ ইউনুছ ছিদ্দীকি (আবু ধাবী, মোছাফফা), মুহাম্মদ হারুন, (দুবাই, আবির) মুহাম্মদ কাসেম (রাস-আল-খাইমা), মুহাম্মদ মোরশেদ (শারজাহ-জাহেদ), সৈয়দ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন (দুবাই), মুহাম্মদ ইকবাল (আজমান), মুহাম্মদ নুরুল আবছার (আজমান), মুহাম্মদ আবুল কালাম (আবুধাবী), হাফেজ মুহাম্মদ জালাল (হাত্তা), মুহাম্মদ ইউনুছ তৈয়বী (দুবাই) ও মুহাম্মদ শাহজান (শারজাহ) সদস্য,

আরব আমিরাত কেন্দ্রিয় কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নবগঠিত গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত কেন্দ্রীয় কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান মুর্শিদে বরহক রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ (ম,জি,আ,)র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান এর সি,ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। প্রধান অতিথি নবগঠিত কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

ইউ,এ ই কেন্দ্রীয় কমিটি

জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে ইউ,এ এ কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটির উদ্যোগে দুবাই আবীর গ্যারেজ আল কাউওয়ানী অটো রিফারিং ওয়ার্কসপে মিলাদুন্নবী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বাদে আছর খতমে গাউসিয়া শরীফ পড়েন মাওলানা ইউনুছ তৈয়্যবী, তকরীর করেন মাওলানা আবু জাফর। উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ আতাউর রহমান, মাওলানা নুরুল ইসলাম আনছারী, হাফেজ সিরাজুল হক, সৈয়দ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন, মুহাম্মদ নুরুর আবছার চৌধুরী, মুহাম্মদ লোকমান হাকিম, মুহাম্মদ জানে আলম, মুহাম্মদ ইয়াছিন, হারুন সওদাগর, মুহাম্মদ নুরুল আলম, হাজী সরোয়ার, হাজী এয়াকুব, আবদুল গফফার, আহমদ শফি, মুহাম্মদ ইউনুস সিদ্দিকী, মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন, মুহাম্মদ আলমগীর, মাওলানা মুমিন, মাওলানা আবদুর রহিম, মুহাম্মদ জাহেদ, মুহাম্মদ ছৈয়দুল হক, মুহাম্মদ আলম প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি আবীর শাখা দুবাই

গাউসিয়া কমিটি আবীর সবজি মার্কেট দুবাই শাখার উদ্যোগে গত ৩০ মে বাদ আছর মুহাম্মদ হারুন সওদাগরের সভাপতিত্বে মিলাদুন্নবী (দ.) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা মুহাম্মদ আবু জাফর ও মুহাম্মদ ইউসুফ এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আইয়ুব, আলহাজ্ব মুহাম্মদ জানে আলম, মুহাম্মদ ইউনুস সিদ্দিকী, মুহাম্মদ ইউনুস তৈয়বী, হাফেজ সিরাজ, মাওলানা ফরিদ, হাজী এয়াকুব, বাদে মাগরিব তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে মাহফিল সমাপ্ত হয়।

আজমান শাখা গাউসিয়া কমিটি গঠিত

গাউসিয়া কমিটি আরব আমীরাতের আজমান শাখার উদ্যোগে আহবায়ক মুহাম্মদ জসিম এর সভাপতিত্বে ৪ মে ০৭ অনুষ্ঠিত সভায় আজমান শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়।

মুহাম্মদ জসিমকে সভাপতি, মুহাম্মদ নুরুল আবছারকে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ ইকবালকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়,।

এ সভায় সংযুক্ত আরব আমিরাত কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ জানে আলম, মুহাম্মদ আবদুল গাফফার, হাফেজ সিরাজুল হক, মাওলানা আবু জাফর, মুহাম্মদ ইউনুছ সিদ্দিকী, হাজী এয়াকুব, সৈয়দ ফরিদ উদ্দীন, মুহাম্মদ ইউনুছ তৈয়বী.

দুবাইতে আল্লামা ছাবের শাহ্ (ম.জি.আ.) সংবর্ধিত

গাউসিয়া কমিটি সংযুক্ত আরব আমিরাত কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে পীরে বাঙ্গাল আল্লামা ছাবের শাহ কেবলাকে সংবর্ধনা প্রদান উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান। গত ২৪ মার্চ ০৭ দুবাই বিজনেস ফোরাম এ কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব নুরুল আবছার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন আলহাজ্ব মাওলানা লোকমান হাকিম।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হুজুর কেবলা পীরে বাঙ্গাল আল্লামা ছাবের শাহ্ (ম.জি.আ.) ভাইদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে জামেয়া আনজুমান ও সিলসিলার খেদমত করার জন্য তাগিদ দেন, এ ব্যাপারে ভাইদের সতর্কতার সাথে কাজ করার জন্য আহবান জানান।

সভায় উপস্থিত ছিলেন আরব আমিরাত কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ জানে আলম, মুহাম্মদ এয়াছিন, মাওলানা আবু ছালেহ, আলহাজ্ব মুহাম্মদ সরোয়ার, মুহাম্মদ সিরাজুল হক, মাওলানা মুহাম্মদ আবু জাফর, হাফেজ মুহাম্মদ এয়াকুব, মাওলানা মুহাম্মদ মাসুদ, মুহাম্মদ ইউনুছ ছিদ্দিকি, মুহাম্মদ হারুন, সৈয়দ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন, মাওলানা ইউনুছ সিদ্দিকী, হাজী ইয়াকুব, মাওলানা মুহাম্মদ মুবিন, মাওলানা আবদুর রহীম, এছাড়া সংযুক্ত আরব আমীরাত থেকে আগত পীর ভাইগণ উপস্থিত ছিলেন।

মোছাফফাহ শাখায় (দুবাই) মাহফিল

গাউসিয়া কমিটি মোছাফফা শাখা (দুবাই) এর উদ্যোগে গত ২৪ মার্চ ০৭ মোছাফফার ১১নং আইয়ুব ষ্টিল ওয়ার্কসফে আয়োজিত মাহফিলে হুজুর কেবলা আওলাদে রাসুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ ছাবের শাহ (ম.জি.আ.) মেহমান-এ আলা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাদে যোহর অনুষ্ঠিত এ মাহফিলে উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন আলহাজ্ব মুহাম্মদ আইয়ুব, আলহাজ্ব মুহাম্মদ জানে আলম, আলহাজ্ব মুহাম্মদ সরোয়ার, হাজী এয়াকুব, হাজী ইউনুছ, মাওলানা মুমিন, মুহাম্মদ ইউনুস সিদ্দিকী, মুহাম্মদ আলমগীর, মুহাম্মদ জসিম, মুহাম্মদ নাছের, মুহাম্মদ আবু তাহের, মুহাম্মদ জমির, মুহাম্মসদ আরজু প্রমুখ।

চট্টগ্রাম উত্তর জেলার বর্ধিত সভা সম্পন্ন

গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম উত্তর জেলার জরুরী বর্ধিত সভা কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আমিনুর রহমান এর সভাপতিত্বে আলমগীর খানকাহ শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাংগঠনিক কার্যক্রম আরো বেগবান করার লক্ষ্যে আগামী 'জুন হতে আগষ্ট' মাসকে ত্রৈমাসিক সাংগঠনিক মাস হিসেবে পালন করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইউনিট কমিটির কাউন্সিল ১ জুন থেকে ৩০ জুন '০৭। ইউনিয়ন কমিটির কাউন্সিল ১ থেকে ৩০ জুলাই '০৭ পর্যন্ত। উপজেলা কমিটির কাউন্সিল ১ থেকে ৩১ আগষ্ট '০৭ পর্যন্ত। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব আনোয়ারুল আজিম, আলহাজ্ব খন্দকার সিরাজুল ইসলাম, আলহাজ্ব মাহবুব এলাহী সিকদার, আলহাজ্ব আবদুস শুক্কুর, মাওলানা ইয়াসিন হোসাইন হায়দরী, ইঞ্জিনিয়ার নুরুল আজিম, হারুন সওদাগর, মীর আলী আকবর মিরন, গাজী মুহাম্মদ লোকমান, এডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, কাজী ইউসুফ মাষ্টার, জমির হোসেন মাষ্টার, আলহাজ্ব সেকান্দার চৌধুরী, আলী আকবর কাদেরী ও আজিজুল হক প্রমুখ।

হালিশহর তৈয়বিয়া ইসলামিয়া মাদরাসায় আনজুমান কেবিনেট নেতৃবৃন্দ সংবর্ধিত

কলুষিত সমাজের সকল প্রকার অমানিশা দূর করে জ্ঞানের আলোতে দেশ ও সমাজ আলোকিত করতে দ্বীনি শিক্ষার বিকল্প নেই। সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক যুগপোযোগী আধুনিক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চরিত্রবান সুনাগরিক সৃষ্টিতে অবদান রাখতে সক্ষম। আনজুমান পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মকভাবে এগিয়ে আসলে প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভে সক্ষম হবে। গত ১২ মে ০৭ শনিবার বাদ মাগরীব আনজুমান পরিচালনাধীন মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়ার ব্যবস্থাপনায় মাদরাসা কার্যালয়ে আয়োজিত আনজুমানের নবনিযুক্ত সম্মানিত কেবিনেট নেতৃবৃন্দের সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও যৌথ মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আনজুমান'র সিনিয়র সহ সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন অভিমত ব্যক্ত করেন। মাদরাসা পরিচালনা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মদ মনজুর আলম মনজুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, আনজুমান'র সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সংবর্ধেয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবনিযুক্ত জয়েন্ট সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, আনজুমান কার্যকরী সংসদের সদস্য হিসেবে মনোনীত মুহাম্মদ মনজুর আলম মনজু, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ। এতে অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি মুহাম্মদ মাসুদ। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাদরাসার অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা বদিউল আলম রিজভী। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিচালনা পরিষদ সদস্য যথাক্রমে আলহাজ্ব আবুল মনজুর, আলহাজ্ব মাওলানা আবুল কালাম আমিরী, জনাব মোজাফ্ফর আহমদ কোম্পানী, আলহাজ্ব ছালেহ আহমদ, জনাব দিদারুল আলম, আলহাজ্ব মুহাম্মদ সেলিম, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, জনাব আবুল ফয়েজ প্রমুখ।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে মাদরাসার সদস্য আলহাজ্ব ইলিয়াছ সওদাগরের ইন্তেকালে ও মাদরাসার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আবদুল মান্নানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। কেবিনেট নেতৃবৃন্দ মাদরাসার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন, প্রশাসনিক বিভিন্ন দাবী দাওয়া মনযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং বিধি মোতাবেক দ্রুত সমাধানের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আনজুমান ট্রাস্ট -এ রাউজান দারুল ইসলাম ফাযিল মাদরাসা অন্তর্ভূক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ

রাউজান দারুল ইসলাম ফাযিল মাদরাসা আনজুমান ট্রাস্ট এ অন্তর্ভূক্তিতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শুভাকাংখী সবাই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। গত ৯ মে ফাতেহায়ে ইয়াজদাহুম পালন ও শিক্ষকদের সাথে এক মতবিনিময় সভা শিক্ষক মিলনায়তনে অধ্যক্ষ আল্লামা আবুল হোসাইন ফারুকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন গর্ভনিং বডির সেক্রেটারী মুহাম্মদ অহিদুল ইসলাম, মেম্বার মাওলানা ইয়াসিন হোসাইন হায়দরী, উপাধ্যক্ষ আল্লামা রফিক ওসমানী, মাওলানা জামাল উদ্দিন, অধ্যাপক মনসুরুল আলম, মাওলানা কুতুব উদ্দিন, মাষ্টার রফিকুল আলম, মাওলানা সামশুল আলম হেলালী প্রমুখ। বক্তারা বলেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের দীর্ঘ দিনের দাবি বর্তমান পরিচালনা কমিটির নেতৃত্বে এই মাদরাসা লেখাপড়া, অবকাঠামো সহ সার্বিক উন্নয়নে আনজুমানের সেক্রেটারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সবাইকে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে আরো বেশী সহযোগিতার আহবান জানান।

শোক সংবাদ

আবদুস সলিম বাক্স কালেক্টর এর ইন্তেকাল

রাউজানস্থ গহিরা ফাজিল মুহাম্মদ বাড়ী নিবাসী, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার বাক্স কালেক্টর ও খাদেম মুহাম্মদ আবদুস সলিম গত ২৯ এপ্রিল ২০০৭ রবিবার বিকাল ৪টায় চমেক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে....রাজেউন) তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। তিনি ১ ছেলে, ৫ মেয়ে, ভাইসহ বহু আত্মীয় স্বজন, গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুমের ১ম নামাযে জানাযা ঐদিন বাদে মাগরীব জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া ও ২য় জানাযা রাত ১০টায় গহিরা এফকে জামেউল উলুম আলীয়া মাদরাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য তিনি রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) এর মুরিদ ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ আনজুমানের বাক্স কালেক্টর ও খেদমতগার হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আনজুমান নেতৃবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তরজুমান কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন ও আত্মার মাগফিরাত এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কাজী জাহাঙ্গীর মুহাম্মদ ইছহাক

আনজুমান -এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার ঢাকার সাবেক সহ-সভাপতি মরহুম আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সওদাগরের ২য় পুত্র আলহাজ্ব কাজী জাহাঙ্গীর আলম মুহাম্মদ ইছহাক (৪৯) ৬ এপ্রিল '০৭ শনিবার বিকাল ৫ ঘটিকার সময় ঢাকার মুহাম্মদপুরস্থ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না....রাজেউন) তিনি স্ত্রী, তিন কন্যা, ৪ ভাই বোনসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুমের ১ম নামাজে জানাযা ঢাকা মুহাম্মদপুরস্থ কাদেরিয়া তৈয়্যবীয়া আলীয়া মাদরাসা ময়দানে রাত ৯টায়

অনুষ্ঠিত হয়। রাউজানস্থ গহিরা মৌলভী বাড়ী জামে মসজিদ ময়দানে সকাল ৮টায় দ্বিতীয় জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য, তিনি হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.)এর মুরিদ ছিলেন। হুজুর কেবলা (রহ.)'র সাথে রেঙ্গুন, বাগদাদ পাকিস্তান, ভারত ও হজ্বের সফরে অংশ গ্রহণ করেন। ঢাকা আনজুমান কর্তৃপক্ষ মরহুমের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ইলিয়াছ সওদাগর এর ইন্তেকাল

বন্দর থানা গাউসিয়া কমিটি, আনজুমানে ফেদায়ে মুস্তফা (দ.) এর সদস্য আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইলিয়াছ সওদাগর গত ৫ মে চমেক হাসপাতালে ৫৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি এক ছেলে ও দুই মেয়ে এবং স্ত্রী রেখে যান। তিনি আজীবন হালিশহর মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়ার ও তরীকতের খেদমত করে গেছেন। তাঁর ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি ও আনজুমানে ফেদায়ে মোস্তফা (দ.) এর কর্মকর্তা শোক প্রকাশ করেন। তারা মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

এয়াকুব আলী

বন্দর থানা গাউসিয়া কমিটির সহ সভাপতি ও মাইলের মাথা শাখার সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও সমাজ সেবক আলহাজ্ব মুহাম্মদ এয়াকুব আলী গত ১৯ মে '০৭ চট্টগ্রাম ন্যাশনাল হাসপাতালে ৫৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি ৩ ছেলে, ১ মেয়ে ও স্ত্রী রেখে যান। তিনি সুন্নী মাজহাবের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর ইনন্তেকালে বন্দর থানা ও মাইলের মাথা গাউসিয়া কমিটি ও আনজুমানে ফেদায়ে মোস্তফা (দ.) এর কর্মকর্তাবৃন্দ শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

হাজী ফয়েজ আহমদ সওদাগর

গাউসিয়া কমিটি কৈয়গ্রাম ওয়ার্ড শাখার সহ সভাপতি শফিউল আজম (বাদশা)'র নানা হাজী ফয়েজ আহমদ সওদাগর গত ২০এপ্রিল বড়লিয়া গ্রামের নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তাঁর ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি কৈয়গ্রাম ওয়ার্ড শাখার কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন। তারা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

শোক সংবাদ

গাউসিয়া কমিটি সাতকানিয়া উপজেলা শাখার সাবেক প্রচার সম্পাদক মক্কা শরীফ প্রবাসী মুহাম্মদ ফরিদুল আলমের মাতা গত ১৩ মার্চ '০৭ বারঘোনা গ্রামে নিজ বাসভবনে ৭০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মরহুমার ইনতিকালে সাতকানিয়া গাউসিয়া কমিটির নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ এবং মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন।

উল্লেখ্য, তিনি মুরশেদে বরহক আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের (ম.জি.আ.) এর মুরিদ ছিলেন।

গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি মুহাম্মদ ওসমান গণি'র পিতার ইন্তেকাল

গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি মুহাম্মদ ওসমান গণি'র পিতা মুহাম্মদ আলী গত ১০ মে '০৭ চান্দগাঁও থানাস্থ পূর্ব ফরিদার পাড়ায় নিজ বাড়িতে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন (ইন্না...রাজেউন) তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি ৩ ছেলে, ৩ মেয়ে ও স্ত্রীসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন, গুণগ্রাহী রেখে যান। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী'র ইমামতিতে মরহুমের নামাজে জানাযা পূর্ব ফরিদার পাড়া জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আনজুমান সংসদ'র নেতৃবৃন্দ, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ, কমিশনারসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা, সদস্যবৃন্দ ও পীরভাইয়েরা অংশ গ্রহণ করেন। তিনি মুর্শিদে বরহক আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ (রহ.)'র মুরিদ ছিলেন।

আনজুমান কেবিনেট নেতৃবৃন্দ, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

শোক প্রকাশ

চট্টগ্রাম মহানগর গাউসিয়া কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট সংগঠক জনাব মুহাম্মদ ওসমান গণির পিতার ইন্তেকালে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার সি.ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, চট্টগ্রাম মহানগর গাউসিয়া কমিটির সহ সভাপতি আলহাজ্ব আবুল মনছুর, সেক্রেটারী আলহাজ্ব মাহবুবুল আলম সহ চট্টগ্রাম মহানগর আওতাধীন থানা সমূহের পক্ষ হতে পৃথক পৃথক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। গাউসিয়া কমিটি চান্দগাঁও থানা শাখার সি.সহ সভাপতি আলহাজ্ব আবদুল করিম, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম কোম্পানী, গাউসিয়া কমিটি ৪নং চান্দগাঁও ওয়ার্ড শাখার সভাপতি আবদুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক জালাল উদ্দীন মানিক, গাউসিয় কমিটি পাঁচলাইশ থানা সভাপতি আলহাজ্ব সিরাজুল হক কন্ট্রাক্টর, সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইছমাইল প্রমুখ গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর শোকাহত পরিবার বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শোক সভা ও দোয়া মাহফিল সম্পন্ন

জনাব ওসমান গণির পিতা মরহুম মুহাম্মদ আলীর ইন্তেকালে দোয়া মাহফিল গত ১৩ মে বলুয়ার দিঘীর পাড়স্থ খানকা শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুহাম্মদ ছালামত উল্লাহ, আলহাজ্ব আজিজুল হক চৌধুরী, আনিস আহমদ আনিস, ছাবের আহমদ। খতমে গাউসিয় শরীফ, মিলাদ মাহফিল ও মুনাজাত করেন হাফেজ মুহাম্মদ আবুল হোসাইন।

বায়েজিদ থানা গাউসিয়া কমিটির শোক সভা

গাউসিয়া কমিটি মহানগর সভাপতি মুহাম্মদ ওসমান গণির পিতা মুহাম্মদ আলীর ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি বায়েজিদ থানা শাখার উদ্যোগে আলহাজ্ব মুহাম্মদ শফি সাহেবের সভাপতিত্বে এক শোক সভা ১২ মে কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। শোক সভায় বক্তারা বলেন, মরহুম মুহাম্মদ আলী সমাজ সেবক, সদালাপী ন্যায় পরায়ন ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একনিষ্ট খাদেম ছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সহ-সভাপতি আলহাজ্ব হাজী মুহাম্মদ ইউসুফ, আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ইউসুফ আল কাদেরী, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব সেকান্দর সর্দার, এম.এ মতিন, সাংগঠনিক সম্পাদক শেক মুহাম্মদ আরিফুর রহমান, অর্থ সম্পাদক শামশুল আলম কোম্পানী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ছালেহ আহমদ, মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ তাহের প্রমুখ।

পরিশেষে মরহুমের রুহের মাগফিরাত ও শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

www.Yqadri.blogspot.com

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

২১.০৪.০৭

❒ তারেকের সঙ্গে খালেদা জিয়ার সাক্ষাৎ

২২.০৪.০৭

❒ পাকিস্তানে মোশাররফ সরকারের সঙ্গে চুক্তি, দেশে ফিরছেন বেনজির।

❒ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রথম দফা ভোট গ্রহণ সম্পন্ন।

২৩.০৪.০৭

❒ শেখ হাসিনার গ্রেফতারী পরোয়ানা স্থগিত।

২৪.০৪.০৭

❒ চান্দগাঁওয়ে নির্মাণাধীন সিএনজি স্টেশনের ছাদ ধসে ৩ শ্রমিক নিহত, আহত ৬।

❒ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে শ্রীলংকা।

২৫.০৪.০৭

❒ হাসিনার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। খালেদার উপর কোন ধরনের চাপ নেই। প্রেসনোট।

❒ বিমানকে ৩০ জুনের মধ্যেই পাবলিক কোম্পানিতে রূপান্তরে নীতিগত সিদ্ধান্ত, ছাঁটাই করা হচ্ছে সাড় তিনহাজার লোক।

❒ খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

২৬.০৪.০৭

❒ শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার ব্যাংক হিসাব সরবরাহ।

❒ মার্কিন কংগ্রেসে ইরাক থেকে সেনা ফিরিয়ে নেয়ার বিল পাস।

❒ উপদেষ্টা বোর্ডে হাজির করা হলো গ্রেফতারকৃত শীর্ষ ৪৮ রাজনীতিবিদকে।

২৭.০৪.০৭

❒ বরিশালে পিতার লাশ নিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় দুই পুত্রের মৃত্যু।

❒ কড়া নজরদারিতে ঢাকা মহানগর পুলিশ : ৬ ওসি সাসপেন্ড।

২৮.০৪.০৭

❒ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন দেয়া উচিৎ, আল-জাযীরা টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা।

❒ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভাল কাজ করার পাশাপাশি কিছু ভুলও করেছে বিচারপতি কে.এম. হাসান।

❒ বৃষ্টিবিঘ্নিত বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ন।

২৯.০৪.০৭

❒ বাঁশখালীর হাঙ্গর হত্যা মামলায় ২০ জনের ফাঁসির আদেশ।

❒ নাসিরাবাদে দিনে দুপুরে একবাসায় ডাকাতি: ৭ লাখ টাকার মাল লুট।

❒ ছাত্ররাজনীতি ও ট্রেড ইউনিয়ন বন্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার।

৩০.০৪.০৭

❒ চাঁদাবাজি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক ডিবি কনস্টেবল।

১.০৫.০৭

❒ কমলাপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট রেলস্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ, জাদিদ আল কায়েদা নামে একটি সংগঠনের এ ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার।

❒ তাপদাহে পুড়ছে দেশ, জনজীবন দুর্বিষহ।

❒ ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহার নিয়ে বুশের ভেটো প্রয়োগ।

২.০৫.০৭

❒ আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার সদস্য আলহাজ্ব ইউনুচ কোম্পানীর ইন্তেকাল।

❒ বিশিষ্ট আইনজীবীদের অভিমত; উপদেষ্টা পরিষদের আকার বাড়াতে সংবিধানে কোন বাধা নেই।

❒ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ঠেকাতে আইন উপদেষ্টার নেতৃত্বে কমিটি গঠন।

৩.০৫.০৭

❒ রাজনৈতিক দল গঠন থেকে সরে দাঁড়ালেন ড. ইউনূস।

❒ জামায়াত নেতা আলী আহসান মুজাহিদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা।

৪.০৫.০৭

❒ সারাদেশে দাবদাহ অব্যাহত, বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ, রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়েই চলছে।

৫.০৫.০৭

❒ ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কে যুক্ত হবে বাংলাদেশ, আন্তঃদেশীয় চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন।

❒ ১১৫ যাত্রী নিয়ে ক্যামেরুনে কেনিয়ার বিমান বিধ্বস্ত।

❒ খাতুনগঞ্জে পাওনাদারদের আড়াই কোটি টাকা নিয়ে ব্যবসায়ী উধাও।

৬.০৫.০৭

❒ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট।

❒ সংসদ ভবনে বিশেষ জজ আদালতের কার্যক্রম শুরু।

৭.০৫.০৭

❒ ৫২ দিন পর দেশে ফিরলেন শেখ হাসিনা। বিমান বন্দরে জনতার ঢল।

❒ খালেদা কেন অবাধে চলাফেরা করতে পারছেন না জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট।

❒ দেশ-বিদেশের ৭০টি একাউন্টে মামুনের ১১০ কোটি টাকা।

❒ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের নতুন শর্ত, নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি।

৮.০৫.০৭

❒ শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানাতে গিয়ে মিছিল করায় মামলা।

❒ দুর্নীতি তদন্তে হাসিনা ও খালেদাকে ইতিবাচক সাড়া দিতে হবে : ড. কামাল।

৯.০৫.০৭

❒ কাস্টমস থেকে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আট কোটি টাকার ভোজ্য তেল গায়েব।

❒ "সামরিক বাহিনী" সংবিধানের আওতায় কাজ করছে : বিবিসিকে ড. ফখরুদ্দীন।

১০.০৫.০৭

❒ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের পদত্যাগের ঘোষণা।

❒ এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা আজ শুরু।

১১.০৫.০৭

❒ পার হলো জরুরি অবস্থার ১২০ দিন।

❒ মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে নতুন যুদ্ধ ব্যয় বিল অনুমোদন।

১২.০৫.০৭

❒ চট্টগ্রাম বন্দরে প্রতিদিন গড়ে আড়াই কোটি টাকার ঘুষ লেনদেন হয়, টিআইবি'র অনুসন্ধানী গবেষণায় তথ্য প্রকাশ।

❒ পাচারকৃত অর্থ দেশে আনতে জাতিসংঘের সহযোগিতা চেয়েছে বাংলাদেশ।

১৩.০৫.০৭

❒ জেলা ও উপজেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগের প্রস্তুতি।

১৪.০৫.০৭

❒ ক্যাম্পে বসে ছবিসহ ভোটার তালিকা ও আইডি কার্ড তৈরির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

❒ মেয়র মহিউদ্দীন চৌধুরী গুরুতর অসুস্থ, ১০ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন।

❒ বিদেশে পাচার হওয়া ২৩৭ কোটি টাকা ফেরত আনা হয়েছে।

১৫.০৫.০৭

❒ ঘূর্ণিঝড়ে চট্টগ্রামে ৪জনের মৃত্যু: ৭সহস্রাধিক কাঁচাবাড়ি বিধ্বস্ত ও শতাধিক চিংড়ি ঘের বিলীন : বেড়িবাঁধে ফাটল, ব্যাপক ফসলহানি, উপকূলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি।

❒ ক্লিংকার সঙ্কটে সিমেন্ট কারখানা।

❒ মেয়র মহিউদ্দীন চৌধুরীকে ঢাকায় পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

১৬.০৫.০৭

❒ আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারী আলহাজ্ব গোলাম সরোয়ারের ইন্তেকাল।

❒ সরকারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট আবেদনের শুনানি মুলতবি।

❒ ঘরোয়া রাজনীতির নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া ও দ্রুত নির্বাচনের তাগিদ দিয়ে সরকারকে ১৫ মার্কিন সিনেটের চিঠি।

❒ ১৮ মাসে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা করা সম্ভব নয় : সিইসি।

❒ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সার্কোজির শপথ গ্রহণ।

❒ শেয়ার বাজারে চাঙ্গাভাব।

গ্রন্থনা : সৈয়দ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমান।

Yqadri.blogspot.com
HafezYusuf90
Yqadri
Aayqadri
Aayqadri
Yqadri.WordPress.com